এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরলেন মাওবাদী নেত্রী পুষ্পা
৭ দিন রেড রোড দিয়ে যান চলাচল নিষিদ্ধ, মামলা দায়ের হাইকোর্টে ৩

কলকাতা ১৮ জুন ২০২৬ ৪ আষাঢ় ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৬৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.06.2026, Vol.19, Issue No. 365, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

ঘানা বনাম পানামা
(ভারতীয় সময় ভোর ৪:৩০)
উজবেকিস্তান বনাম কলম্বিয়া
(ভারতীয় সময় সকাল ৭:৩০)
চেকিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
(ভারতীয় সময় রাত ৯:৩০)

গতকালের ফলাফল

ফ্রান্স-৩	সেনেগাল- ১
নরওয়ে-৪	ইরাক- ১
আর্জেন্টিনা- ৩	আলজেরিয়া- ০
অস্ট্রিয়া- ৩	জর্ডন-১

সুরভি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

জাদুকর। বিশ্বকাপে মাঠে নেমেই আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকের রেকর্ড লিওনেল মেসির।

মার্কিন হামলায় ভারতীয় নাবিকদের মৃত্যু
পাশেই বসে ট্রাম্প, তুলোধোনা মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন: ফ্রান্সে আয়োজিত জি-৭ সম্মেলনের ফাঁকেই পার্শ্বৈঠকে মুখোমুখি হওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। তার আগেই মোদীতে মজলেন ট্রাম্প। সম্মেলনের এক পর্যায়ে মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। দাবি করেন, মোদী শান্ত ও স্থিতধী। তাই ট্রাম্পকে নয়, সকলের নজর থাকুক মোদীর দিকেই। ট্রাম্পের এমন আকস্মিক প্রশস্তি আসলে 'ক্ষতে প্রলেপ' বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রসঙ্গত, ট্রাম্প-মোদী বৈঠকের দিকে নজর রয়েছে সকলের। এদিনের বৈঠকে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কী কথা হবে সেটা নিয়েই সবচেয়ে বেশি আগ্রহ রয়েছে।

উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বন্ধুত্ব, হৃদ্যতার কথা সকলের জানা। তবে দেশের স্বার্থে সেই আমেরিকার

সমালোচনাও করতে দু'বার ভাবেননি প্রধানমন্ত্রী মোদী। মঙ্গলবার জি৭ নেতাদের বৈঠকে মার্কিন হামলায় ভারতীয় নাবিকদের মৃত্যু নিয়ে সরব হন প্রধানমন্ত্রী মোদী। হরমুজ প্রণালীতে সঙ্কট এবং তার জেরে ভারতীয়দের প্রাণ খোয়ানো নিয়ে মুখ খোলেন প্রধানমন্ত্রী। দাবি করেন জাহাজ চলাচলের রুটের সুরক্ষার।

দেশের আগে কেউ নয়! ফের প্রমাণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশে বসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবুও ভারতীয় নাবিকদের উপরে মার্কিন হামলা নিয়ে মুখ খুলতে দ্বিধা করেননি। জি৭ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে যেটুকু কাজ এগিয়েছে, তাকে আমরা স্বাগত জানাই। এই সংঘর্ষের কারণে আমাদের বন্ধু দেশগুলিতে নাগরিকদের মৃত্যু ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জটের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বিরাট প্রভাব পড়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী সরাসরি ওমান উপকূলে আমেরিকার হামলায় তিন ভারতীয়ের মৃত্যুর কথা উল্লেখ না করলেও, এই যুদ্ধ এবং তার জেরে ভারতীয় নাগরিকদের উপরে যে হামলা হচ্ছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এরপরই প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বহু ভারতীয় নাগরিকও প্রাণ হারিয়েছেন। নাবিকদের সুরক্ষা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে সমুদ্রের রুট গুলি যেন সুরক্ষিত থাকে এবং নাবিকরা নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে তাদের কাজ করতে পারেন।' একই সঙ্গে বাণিজ্যে প্রভাব নিয়েও কথা বলেন।

আজ থেকে শুরু রাজ্য বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট আগামী ২২ জুন বিধানসভায় পেশ করা হবে। তার আগে আজ থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্য বিধানসভা। শুক্রবারের বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্যায়ের সূচি চূড়ান্ত করতে স্পিকার রথীন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় বৈঠক ও কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বিষয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ও প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই অধিবেশনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

সূচি অনুযায়ী, ১৮ জুন সকাল ১১টায় রাজ্যপাল সংবিধানের ১৭৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে অধিবেশন শুরু হবে। ১৯ জুন শোকপ্রস্তাবের মাধ্যমে অধিবেশনের কাজ শুরু হবে। ২২ জুন দুপুর ১২টায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেট পেশ করবেন। নতুন সরকারের প্রথম বাজেট নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তা নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, কৃষি, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নিয়ে সরকারের রূপরেখা এই বাজেটে স্পষ্ট হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

২৩ ও ২৪ জুন রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনা এবং বাজেট নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। ২৫ জুন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দ সংক্রান্ত দাবিপত্র পেশ করা হবে। এরপর অধিবেশনে সাময়িক বিরতি দিয়ে ৬ জুলাই পরবর্তী পর্যায় ফের তা শুরু হবে। বাজেট অধিবেশনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেও উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে।

ফলতায় ঘোষণা শিল্পের, কঠোর বার্তা সুশাসনেরও

দেবাশিস দে ● ফলতা

ফলতা বিধানসভা এলাকা থেকে উন্নয়ন, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, দুর্নীতির তদন্ত এবং আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবারের জনসভা থেকে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, ফলতাকে নতুন শিল্প ও বিনিয়োগের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি এবং প্রশাসনের উপর হামলার ঘটনায় কোনওরকম আপস করা হবে না।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রথম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) গড়ে ওঠার গৌরব রয়েছে ফলতার। এই শিল্পাঞ্চলকে আরও আধুনিক ও বিনিয়োগ উপযোগী করে গড়ে তুলতে সরকার বিশেষ উদ্যোগ নেবে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন, শিল্প স্থাপনের সুবিধা বৃদ্ধি এবং নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে এসইজেডের সম্প্রসারণ ঘটানো হবে। তাঁর দাবি, এর ফলে ফলতা-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহু শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। আগামী রাজ্য বাজেটে এই বিষয়ে একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করা হবে বলেও তিনি জানান।

স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নেও বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ফলতা এলাকায় একটি ১০০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। এজন্য দ্রুত জমি চিহ্নিত করে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট (ডিপিআর) প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারের মহকুমাশাসক ও ফলতার বিডিওকে জেলাশাসকের মাধ্যমে দ্রুত সেই রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে জমা

দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

আইন-শৃঙ্খলা ইস্যুতেও এদিন কড়া অবস্থান নেন মুখ্যমন্ত্রী। জাহাঙ্গির খানের গ্রেপ্তারির পর তাঁর স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশের উপর হামলা ও থানায় বিক্ষোভের ঘটনাকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, যারা পুলিশের উপর আক্রমণ চালিয়েছে তাদের ভিডিও ফুটেজ ও সিসিটিভি চিত্র খতিয়ে দেখে প্রত্যেককে চিহ্নিত করতে হবে। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা করার বিষয়টিও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন তিনি।

সরকারি প্রকল্পে অনিয়ম নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ের পর ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি মেরামতের জন্য প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে যাঁরা ২০ হাজার টাকা করে পেয়েছিলেন, তাঁদের সম্পূর্ণ তালিকা সরকারের কাছে রয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তদন্ত করে দেখা হবে, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ওই আর্থিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন কি না। অনিয়ম বা ভুয়ো উপভোক্তার অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

মায়ের ঘাটে ঝাঁটা হাতে

■আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য সফরের আগে 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' কর্মসূচিতে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বাগবাজারে মায়ের ঘাটে নিজে হাতে ঝাড়ু দিয়ে সিঁড়ি পরিষ্কার করেন তিনি। পুরসভা সূত্রের খবর ২১ জুন প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গ সফরের আগের দিন অর্থাৎ, ২০ জুন স্বচ্ছতা সে স্বাগত কর্মসূচি শেষ হবে। রাজ্যজুড়ে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমকে নতুন করে গতিশীল করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল, পর্যটন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় ও কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে। মায়ের ঘাটের গেটের সামনে বৃক্ষরোপণ করে এই কর্মসূচি শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর ঝাঁটা হাতে ঘাট পরিষ্কারে নামেন।

এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা কর্পোরেশন এবং আমরা সবাই প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাই। এর জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি চলছে।'

পুরী থেকে ধৃত সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরী থেকে গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। রাজ্য ও ওডিশা পুলিশের যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয় ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে। তোলাবাজি, দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে। এর আগে তাঁর গাড়ির চালককেও ওডিশা বর্ডার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, সুশান্তকে নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতায়।

পাশাপাশি পুলিশ সূত্রে এও জানা গিয়েছে, ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডে তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করা হয়েছিল। দীর্ঘ দিন ধরেই পুলিশ তাঁকে খুঁজছিল। অভিযোগ, ওডিশার রাস্তায় গাড়ি ফেলে পালিয়েছিলেন সুশান্ত। তাঁর চালক ধরা পড়েছিলেন। কিন্তু গা ঢাকা দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর খোঁজে জোরদার তল্লাশি চলেছে। অবশেষে সেই সুশান্ত ধরা পড়লেন বুধবার। প্রসঙ্গত, ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডে হকারদের কাছ থেকে তিন কোটি টাকা হাতানোর অভিযোগে আনন্দপুর থানার দ্বারস্থ হয়েছিলেন হকার্স কমিটির কয়েক জন। সেই অভিযোগ জমা পড়তেই গা-ঢাকা দেন সুশান্ত। ওডিশা পর্যন্ত তাঁকে ধাওয়া করেছিল পুলিশ। তবে পুলিশ আসতে দেখেই তিনি রাস্তায় গাড়ি থেকে নেমে পালিয়ে যান। তাঁর গাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় চালক সুজিত চৌধুরীকে। তিনি পালাতে পারেননি।

গত মাসে ১২ নম্বর বরো কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন সুশান্ত। তবে কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দেননি। পরে কলকাতা পুরসভার পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, পুলিশি তদন্তে সুশান্তের নামে একাধিক সম্পত্তির হদিস পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগ, বেনামেও বহু সম্পত্তি রয়েছে সুশান্তের। এলাকায় তাঁর দাপট ছিল। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, তাঁর সঙ্গে যুক্ত সম্পত্তির মূল্য কয়েকশো কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে। সুশান্তকে হেপাজতে নিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে পুলিশ।

রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে একের পর এক নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী, বিধায়ক এবং কাউন্সিলরেরা গ্রেপ্তার হচ্ছেন। কলকাতা পুরসভায় কাউন্সিলর পদে থাকা ১০ জনকে নানা অভিযোগে ইতিমধ্যে ধরেছে পুলিশ।

এবার শ্রীঘরে উদয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় গ্রেপ্তার হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। বুধবার দুপুরে ফুলবাগানের বাড়ি থেকে তাঁকে পাকড়াও করে কোচবিহারের পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, আর্থিক তছরুপের মামলায় কোচবিহার জেলা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তাঁকে। যদিও, এটি একটি পুরনো মামলা। পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রেপ্তারের পরে তাঁকে ফুলবাগান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, উদয়নের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে ছয়টি অভিযোগ রয়েছে। তবে, এখন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তোলাবাজির মামলায়। জানা যাচ্ছে, গত ১২ জুন শুক্রবার অভিযোগ দায়ের হয় উদয়নের বিরুদ্ধে। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের 'পিকু' (শিশু বিভাগ) তৈরি করা হয়েছিল। সেই সময় একটি এনজিও-র নাম করে প্রচুর টাকা তোলাবাজি করার অভিযোগ ওঠে। সেখান থেকেই অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, শিয়ালদহ আদালতে পেশ করে তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে যাওয়া হবে কোচবিহার।

এদিকে উদয়নের নামে আরও বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। যার মধ্যে পড়ছে, ১) রতন বর্মন খুনের মামলা, ২) পঞ্চ শহিদের মামলা, ৩) একুশ সালে ভোট পরবর্তী হিংসা, ৮) দিনহাটা পুরসভা এলাকায় ঘরের জন্য টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তবে এ দিন, পুলিশের গাড়িতে ওঠার আগে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বললেন, 'আমি জানিনা কেন গ্রেপ্তার করেছে।' এদিকে দিনহাটার বিজেপি বিধায়ক অজয় রায় বলেন, 'উনি অনেক দুর্নীতি করেছেন। উনি এক নম্বরের নটোরিয়াস ক্রিমিনাল। আগেই গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। ভেবেছিলেন বেঁচে যাবেন। কিন্তু আইন সবার জন্য এক এটা পরিষ্কার।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর উত্তরবঙ্গের অন্যতম দাপুটে নেতা উদয়ন। ক্ষমতায় একধিকবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন বিরোধী উদ্দেশে। তৃণমূলেরই বিক্ষুব্ধ একাংশের দাবি, উদয়ন এতটাই ক্ষমতাশালী যে উত্তরবঙ্গের কাজকর্ম তাঁকে না জানিয়ে করা যেত না। টাকা না দিলে কোনও কাজই হত না। রাজ্যের পালা বদলের পর এবার ধীরে ধীরে অভিযোগকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে সেই তোলাবাজিরই অভিযোগ করছেন।

তৃণমূল জমানায় রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন উদয়ন। পুলিশ সূত্রে খবর, উদয়নের বিরুদ্ধে দিনহাটা থানায় মামলা রুজু হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কাটমানি এবং প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবারই দিনহাটায় নিয়ে যাওয়া হতে পারে। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটে কোচবিহারের দিনহাটায় তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিলেন উদয়ন।

হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রাজপথে মিছিল মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদহ-হাওড়া স্টেশন-সহ রাজ্যের বিভিন্ন রেল স্টেশনে পরপর হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে বুধবার ধর্মতলায় মিছিল করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুকে প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে মানববন্ধন করে 'কালীঘাট তৃণমূল' সুপ্রিমো ধর্মতলা চত্বরে মিছিল করেন। তার সঙ্গে এদিন ছিলেন কুণাল ঘোষ, দোলা সেন-সহ দলের নেতা ও কর্মীরা।

বুধবারের মিছিল প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মহলের মতে, হকার উচ্ছেদ ইস্যুতে শুরু থেকে বামেরা সক্রিয় হওয়ায় তাদের পালের হাওয়া টানতেই এবার পথে নামলেন মমতা। সম্প্রতি যাদবপুর স্টেশনে উচ্ছেদ ঘিরে বামনেতা সুজন চক্রবর্তী ও সৃজন ভট্টাচার্যরা বিক্ষোভ দেখান। চলতি সপ্তাহের মধ্য রাতে হাবড়া স্টেশনে রেলের জমিতে উচ্ছেদ ঘিরে বাম কর্মীরা পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও শমীক লাহিড়ীরা পুনর্বাসন

ছাড়া উচ্ছেদ চলবে না বলেও সরব হন।

এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, ছাব্বিশের ভোটে ভরাডুবির পর সংগঠনের খেই হারানো তৃণমূল, তার খয়িষ্ণু শক্তি পরীক্ষা করতেই এই মিছিল। চলতি মাসের ২ তারিখ এসআইআর ও ভোট পরবর্তী অশান্তির ইস্যুতে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে ধর্নায় বসেছিলেন মমতা। সেদিন হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র বিধায়ক-সাংসদ ছিলেন। বুধবার ফের পথে নেমে দলের প্রকৃত চেহারা ও সাংগঠনিক শক্তি পরীক্ষা করে দেখলেন মমতা।

বুধবারের মিছিলে হকারদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে মমতা বামেদের একহাত নিয়ে অভিযোগ করে বলেন, বামেরা হকার ইস্যুকে সামনে রেখে নিজেদের 'রাজনৈতিক সুবিধা' নিতে চাইছে। এই

বাজেটের আগে নির্মলা-বৈঠকে স্বপন

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন: রাজ্যে নতুন সরকার তৈরি হওয়ার পর সোমবার বিধানসভায় এই প্রথম প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হতে চলছে। তার আগে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। আগামী ২২ জুন বিধানসভায় বাজেট পেশ করবেন তিনি।

এছাড়াও বুধবার নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক লাহিড়ীর সঙ্গেও বৈঠক করেন স্বপন দাশগুপ্ত। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে রাজ্যের ঋণের বোঝা, কর্মসংস্থান ও শিল্পের প্রসার নিয়ে ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে।

এদিনের বৈঠক প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'বাংলায় দুর্বল রাজনীতি না করে শক্তিশালী করে তুলতে হবে অর্থনীতিকে। বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান, শিল্পের প্রসার করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে যৌথভাবেই নজরদারি করতে হবে।'

যদিও বুধবার ফলতার জনকল্যাণ কর্মসূচি থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '২২ তারিখ বাজেট আছে। বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য নানা কর্মসূচি নেওয়া হবে। শিল্পের বিকাশ হবে। কৃষকদের বিষয়টিও বিশেষভাবে নজর দেওয়া হবে।' তবে এখনই বিস্তারিত কিছু বলবেন না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, ক্ষমতায় আসার পরই মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছিলেন, এবারের বাজেটে বিশেষ চমক থাকবে। রাজ্যের কোষাগারে লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা নিয়ে নতুন সরকার কীভাবে জনস্বার্থের বাজেট পেশ করে, সেদিকেই নজর রাখছে রাজনৈতিক মহল থেকে রাজ্যবাসী সকলেই।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, বিশেষ কারণবশত আমরা Medionn Diagnostics এর পরিষেবা দিতে পারছি না। তাই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিচ্ছি। উল্লেখ্য, গত ১২ দিন ধরে উক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টারটির সমস্ত রকম কাজকর্ম বন্ধ আছে।

ইতি বিনীত
Medionn Diagnostics Limited.
লালবাজার, কামারপাড়া নিমতলা
বাঁকুড়া- ৭২২১০১

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী রিয়া ঘোষ, স্বামী শ্রী সুব্রত ঘোষ, সাং- মহিতোষ বিশ্বাস স্ট্রীট, কাঠুরিয়া পাড়া, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- 741101, গত ইং- 30/06/2023 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে বুক নং- 1, ভল্যুম নং- 1302 - 6912/2023 নং আমমোক্তার দলিল বলে 92 নং কৃষ্ণনগর মৌজার L.R 57094 নং খতিয়ান R.S 17013, L.R 21642 নং দাগে মোট 61 শতক সম্পত্তির মধ্যে 16.50 শতক সম্পত্তি রায়ত শ্রীমতী মাধবী গড়াই, স্বামী শ্রী বদন গড়াই, সাং- হাটখোলাপাড়া, বগুলা রোড, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- 741101, মহাশয়া আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। আমি আমমোক্তারের ক্ষমতায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া গত ইং- 27/09/2023 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসে 9698/2023 নং বিক্রয় কোবলা দলিলে সাং- দক্ষিণ সুরভিস্থান নিবাসী শ্রী চন্দন দাস মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী গুঞ্জা দাস মহাশয়াকে উক্ত দাগ হইতে 4.13 শতক সম্পত্তি বিক্রয় করি। উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 15 দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L.&.L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট হুগলী এ্যাট চিনসুরা
রেফাঃ - এ্যাক্ট্ ৩৯ কেস নং- ১৩/২০২৫
দরখাস্তকারিনীগন :- অরুপ কুমার শীল, আশীষ কুমার শীল,

-এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে এই মর্মে জ্ঞাত করিতেছি যে, ১) অরুপ কুমার শীল, ২) আশীষ কুমার শীল, উভয়ের পিতা - মৃত মাধব কুমার শীল, উভয়ের সাকিম শীলস্ লেন (জি.সি. শীলস্ লেন) পঞ্চাননতলা, কামারপাড়া, পো: ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী দ্বয়ের বরাবর উহাদের পিতা মৃত মাধব কুমার শীল, উভয়ের সাকিম শীলস্ লেন (জি.সি. শীলস্ লেন) পঞ্চাননতলা, কামারপাড়া, পো: ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী মহাশয় গত ইংরাজী ২০০৬ সালে ডি.এস.আর. ১ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩ নং বহির, ২ নং ভল্যুমের ২২৯ নং পাতা হইতে ২৩৪ নং পাতায় লিখিত ৯৩ নং উইল রেজিষ্ট্রী করিয়া যান, উক্ত উইলখানি রেজিষ্ট্রী হইবার পর গত ইংরাজী ২৪/০৯/২০১৬ তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি নিম্ন বর্নিত 'এ', 'বি' এবং 'সি' তপশীল সংক্রান্ত বিষয়ে উক্ত উইলখানি সম্পন্ন করিয়া যান। আমার উক্ত মক্কেলদ্বয় উক্ত উইলের প্রবেট লইবার নিমিত্তে অত্র আদালতে উপরোক্ত নং প্রবেট মোকর্দ্দমা দায়ের করেন। অত্র বিষয়ে যদি কাহারও কোনরুপ আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আমার অনুকূলে একতরফা শুনানী হইবে।

'এ' তপশীল(অরুপ কুমার শীল) - জেলা ও সাব রেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, থানা - চুঁচুড়া, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার ২৭ নং ওয়ার্ড, মহল্ল্যা পঞ্চাননতলা, হোল্ডিং নং ৪৬/৪১, জে.এল. নং -২০, মৌজা - চুঁচুড়া, আর. এস. খতিয়ান নং ৫৪০৮ ও ৯০৩, এল. আর. খতিয়ান নং৫১২৪/১ ভুক্ত :- ১) আর. এস. দাগ নং ৮৫৫৩, এল. আর. দাগ নং ১০৪৭২, শ্রেনী - ভিটি, পরিমান - .০১৭ সহস্রাংস বা ১ কাঠা ১ ছটাক ৫ বর্গফুট। ২) আর. এস. দাগ নং ৮৫৪৮, এল. আর. দাগ নং ১০৪৬৭, শ্রেনী - বাস্তু, পরিমান ৩ কাঠা ৩ ছটাক। দুইটি দাগে একুনে ৪ কাঠা ৪ ছটাক ৫ বর্গফুট মায় তদুপরিস্থিত পুরাতন পাকা গৃহাদী, যাহা একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ মায় ইলেকট্রিক কানেকশান, জলের কানেকশান ও যাবতীয় ইজমেন্ট সত্ত্বাদী সহ যাহার পূর্ণ বিবরন নক্সায় ইংরাজী অক্ষর 'এ' চিহ্নিত ও লাল রঙের বর্ডার দ্বারা রঞ্জিত।

'বি' তপশীল (আশীষ কুমার শীল) : - জেলা ও সাব রেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, থানা - চুঁচুড়া, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার ২৭ নং ওয়ার্ড, মহল্ল্যা পঞ্চাননতলা, হোল্ডিং নং ৪৬/৪১, জে.এল. নং -২০, মৌজা - চুঁচুড়া, আর. এস. খতিয়ান নং ৯০৩, এল. আর. খতিয়ান নং ৫১২৪/১, আর, এস. দাগ নং - ৮৫৪৮, এল. আর. দাগ নং- ১০৪৬৭, শ্রেনী - বাস্তু, পরিমান ৩ কাঠা ৬ ছটাক ৪০ বর্গফুট সম্পত্তি মায় তদুপরিস্থিত পুরাতন পাকা একতল ও দ্বিতল গৃহাদী ও ত্রিতল ফাঁকা ছাদ বিশিষ্ট মায় ইলেকট্রিক কানেকশান, জলের কানেকশান ও জাবতিয় ইজমেন্ট সত্ত্বাদী সহ যাহার পূর্ণ বিবরন নক্সায় ইংরাজী অক্ষর 'বি' চিহ্নিত ও নীল রঙের বর্ডার দ্বারা রঞ্জিত।

'সি' তপশীল (অরুপ কুমার শীল ও আশীষ কুমার শীল) : - উপরোক্ত 'এ' এবং 'বি' তপশীলের অর্ন্তভুক্ত চুঁচুড়া মৌজায়, থানা – চুঁচুড়া, আর এস. দাগ নং ৮৫৪৮, এল. আর. দাগ নং - ১০৪৬৭ নং দাগে বাস্তু যাহা নক্সায় হলুদ রঙের বর্ডার দ্বারা রঞ্জিত পরিমান ১৪ ছটাক ৫ বর্গফুট ও আর. এস ৮৫৫২ নং দাগ ও এল. আর. ১০৪৭১ নং দাগে পুকুর যাহা নক্সায় হলুদ রঙের বর্ডার দ্বারা রঞ্জিত অংশে পরিমান ১৩ কাঠা ৩ ছটাক উপরিউক্ত বর্নিত সম্পত্তি সমূহের হোল্ডিং নং ৪৬/৪১ ও ৪৭/৪২ হইতেছে।

আদালতের অনুমত্যানুসারে
Jyotirmoy Sarkar সেরেস্তাদার
District Delegate Hooghly.

পার্থ সারথি রায়
দরখাস্তকারীগনের পক্ষে নিযুক্তীয় উকিলবাবু

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ জুন, ৩রা আষাঢ়। বৃহস্পতি বার। চতুর্থী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টত্তরী চন্দ্র র ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে সকাল কোন দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্‌জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(উমাচতুর্থীব্রত ও পাষাণচতুর্থীব্রত । গুরু অর্জনদেবের তিরোভাব তিথি (শিখ)। নিম্বার্কাচার্য্য কেশব কাশ্মীরী ভারতীয় আবির্ভাব তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

02/01/26 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে Lutfar Dafadar ও Luofar Mondal উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

Change of Name

I, Smt. **Manju Dubey @ Manju Panda Dubey** W/o Late **Sachita Nand Dubey** & D/o Late **Sarbeswar Panda**, presently residing at Kantapal, P.O: Shyamraipur, P.S : Kharagpur (Local), Dist. : Paschim Medinipur, Pin:721301, permanent R/o Mandir Road, Dumdum, Cantonment, Kolkata 700 028 W.B., hereby solemnly affirm and declared that my mother's actual / correct name with surname is **MALATI PANDA** Instead of **POLI PANDA** and **MALI PANDA** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate, (1st class) at Kharagpur, vide Affidavit No. 6849, dated 16/06/2026. **MALATI PANDA, POLI PANDA** and **MALI PANDA** is same and identical person i.e. my deceased mother

FFID VIT

I, **Rohan Daniel Charles Mukherjee** S/O Amit Ranjan Mukherjee residing at 16/1/1, Raja Santosh Road, P.O.- Alipore, P.S.- Chetla, W.B. Kolkata- 700027 do hereby declare vide affidavit before the Notary Public at Kolkata dated 16.06.2026 that my actual and correct name is Rohan Daniel Charles Mukherjee which is recorded in my Passport being No. Z6955275 but in my Aadhaar Card and Marriage certificate, my name is recorded as Rohan Daniel Mukherjee. Rohan Daniel Charles Mukherjee and Rohan Daniel Mukherjee is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Soma Datta (old name), W/o. Sanjoy Kumar Dutta, D/o. Swapan Dutta, R/o. Jirat Neplar Math, Jirat, Balagarh, Hooghly-712501, W.B., present address Ahamadpur, Patuligram, Balagarh, Hooghly-712501, W.B., do hereby declare that I have changed my name from Soma Datta to Soma Dutta (New Name) and henceforth I shall be known as Soma Dutta in all purpose, vide an affidavit no. 2409 dated 17.06.2026, sworn before Notary Public, Sadar, Hooghly Court. I, Soma Dutta & Soma Datta W/o. Sanjoy Kumar Dutta, D/o. Swapan Dutta both are the same & one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 15/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 07 নং এফিডেভিড বলে আমি Antara Roy Karmakar W/o. Pulak Kumar Roy ও Antara Karmakar D/o. Ajit Karmakar, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14641 নং এফিডেভিড বলে আমি Md Habibullah ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Oyahed ও Lt A Ahad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 17/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14640 নং এফিডেভিড বলে আমি Sk Manjur Rahaman ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Abdul Matim ও A Matim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 06/01/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 175 নং এফিডেভিট বলে আমি Goutam Paul S/o. Sourendra Nath Paul ও Goutam Pal S/o. S Pal, সাং চন্দ্রহাটী, বলাগড়, হুগলী, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 175 নং এফিডেভিড বলে আমি Hasan Ali S/o. Sekh Musa Rahaman ও Sk Hasan Ali S/o. Sk Musa Rahaman, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 15/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9858 নং এফিডেভিট বলে আমি Chiranjit Ghosh S/o. Swapan Kumar Ghosh ও Chiranjeet Ghosh S/o. S. K. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 13716 নং এফিডেভিড বলে আমি Ajmira Khatun, W/o. Sheikh Sohidul, সাকিম বৈঁচিগ্রাম, দেউলপোতা, বৈঁচিগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৩৫, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Samrin Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. No. 1439, dtd. 25.11.2014, D.O.B. 15.10.2014) আমার/ কন্যার মাতার সঠিক নাম Ajmira Khatun-এর পরিবর্তে Azmira Bibi এবং আমার স্বামী/ কন্যার পিতার সঠিক নাম Sheikh Sohidul-এর পরিবর্তে Sk. Saidul লিপিবদ্ধ আছে, এবং আমার Kabin Nama (মুসলিম বিবাহ সার্টিফিকেট, তাং ২১/০৮/২০১৩)-তে আমার সঠিক নাম Ajmira Khatun-এর পরিবর্তে Ajmira Bibi (আজমিরা বিবি) লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমি Ajmira Khatun ও Azmira Bibi ও Ajmira Bibi (আজমিরা বিবি) এবং আমার স্বামী Sheikh Sohidul ও Sk. Saidul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছেন।

গত 16/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14511 নং এফিডেভিড বলে আমি Sk Shoyeb, S/o. Sk Selim, সাকিম মামুদপুর, পিন্ডিরা, বলাগড়, হুগলী- ৭১২১৪৬, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. No. 167, dtd. 02.07.1999, D.O.B. 01.06.1999) আমার মাতার সঠিক নাম Jamela Begum-এর পরিবর্তে Jamila Bibi এবং আমার পিতার সঠিক নাম Sk Selim-এর পরিবর্তে Abdul Salim লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমার মাতা Jamela Begum ও Jamila Bibi এবং আমার পিতা Sk Selim ও Abdul Salim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

FFID VIT

I, **Laxman Choudhary** S/O Pando Choudhary residing at H/No. 12, B.L. No. 15, Jagaddal, Bhatpara (M), Jagaddal, Dist. - North 24 Parganas, PIN - 743125 do hereby declare vide affidavit in the Court of Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore dated 20.01.2026 that the men of our caste use Kewat also and my father Pando Choudhary's name has been recorded as Pando Kewat in SIR, 2002 in place of Pando Kewat.My actual name is Laxman Choudhary which is recorded in my Aadhaar, PAN and Voter Cards. Laxman Choudhary S/O Pando Choudhary and Laxman Choudhary S/O Pando Kewat is the same and one identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমরা শকুন্তলা মাহাত, সীমা মাহাত, সোমা মাহাত, শিখা মাহাত, জেলা ঝাড়গ্রাম, থানা সাঁকরাইল, মৌজা ভালকীশোল, আর. এস. ও এল.আর. 343 দাগে 175 ডেসিমাল জমি বিক্রয় আছে। এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অথবা এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। M-8391809889

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে-1) শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পিতা ঈশ্বর মুরারি মুখার্জী 2) মনিকা মুখার্জী স্বামী মানস মুখার্জী 3) মিঠু মুখার্জী স্বামী শিশির কুমার মুখার্জী 4) রানু চ্যাটার্জী স্বামী পার্থ চ্যাটার্জী-সর্ব সকলের সাকিম- বিলকুলি (উত্তরপাড়া) ,থানা- ভদ্রেশ্বর, পিন-712138 .এরা সকলে 1 নং, 2 নং এবং 3 নং বিক্রেতা বিগত ইংরেজি ২২/০৩/২২ তারিকে ADSR - চন্দননগর জেলা অফিসে রেজিষ্টীকৃত 1196/2022 আমোক্তার বলে রানু চ্যাটার্জী কে নিযুক্ত করেন. ওই উক্ত আমোক্তার মূলে ইংরেজি 25/07/2025 ADSR চন্দননগর ২২৬৭/২৫ দলিল মূলে 1) সরস্বতী রজক স্বামী গিরিশ রজক 2) সানু রজক , পিতা গিরিশ রজক কে , বেলকুলি মৌজায় 1 কাঠা 9 ছটাক 5 বর্গফুট জমি বিক্রি করেন . শ্রীমতি রানু চ্যাটার্জী 1196/2022 আমোক্তার বলে সোমা ভট্টাচার্য্য স্বামী বিধান চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কে 17 /10/2025 ADSR চন্দননগর হুগলী রেজিষ্ট্রিকৃত 3056/25 দলিল মূলে বেলকুলি মৌজায় 1 কাঠা 11 ছটাক 1 বর্গফুট জমি বিক্রি করেন . তপশীল : জিলা হুগলী , ADSR চন্দননগর , থানা- ভদ্রেশ্বর চন্দননগর পৌরনিগমের অন্তর্গত 30 নং ওয়ার্ড , মৌজা বেলকুলি , JL নং - 2 , RS ও LR দাগ 45 . 1)সরস্বতী রজক 2) শানু রজক 3) সোমা ভট্টাচার্য এরা উক্ত জমির নিজে নিজে নামপত্তন করবার জন্য বি এল আর ও চন্দননগর খলিসানি ব্লক এ অফিসে আবেদন করেছেন ইহাতে কাহারো কোন আইন অনুসারে আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হওয়ার এক মাসের মধ্যে অফিসে আপত্তি জানাতে পারিবে অন্যথা নিয়মানুসারে কার্য হইবে .

ইতি- আইনজীবী প্রবীর কুমার রায়
আলিপুর জজ কোর্ট

আমরা, ১) কালীদাসী ঘোষ ওরফে কালোবালা ঘোষ, স্বামী- অমৃত ঘোষ,২) পুতুল ঘোষ, স্বামী-সুখেন ঘোষ ৩) রাধা রানী ঘোষ, স্বামী- সুধীর ঘোষ, ৪) গোপাল চন্দ্র ঘোষ, পিতা- মৃত অজিত কুমার ঘোষ, ৫) সুমিত্রা ঘোষ, পিতা- মৃত অজিত কুমার ঘোষ, স্বামী - শম্ভু ঘোষ, সকলের সাং-মাজদিয়া, পো:-আনুলিয়া, থানা-রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১২৫৫, বিগত ইং ২৮/০৭/২০১৭ তারিখে রানাঘাট- I A.D.S.R অফিসে IV - 180/2017 নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্যামল ঘোষ, পিতা- মৃত রামকৃষ্ণ ঘোষ, সাং - আনুলিয়া মহাশয়, পরবর্তীকালে উক্ত আমমোক্তার বিগত ইং ২৪/০২/২০২৬ তারিখে রানাঘাট-I A.D.S.R অফিসে I- 1496/26 নং দলিল বলে কোবলা ক্রেতা ১) সঞ্জীব ঘোষ, ২) অন্তু ঘোষ, উভয়ের পিতা- অর্জুন ঘোষ, উভয়ের সাং- শ্যামসুন্দর পাড়া, পো: ও থানা-রানাঘাট, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১২০১, মহাশয়দ্বয়, পরবর্তিকালে বিগত ইং ২৪/০৪/২০২৬ তারিখে রানাঘাট-I A.D.S.R অফিসে I- 2724/26 নং দলিল বলে কোবলা খরিদ করেন ক্রেতা শুভঙ্কর ঘোষ, পিতা- ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সাং- দক্ষিন মাজদিয়া, পো:- হবিবপুর, থানা- রাণাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০২, মহাশয় মৌজা - ১২৫ নং মাজদিয়া, খতিয়ান নং - L.R. ১৫৫ /১, ৪৩১/১, ৭০১/১ ও ৮৮৫ /১, দাগ নং - R.S.&L.R. ১৩৬৫, মোট ১০ শতক জমি ক্রয় করেন, এবং বিগত ইং ২৪/০৪/২০২৬ তারিখে রানাঘাট-I A.D.S.R অফিসে I- 2726/26 নং দলিল বলে কোবলা ক্রেতা লিপি ঘোষ, পিতা- সুরজিৎ ঘোষ, সাং- হবিবপুর, পো:- হবিবপুর, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০২, মহাশয়া, উক্ত মৌজায় উপরিক্ত খতিয়ানের ১৭৪২ নং দাগে মোট ১১ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট - I B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ-১. জগন্নাথ সাহ (পিতা ঃ মৃত হীরালাল সাহ) এবং ২. তরুণ কুমার সাহ (পিতা ঃ শিব নারায়ণ সাহ)- যাঁরা ২ নং জি.টি. রোড, এন.বি.জে.এম. গেট, চাম্পদানি (ডাকঘর ঃ বৈদ্যবাটি, থানা ঃ ভদ্রেশ্বর, জেলা ঃ হুগলি)-এর বাসিন্দা, তাঁরা শ্রীরামপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে ১৯/০৩/২০২১ তারিখে স্বপন কুমার নাথ (পিতা ঃ পরেশ চন্দ্র নাথ)-এর **আমমোক্তারনামা** দলিলের (দলিল নং ১৪৮৯) ভিত্তিতে ৩ কাঠা ৪ ছটাক ৫ বর্গফুট বাস্তু জমি ক্রয় করেছেন। জমিটি হুগলি জেলার শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া ব্লকের অন্তর্গত বৈদ্যবাটি মৌজায় (জে.এল. ০৫, এল.আর. দাগ ১২৮০ ও এল.আর. খতিয়ান ৪৪২০) অবস্থিত এবং এর মিউটেশন বা নামপত্তনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। উক্ত জমি সংক্রান্ত বিষয়ে কারও কোনো আপত্তি থাকলে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. (B.L & L.R.O.)-এর সাথে যোগাযোগ করুন।

NOTICE

My Client, **Sri Debajit Naha**, son of Sri Pradip Naha and **Smt. Shipra Naha**, W/o-Debjit Naha, residing at B/66, Charu Chandra Place, East Tollygunge, PS-Charu Market, Kolkata-700033, have misplaced one original Chain Deed bearing no.04673 of 2014 in respect of the flat no. 402 on the 4th floor, the North-West-South side of the building, having super built up area of 1200 sq.ft. situated at premises no. 54/79, Raipur Road, Police Station–Netaji Nagar, Ward no.99, Kolkata-700047, District -South 24 Parganas, on 02.06.2026 and lodged a General Diary at Bhawanipur Police Station being GDE no.1390 dated 13.06.2026. If any person find the above mentioned Deed or any person have any claim in the said property then come up with valid proof and contact to below person within 10 days from the date of publication, after elapsing 10 days no claim will be entertained.

Partha Saran Ghosh
Advocate Contact No.: 9674302211
Mail id : **advlaw@rediffmail.com**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী বন্দনা দত্ত**, স্বামী শ্রী জয়দেব দত্ত, পিতা ৺নারায়ণ চন্দ্র কর্মকার, সাকিম ৪৬নং বিবেকানন্দ সরনী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, হাল সাকিম এফ-১/২১, কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর, ইস্ট দিল্লী-১১০ ০৫১, দিল্লী, মহাশয়া বিগত ইং ১৭/০২/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01299/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী পুষ্কর বেলেল**, পিতা ৺পশুপতি বেলেল, সাকিম মল্লিকহাটী, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, পঃবঃ, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ০৩/০৬/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01448/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী লাবন্য রুইদাস**, স্বামী শ্রী বাপি রুইদাস, সাকিম ধিতাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, পঃবঃ, মহাশয়াকে কমবেশী ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৩০ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা দিগড়া মল্লিকহাটী, ২১৯ নং জে.এল. ভুক্ত, আর.এস. ৩৬৮ তথা হাল এল.আর. ১৪১৩ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৬৩ তথা হাল এল.আর ৭১ নং দাগে বাগান জমি কমবেশী ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৩০ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী লাবন্য রুইদাস**, স্বামী শ্রী বাপি রুইদাস, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ডিষ্টিক্ট ডেলিগেট আদালত
সাকসেশান কেশনং ৩৬/২০২৫
জয়নারায়ন চন্দ দীং ..দরখাস্তকারিগন

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত মাতকাতপুর সাকিন এর সর্বসাধারণ অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের মৃত শচীনন্দন চন্দ এর থাকা নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকা সমূহ পাওনের জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী গন উপরোক্ত আদালতে অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তীর ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

(A) Schedule
Acquisition Amount of Rs. 20,37,600/-

অনুমত্যানুসারে
Barun Kr. Santra
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর , ১৬/০৬/২৬

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯১২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৯১০৮১৬৩৩৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

আরআরইউ-এর সঙ্গে চুক্তি, পুলিশের আধুনিক প্রশিক্ষণে জোর

প্রাক্তন সরকারের 'উদাসীনতা'কে নিশানা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের (আরআরইউ) সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বুধবার নবান্নে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করলেন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দক্ষতা ও মর্যাদা একসময় দেশের মধ্যে অন্যতম ছিল। কিন্তু বিগত সরকার সেই দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারেনি। ফলে পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন দীর্ঘদিন ধরেই উপেক্ষিত থেকেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে এই প্রস্তাব প্রথম আসে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে। কিন্তু তৎকালীন সরকার তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত চুক্তির পথে এগিয়েছে। শুভেন্দু জানান, এই চুক্তির আওতায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের কর্মীদের জন্য সাইবার অপরাধ তদন্ত, ডিজিটাল ফরেনসিক, ডার্ক ওয়েব নজরদারি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর পুলিশিং, সন্ত্রাস দমন, সীমান্ত গোয়েন্দা কার্যক্রম, উপকূলীয় নিরাপত্তা, মানবপাচার বিরোধী অভিযান, ড্রোন পুলিশিং, পুলিশ নেতৃত্ব গঠন এবং কে-নাইন প্রশিক্ষণের মতো একাধিক কোর্স চালু হবে। আইপিএস, ডব্লিউবিপিএস, ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টরদের পাশাপাশি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কনস্টেবলরাও এই প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, অতীতে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের পুলিশ বাহিনীর তুলনা করা হত। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই উচ্চতা হারিয়েছে। তাঁর কথায়, 'পুলিশের দক্ষতা ছিল, কিন্তু তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, আধুনিক সরঞ্জাম এবং পর্যাপ্ত জনবল দেওয়া হয়নি। ফলে মানুষের প্রত্যাশা এবং পুলিশের পরিষেবার মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে।' নতুন সরকারের দাবি, এই চুক্তির মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর ও দক্ষ পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার পথে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হল। রাজনৈতিক মহলের মতে, আইন-শৃঙ্খলা ও পুলিশ সংস্কারকে সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবেই তুলে ধরতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মেদিনীপুরে এসবিআই-এর 'স্মার্ট অ্যাগ্রি কাস্টমার মিট' অনুষ্ঠিত হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-এর আরবিও-৬, মেদিনীপুরের উদ্যোগে বুধবার মেদিনীপুরে একটি স্মার্ট অ্যাগ্রি কাস্টমার মিট অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষিঋণের প্রসার এবং গ্রাহক পরিষেবা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা এবং ব্যাঙ্কের গ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলএইচও কলকাতার কৃষি ব্যবসা বিভাগের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার অলোক জৈন, হাওড়া মডিউলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পূর্ণেন্দু কান্ত মিশ্র, এজিএম (অ্যাগ্রি সিএমডি, এবিইউ-জিএসএস) ডিএস নেগি, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক রাজীব রঞ্জন এবং স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার আইনজীবী সমীর ঘোষ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সভায় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন কৃষিঋণ প্রকল্প এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কৃষি সহায়তা ও ঋণ সংক্রান্ত নানা প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যয় হ্রাস এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে উপস্থিতদের অবহিত করা হয়। এছাড়াও নবীন কৃষি উদ্যোক্তাদের একাধিক সফলতার কাহিনি তুলে ধরা হয়, যা ব্যাংক ও তার ব্যবসায়িক অংশীদারদের যৌথ অগ্রগতির উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে উপস্থিতদের অনুপ্রাণিত করে। গ্রাহকদের আর্থিক সুরক্ষা ও সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসবিআই লাইফ ইন্সুরেন্স, এসবিআই জেনারেল ইন্সুরেন্স এবং এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ড-এর বিভিন্ন আমানত প্রকল্প ও ট্র্যান্সাকশন ব্যাংকিং পরিষেবার সুবিধাগুলিও তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে নব-অনুমোদিত কয়েকজন গ্রাহকের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঋণ মঞ্জুরি পত্র তুলে দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পরিচ্ছন্ন শহরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বচ্ছতা অভিযানে সামিল হল ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড। পুরপিতা তথা ক্রীড়া প্রশাসক বিশ্বরূপ দে'র উদ্যোগে এবং তাঁর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'দ্য রেফিউজ'-এর আবাসিকদের অংশগ্রহণে পরিচালিত হল সাফাই কর্মসূচি। বিধায়ক ও কলকাতা পুরসভার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সজল ঘোষের সহযোগিতায় এই উদ্যোগে শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন ও সচেতন করে তোলার বার্তা দেওয়া হয়।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে পুলিশের জালে বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়ার খাস কেন্দা এলাকায় এক নাবালিকাকে আটকে রেখে শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে এক ৫৫ বছর বয়সী বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, প্রতিবেশী এক নাবালিকাকে বান্ধবীকে ডাকতে তার বাড়িতে গিয়েছিল ওই কিশোরী। সেই সময় বান্ধবীর দাদু, মহম্মদ মুস্তফা আনসারি, তাকে বাড়ির ভিতরে আটকে রাখেন বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, নাবালিকার হাত-পা বেঁধে তাকে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ ধরে নাবালিকার খোঁজ না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করেও কোনও সন্ধান পাননি। পরে প্রতিবেশীরা ওই বাড়ি থেকে শিশুটির কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানান। এরপর পরিবারের লোকজন সেখানে গিয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কেন্দা ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। নাবালিকা পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও অভিযুক্ত মহম্মদ মুস্তফা আনসারি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে নাবালিকা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বয়ান সংগ্রহ করা হচ্ছে। পুলিশের তদন্তের পরই ঘটনার প্রকৃত সত্য সামনে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রামের গল্প নিয়ে 'ধোঁয়া' আসছে বড় পর্দায়

কলকাতা: মানবিকভাবে বিপর্যস্ত এক মধ্যবিত্ত যুবকের জীবনসংগ্রামকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বাংলা চলচ্চিত্র 'ধোঁয়া'। নিজের পরিচিত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এই যুবক একসময় রাস্তায় এসে দাঁড়ায় এবং জড়িয়ে পড়ে পথবাসী মানুষের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে। চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে রাস্তায় বেড়ে ওঠা শিশুদের মাদকাসক্তি, ন্যূনতম আয়ের জন্য প্রতিদিনের লড়াই এবং সমাজের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া মানুষের বেঁচে থাকার নির্মম সংগ্রাম। এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নায়ক ধীরে ধীরে নিজের নৈতিকতা, পরিচয় এবং অস্তিত্বকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে। 'ধোঁয়া' শুধুমাত্র একজন মানুষের ব্যক্তিগত সংকটের গল্প নয়; এটি সমাজের সেইসব উপেক্ষিত মানুষের বাস্তব চিত্র, যাদের আমরা প্রতিনিয়ত দেখেও অনেক সময় অদেখা করে রাখি। পরিচালক বালাজি দেব-এর পরিচালনায় নির্মিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন যুধাজিৎ সরকার, আনন্দিকা বুমা ভৌমিক, অর্ক ঘোষ, বিন্দিয়া ঘোষ, স্বাগত হালদার-সহ আরও অনেকে। ইতিমধ্যেই একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত হয়েছে ছবিটি। খুব শীঘ্রই বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে 'ধোঁয়া'।

আইসিসিআর-এ সনাতনী যোদ্ধা সম্মানের আয়োজন

কলকাতা: কলকাতার আইসিসিআর-এ সনাতনী যোদ্ধা সম্মানের একটি জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় স্বামী বিশ্বোখানন্দ মহারাজ, সাংসদ রাহুল সিনহা এবং ইসকনের সহ-সভাপতি রাধারমন দাস, অনুষ্ঠানের সংগঠক ডঃ অশোক পোদ্দার জি জগন্নাথকে ফুল দিয়ে। এরপর শুরু হয় সনাতনী যোদ্ধা সম্মান। ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন পূর্ণিমা চক্রবর্তী, বিধায়ক বিজয় ওঝা, বিধায়ক দিলীপ সিং, বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, বিজেপি নেতা রাকেশ সিং, আইন বিশেষজ্ঞ ও নেতা প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল, উত্তর শতরূপা, বীর বাহাদুর সিং। অনুষ্ঠানে সনাতনী সম্মানের প্রধান প্রাপক ছিলেন কৃষ্ণ কুমার সিংহানিয়া,

ডাঃ পারস কোছার, রাজা জৈন, খ্যাতো ডায়াবেটিস ডাক্তার ডাঃ আশীষ মিত্র, প্রেম মিলনের চন্দ্র কান্ত সরফ, ডাঃ পিকে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৮ জুন ২০২৬, ৪ আষাঢ় ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

৩৬ মন্ত্রী পেলেন আপ্তসহায়ক

■ প্রশাসনের কাজে গতি আনতে মন্ত্রীদের জন্য আপ্তসহায়ক নিয়োগ করল নতুন রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্নের পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দপ্তরের ডব্লিউবিসিএস সেল এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, নতুন মন্ত্রিসভার ৩৬ জন সদস্যের জন্য ডব্লিউবিসিএস (এগজিকিউটিভ) পদমর্যাদার আমলাদের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। ক্যাবিনেট মন্ত্রী, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করবেন তাঁরা। নতুন সরকার গঠনের পর মন্ত্রীদের দপ্তরের কাজ বুঝতে ও দ্রুত প্রশাসনিক রূপরেখা তৈরি করতে দক্ষ আমলাদের প্রয়োজন। সে কারণেই জেলায় কর্মরত অভিজ্ঞ আধিকারিকদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের আপ্তসহায়ক হয়েছেন পুরুলিয়ার মহকুমা শাসক উৎপল কুমার ঘোষ। উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকছেন তমলুকের মহকুমা শাসক শৌভিক মুখোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও জলসম্পদ অনুসন্ধান দপ্তরের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের আপ্তসহায়ক হয়েছেন ২০১১ ব্যাচের দীপঙ্কর দাস। স্কুল শিক্ষা, আবাসন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী দীপক বর্মনের সঙ্গে কাজ করবেন ২০০৪ ব্যাচের দীপক কুমার রায়। অচিরাচরিত শক্তি দপ্তরের মন্ত্রী তাপস রায়ের পিএস হয়েছেন রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের যুগ্মসচিব দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায়। শ্রম ও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের আপ্তসহায়ক ২০০২ ব্যাচের পূর্ণেন্দু শেখর নস্কর। পর্যটন ও পরিষদীয় মন্ত্রী ড. শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে থাকছেন হীরক মণ্ডল। এছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী ড. কল্যাণ চক্রবর্তীর আপ্তসহায়ক খাদ্য দপ্তরের সিনিয়র ডেপুটি সেক্রেটারি নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য। পরিবেশ ও বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওঁরাওয়ের সঙ্গে শক্তি বরা এবং অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষের পিএস কল্যাণীর এসডিও প্রীতম সাহা। নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী মালতী রাভা রায়ের সঙ্গে দুলেন রায়, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ার রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. ইন্দ্রনীল খাঁর সঙ্গে অভিজ্ঞান পাঁজা এবং সমবায় দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিবাকর ঘরামির সঙ্গে খোকন চন্দ্র বালা কাজ করবেন।

অনিশ্চয়তায় তৃণমূলের সাংগঠনিক ঠিকানা

■ বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর একের পর এক নতুন সমস্যায় জেরবার তৃণমূল কংগ্রেস। সংস্কারের কারণে বন্ধ রয়েছে দলের স্থায়ী সদর দপ্তর। এরই মধ্যে ইএম বাইপাস সংলগ্ন মেট্রোপলিটন এলাকার ভাড়া নেওয়া অস্থায়ী কার্যালয়ও ছাড়তে হচ্ছে দলকে। ফলে আগামী দিনে দলের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাজ কোথা থেকে পরিচালিত হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তপসিয়ার ৩৬জি তপসিয়া রোডে অবস্থিত তৃণমূলের পুরনো সদর দপ্তরে ২০২১ সালের পর থেকে সংস্কারের কাজ চলছে। ভবনটিকে নতুনভাবে তৈরি করার জন্য সেখানে দলীয় কাজকর্ম বন্ধ রাখা হয়। সেই সময় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে মেট্রোপলিটন এলাকায় একটি বহুতল ভবন ভাড়া নিয়ে অস্থায়ী সদর দপ্তর গড়ে তোলা হয়েছিল। তবে নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর ওই ভাড়া নেওয়া ভবন খালি করার জন্য মালিকপক্ষ চাপ দিতে শুরু করে বলে সূত্রের খবর। প্রথমে নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হলেও বাড়ি খালি না হওয়াতে, পরে আইনি পদক্ষেপের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর জেরে গত কয়েকদিন ধরে ওই ভবন থেকে দলীয় নথি ও সামগ্রী সরানোর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। শীঘ্রই অস্থায়ী কার্যালয় পুরোপুরি খালি করে দেওয়া হবে বলে সূত্রের দাবি। অন্যদিকে তপসিয়ার স্থায়ী সদর দপ্তরের সংস্কারকাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে আপাতত সেখানে দলীয় সদর দপ্তর স্থানান্তরের সম্ভাবনাও নেই। দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য নতুন জায়গা জরুরি।

৭ দিন রেড রোড দিয়ে যান চলাচল নিষিদ্ধ, মামলা দায়ের হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ২১ জুন যোগ দিবস উপলক্ষে কলকাতার রেড রোডে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আর এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং। সেই উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই রেড রোডে চলছে প্রস্তুতি। আর এই প্রস্তুতি পর্বে ৭ দিন রেড রোড দিয়ে যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সামগ্রিক ঘটনায় কলকাতা হইকোর্টে দায়ের হল মামলা। আদালত সূত্রে খবর, অল ইন্ডিয়া ল'য়ার্স অ্যাসসিয়েশনের তরফে আইনজীবী শামিম আহমেদ এই মামলাটি দায়ের করেছেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এর শুনানি হবে। বৃহস্পতিবার মামলাটি উঠবে।

এর পাশাপাশি যোগ দিবসে সরকারি কর্মচারীদের যোগদান বাধ্যতামূলক কেন এই প্রশ্ন তুলে মামলা করে কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সরকারি কর্মচারীদের যোগদান স্বেচ্ছায় করা হোক আর্জি সংগঠনের। বৃহস্পতিবার শুনানির সম্ভাবনা বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে ২১ জুন কলকাতার

রেড রোডে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সে কারণে ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তার ৭ দিন আগে থেকেই। এই সরকারি নির্দেশিতার বিরুদ্ধেই অল ইন্ডিয়া ল'ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। ৭ দিন রাস্তা বন্ধ করা সঠিক নয় বলেই উল্লেখ করেন মামলাকারী। গত রবিবার অর্থাৎ ১৪ জুন রাত ১০টা থেকে আগামী রবিবার, ২১ জুন পর্যন্ত রেড রোডে সমস্ত ধরনের যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, এজেসি বোস রোড, মৌলালির মোড়, সেন্ট জর্জেস গেট রোড ধরে দক্ষিণমুখী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এই রাস্তাগুলিতে পণ্যবাহী যান চলাচল বন্ধ থাকবে। স্ট্যান্ড রোড থেকে রাজা উডমুন্ট স্ট্রিট যাওয়ার পথে, সিআর অ্যাভিনিউ থেকে দক্ষিণে জিসি অ্যাভিনিউ যাওয়ার পথেও এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। আর জওহরলাল নেহরু রোডের উভয়মুখী লেনেই পণ্যবাহী যান চলাচল ওই সময়ের জন্য বন্ধ রাখছে পুলিশ। যোগ দিবসের কর্মসূচি শেষ না-হওয়া পর্যন্ত মেয়ো রোডে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে যোগ দিবসের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্টিকার লাগিয়ে যে গাড়িগুলি আসবে, সেগুলি মেয়ো রোড ধরে যেতে পারবে। পাশাপাশি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী রবিবার ডালহৌসি এবং হাওড়ামুখী বাসগুলিকে বেলভেডিয়ার রোড এবং এজেসি বোস রোড দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। উত্তরমুখী গাড়িগুলিকে ডাফরিন রোড-মেয়ো রোড ধরে যেতে বলা হবে। দক্ষিণমুখী যানবাহন রেড রোড এড়িয়ে মেয়ো রোড ক্রসিং হয়ে ডাফরিন ধরে যাবে।

এদিকে এই ৭ দিন ধরে টানা রাস্তা আটকে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলার কারণে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে নানা মহলে। যেখানে এবার নমাজ পাঠের জন্য রেড রোড বন্ধের বিরুদ্ধে সরকার উদ্যোগী হয়েছিল। রেড রোডে নমাজ পাঠ বন্ধ রেখে ব্রিগেডে করানো হয়েছিল, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে তাহলে যোগ দিবসের জন্য এই রাস্তা কেন বন্ধ এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরলেন মাওবাদী নেত্রী পুষ্পা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সশস্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই পথ ছেড়ে অবশেষে স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন দুর্ধর্ষ মাওবাদী নেত্রী পুষ্পা ওরফে শকুন্তলা। এদিকে ঝাড়খণ্ড ও বিহারে অত্যন্ত সক্রিয় এই পিএলজিএ মেম্বারের মাথার ওপর ছিল ১০ লক্ষ টাকার মোটা অঙ্কের পুরস্কার। সম্প্রতি পুলিশ কমিশনারের হাতে নিজের অস্ত্র তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি। ২০০১ সালে মাওবাদী সংগঠনে যোগ দেওয়া পুষ্পা দীর্ঘদিন ধরে ঝাড়খণ্ড-বিহারে একাধিক নাশকতামূলক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে এই সশস্ত্র আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি নিজেই।

সূত্রে খবর, বুধবার সকালে ৪৬ রাউন্ড গুলি ও আগ্নেয়াস্ত্র-সহ কলকাতা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন একদা সারান্ডার জঙ্গলের ত্রাস। একাধিক মাও অভিযানের মাস্টারমাইন্ড এই নেত্রী। আত্মসমর্পণের সময় তিনি বলেন, 'আমাদের দলের যারা এখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন তাঁরা চেষ্টা করুন মূল স্রোতে ফিরে আসার। বর্তমান সরকার অনেক ভালো কাজ করছে। অস্ত্র ছেড়ে উন্নয়নে সামিল হওয়াই সকলের জন্য মঙ্গলের।'

আত্মসমর্পণ করার পর শকুন্তলা জানান, 'আমি মনে করি এখানকার যে পরিস্থিতি, তাতে এই আন্দোলন এখন আর ঠিক নয়। তাই আমি আত্মসমর্পণ করেছি। সরকার

যেভাবে মূল স্রোতে ফেরার আহ্বান জানিয়েছে, তাতে আমার অনেক আশা জেগেছে। আমি এখন সাধারণ মানুষের মতো ঘর-সংসার করতে চাই।'

ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি থানার মেছুয়া গ্রামের মেয়ে শকুন্তলা। মাওবাদী স্কোয়াডে পা রাখার পর পরী, বর্ষা, পুষ্পা-র মতো একাধিক নামে পরিচিত হন তিনি। মাও স্কোয়াডে চার-চারটি নাম নিয়ে কাজ করলেও বাড়ির কাছে তিনি 'লুটুন'। তিনি যে আত্মসমর্পণ করতে পারেন তা নিয়ে চর্চা চলছিল। মাত্র ১০ বছর বয়সে মাওবাদী শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন লুটুন। পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হলেও হাইস্কুলে পা রাখেননি তিনি। নকশাল সংগঠনে গান-বাজনা করতে করতেই হাতে তুলে নিয়েছিল বন্দুক। বিভোর হয়ে যান সমাজ বদলানোর স্বপ্নে। তখন বাম আমলে শকুন্তলাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল পুলিশ। তাই বনপার্টিরা তাঁকে বর্তমান ঝাড়খণ্ডের পরেশনাথ পাহাড়ে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সংগঠনের কাজে আবার তাঁকে বাংলায় নিয়ে আসে।

২০০৩ সালে এই ঝাড়গ্রামে স্কোয়াডে থাকাকালীন এরিয়া কমান্ডার অতুল মাহাতোর সঙ্গে আলাপ হয়। ২০০৪-এ এমসিসি ও জনযুদ্ধ গোষ্ঠী মিলে গঠিত হয় সিপিআই (মাওবাদী)। ২০০৫-এ ঝাড়খণ্ডের তামাড় জঙ্গলে অতুলের সঙ্গে কমরেড ম্যারেজ হয় শকুন্তলার। তারপর সাংগঠনিক কাজে সিপিআই (মাওবাদী)-র ইস্টার্ন রিজওনাল ব্যুরো-র ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি, ঝাড়খণ্ডের দলমা, ঘাটশিলা, গোটাশিলা, পরেশনাথ পাহাড়, বুণ্ডু-তামাড়, সারান্ডা-সহ কোথায় না পাঠানো হয় এই মাও নেত্রীকে। বাম আমলে এই জঙ্গলমহলে লালগড় আন্দোলনে কিষানজির সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি।

খুনির নাগাল আরও জলদি পেতে লালবাজারে আসছে দু'টি 'ট্র্যাকার ডগ'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খুন করার পর গা ঢাকা দিয়ে খুনি আর পার পাবে না। কারণ, খুনের ঘটনাস্থলে খুনি তার নিজের অজান্তেই রেখে যায় তার গায়ের গন্ধ। আর এই গন্ধ শুঁকে খুনির নাগাল পাওয়াই 'ট্র্যাকার ডগ'-এর কাজ। এদিকে লালবাজার সূত্রে খবর, কিছুদিনের মধ্যে দু'টি খুনি ধরা গোয়েন্দা কুকুর বা 'ট্র্যাকার ডগ' পাচ্ছে তারা। সূত্রে খবর, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে প্রশিক্ষণ চলছে এই দুই গোয়েন্দা কুকুরের। এছাড়াও জুলাইয়ের মধ্যেই আরও চারটি 'বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ' গোয়েন্দা কুকুর কলকাতায় এসে পৌঁছবে বলে আশা পুলিশের। এখনও পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের 'ডগ স্কোয়াড'-এ যে সদস্যরা রয়েছে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই 'বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ'। মূলত ভিআইপি ও ভিভিআইপিরা কোথাও যাওয়ার আগে সেখানে পাঠানো হয় 'বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ' এই পুলিশ কুকুর। লালবাজারের মতে, এই সংখ্যা যথেষ্ট নয়। তাই আরও দু'টি শাবককে ট্র্যাকার ডগ তৈরি করার জন্য প্রশিক্ষণে পাঠায় কলকাতা পুলিশ। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র জেলার টেকানপুরে রয়েছে বিএসএফের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই মোট ৬টি কুকুর শাবককে ওই কেন্দ্রে প্রশিক্ষণে পাঠিয়েছে লালবাজার। সূত্রের খবর, প্রায় ৪৬ ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যেও তাদের বাইরে বের করানো হয়েছে। প্রচণ্ড গরমেও তারা যাতে মানিয়ে নিয়ে পারে, সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কুকুরগুলির মধ্যে চারটি ল্যাব্রাডর ও দু'টি ককার স্প্যানিয়েল।

এই চারটির মধ্যে দু'টি ল্যাব্রাডর ও দু'টি ককার স্প্যানিয়েলকে বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হতে পারে জুলাইয়ে। বাকি দু'টি ল্যাব্রাডরকে দেওয়া হচ্ছে খুনি বা অপরাধী খোঁজার প্রশিক্ষণ।

এছাড়াও কোথাও কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া গেলে পুলিশ সেখানে গোয়েন্দা কুকুর নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু খুন বা ডাকাতির মতো বড় অপরাধের তদন্তের ক্ষেত্রে 'ট্র্যাকার ডগ'-এর ভূমিকা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। খুনি বা অপরাধীরা ঘটনাস্থলে নিজেদের ব্যবহার করা কোনও জিনিস ফেলে রাখলে সেগুলি শোঁকানো হয় এই গোয়েন্দা কুকুরদের। এছাড়াও ঘর বা ঘটনাস্থলে খুনি বা অপরাধীর গন্ধ থাকলে তা শুঁকে সে কোনদিক দিয়ে পালিয়েছে, তা বোঝার চেষ্টা করে পুলিশ কুকুর। সেই 'রুট' ধরেই পুলিশ এগিয়ে গিয়ে অপরাধী ধরার চেষ্টা করে। কলকাতা পুলিশের ডগ স্কোয়াডে কর্মরত দু'টি কুকুর রয়েছে, যারা খুনি বা অপরাধীদের সন্ধান চালায়।

শিল্পে ফের ২০ হাজার কোটি টাকার সুবিধা ফিরিয়ে আনতে চলেছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে শিল্প সংস্থাগুলির জন্য বাতিল হওয়া প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা ও ভর্তুকি ফের ফিরিয়ে আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, আগামী সপ্তাহে রাজ্যের প্রথম বাজেটেই এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হতে চলেছে।

২০২৫ সালে তৃণমূলের সরকার শিল্পক্ষেত্রে চালু থাকা একাধিক

ভর্তুকি ও আর্থিক সুবিধা বাতিল করে দিয়েছিল। সরকারের যুক্তি ছিল, সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে রাজ্যের কোষাগারের উপর চাপ তৈরি হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের ফলে শিল্প সংস্থাগুলির জন্য নির্ধারিত প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা বন্ধ হয়ে যায় বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি।

এই সুবিধাগুলির মধ্যে ছিল মূলধনী বিনিয়োগে ভর্তুকি, সুদের হারে ছাড়, বিদ্যুৎ শুল্কে ছাড় দেওয়া এবং কর সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া। শিল্পমহলের একাংশের অভিযোগ ছিল, সরকারি আশ্বাসের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করার পর মাঝপথে এই সুবিধা প্রত্যাহার করায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অবিশ্বাস ও সমস্যা তৈরি হয়। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, শিল্পে নতুন বিনিয়োগকে পাখির চোখ করতে ও রাজ্যে কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য ওই ২০ হাজার কোটি টাকার সুবিধা ফেরানোর প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে রাজ্য বাজেটে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে নতুন আইনি কাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বলেও সূত্রের খবর।

যদিও এখনও সরকারিভাবে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। যদিও আগামী সপ্তাহে পেশ হওয়া বাজেটে শিল্পের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা পুনর্বহালের বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বলেই সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে।

তীব্র দাবদাহে জলেই ফুটবল খেলায় মেতেছে কিশোরেরা। আহিরীটোলা ঘাটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

শ্রমমন্ত্রীর উদ্যোগে খুলল জগদ্দলের অ্যালায়েন্স জুটমিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের উদ্যোগে অবশেষে খুলল জগদ্দলের অ্যালায়েন্স জুটমিল। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জগদ্দলের এলাইন্স জুটমিল। অভিযোগ উঠেছে, জগদ্দলের প্রাক্তন বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম চক্রান্ত করে মিলটা বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েটে শ্রমমন্ত্রীর দপ্তরে অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে এবং প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার এবং শ্রম কমিশনারেটের অন্যান্য আধিকারিকরাও উক্ত বৈঠকে হাজির

ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর ওই বৈঠকে জট কাটে। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, বুধবার থেকে ওই মিলে পুনরায় চালু হবে। শ্রমিকরা জানান, এদিন থেকে মিলে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে। দু'তিনদিন বাদেই মিলে উৎপাদন শুরু হবে। প্রায় ছয় মাস বাদে মিল খোলায় ভীষণ খুশি বিপন্ন শ্রমিকরা। শ্রমমন্ত্রীর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে মিষ্টি মুখ করে আনন্দে মাতলেন মিলের শ্রমিকরা। জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক পিন্টু কুমার সাউ বলেন, প্রায় ছয় মাস যাবত মিলটা বন্ধ ছিল। শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে মিল ফের চালু হয়েছে। দু'তিন দিনের মধ্যেই মিলে উৎপাদন চালু হবে।

মেসির হ্যাটট্রিকের পরই শতদ্রুর খোঁচা অরূপকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬ বিশ্বকাপে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করলেন লিও। তাঁর একক দক্ষতায় এই আফ্রিকান দেশকে ৩-০ হারাল আর্জেন্টিনা। এরপরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে খোঁচা মেরে পোস্ট করতে দেখা গেল কলকাতায় মেসি গোট ট্যুরের আয়োজক শতদ্রু দত্তকে। তারপরেই সোশ্যাল মিডিয়াতে শতদ্রু লেখেন, 'অরূপদা, আপনার পাড়ার পল্টু আজ হ্যাটট্রিক করেছেন, এবার তো বেরিয়ে আসুন।'

ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল এই পোস্ট। নেটিজেনরা রীতিমতো মজার ছলেই নিয়েছেন এই পোস্টকে। অনেকেই অনেক রকম মন্তব্য করেছেন সেই পোস্টের কমেন্ট বক্সে। একজন লিখেছেন, 'অরূপ বিশ্বাসের টাচের পরেই ওয়ার্ল্ড কাপ হ্যাটট্রিক এল।' নজরে এসেছে আরও একটি পোস্ট, 'মেসিতে মিলায় গোল, 'বিশ্বাস' বহুদূর।' এমনিতেও রাজ্যের পালাবদলের পরেই মেসি কাণ্ডে

নানারকম দিক থেকে ফেঁসে রয়েছেন অরূপ। আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও হাজিরা এড়িয়েছেন সুরুচি সংঘের পুজোর মূল উদ্যোক্তা। এখন তাঁর অবস্থান কোথায়, কেউ জানে না। এই নিয়ে ৩ বার হাজিরা এড়িয়েছেন অরূপ। তবে এবার তাঁকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্ধ করে পোস্ট করলেন শতদ্রু।

প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরে ভারত সফরে এসেছিলেন লিও মেসি, রদ্রিগো ডি পল, লুই সুয়ারেজ। স্বপ্নের নায়ককে একবার দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলেন বহু ভক্ত। অনেকে প্রচুর টাকা খরচ করে মেসির টিকিট কিনেছিলেন। তবে মেসি আসার পরেই শুরু হয় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। মেসিকে ঘিরে ধরেন প্রচুর ভক্ত, সমর্থক, সাংবাদিকরা। ফলে নির্ধারিত শো না করেই বিরক্ত হয়ে মাঠ ছাড়েন মেসি। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভক্তরা। মাঠে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। ক্ষোভের কারণ হিসেবে দায়ী করা হয় অরূপ বিশ্বাসকে, যিনি ছিলেন তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী। অভিযোগ ওঠে, ক্রমাগত মেসির সঙ্গে নিজের, নিজের পরিবারের, ঘনিষ্ঠদের ছবি তুলিয়েছেন অরূপ। এমনকী মেসির কোমরে ও কাঁধে হাত দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ ওঠে অরূপের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে ঘটনার দিনেই গ্রেপ্তার হন শতদ্রু। পরে তিনি অভিযোগ করেন, নিজের প্রভাব খাটিয়ে এই কাজ করেছিলেন অরূপ বিশ্বাস। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে অভিযোগ করার হুমকি দিয়েছিলেন শতদ্রু। আবার টানা তিনবার হাজিরা এড়ালেন অরূপ বিশ্বাস। দিন কয়েক আগেই আগাম জামিনের আবেদন নিজেই তুলে নিয়েছিলেন অরূপ। এবার টানা এড়াচ্ছেন পুলিশি হাজিরা দেওয়ার নির্দেশও।

শহরজুড়ে সাফাই অভিযানে ১০ আইএএস আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যোগা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতায় আসছেন। সফরের আগে শহরজুড়ে চলছে সাফাই অভিযান। অভিযানের তদারকির দায়িত্ব ১০ জুনিয়র আইএএস আধিকারিককে দিয়েছে নবান্ন। তাঁদের বরোভিত্তিক দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এই উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকরা বিভিন্ন পার্ক, সরকারি জায়গা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি জায়গায় যেখানে যোগা হবে বলে পরিকল্পনা হয়েছে সেসব জায়গা পরিদর্শন করছেন। কোথায় গাছ কাটতে হবে, ভবঘুরে সরাতে হবে, ফুটপাথ পরিষ্কার করতে হবে, কোন জায়গায় জল জমে আছে, ডেঙ্গুর লার্ভা ভাসছে ইত্যাদি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছেন। সবমিলিয়ে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চলছে পরিদর্শন। আইএএস আধিকারিকদের সঙ্গে পরিদর্শন দলে আছেন কলকাতা পুরসভার একাধিক বিভাগের আধিকারিকরাও। এদিকে মঙ্গলবার বিকালে বাবুঘাটে সাফাই অভিযানে গিয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার দেখা পান আধিকারিকরা। একটি গাছের তলায় প্রায় সংসার পেতে বসে আছেন তিনি। মহিলা কিছুতেই নিজের জায়গা ছাড়তে রাজি হননি। কোনোভাবেই তাঁকে সরানো যায়নি। ফলে সে জায়গাটি পরিষ্কার করাও সম্ভব হচ্ছিল না। এরপর বাবুঘাট অঞ্চলের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট আইএএস আধিকারিক সরাসরি যোগাযোগ করেন পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে। জানা গিয়েছে, সমস্যার কথা শুনে প্রথমে চমকে যান পুরসভার স্বাস্থ্যকর্তারা। তারপর তাঁরা ফোন করেন একটি এনজিওকে। মহিলাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট বরোর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে। পুরসভার এক আধিকারিক বলেন, কোনও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে আমরা তুলে নিয়ে যেতে পারি না। তার জন্য নির্দিষ্ট প্রোটোকল আছে। এনজিওকে জানাতে হয়। পুলিশকে বলতে হয়। আইনি বিষয়গুলি মানতে হয়। তারপর ভারসাম্যহীনকে মানসিক হাসপাতালে বা অন্যত্র স্থানান্তর করা যায়। এই কাজ করতে করতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়। ফলে স্থানচ্যুত করার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এরপর বুধবার মহিলাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর কাজ শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে চূড়ান্ত সতর্ক প্রশাসন। কোথাও কোনো বিচ্যুতি যাতে না থাকে তার জন্য কড়া নজরদারি রেখেছেন আধিকারিকরা। আইএএস আধিকারিকরা শহরজুড়ে ছুটছেন। সঙ্গে ছুটছেন পুরকর্মীরাও।

রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই বাঙালিবিদ্বেষের রটনা হয়েছে হাওয়া, বাঙালি অস্মিতাও উধাও

স্বপনকুমার মণ্ডল

এ রাজ্যে ছাব্বিশের বিধানসভার ভোটও শেষ, আশ্চর্যজনক ভাবে সারা দেশজুড়ে বাঙালিবিদ্বেষ নিয়ে শোরগোলও আর নেই। অথচ ভোটে আগে বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাঙালিবিদ্বেষের ঘটনাপরম্পরায় রাজনৈতিক ভাবে বাঙালির অস্মিতার জাগরণের প্রয়াস ভোটযুদ্ধেই সামিল হয়েছিল। ২০২৫ থেকে দেশের অসংখ্য রাজ্যে বাঙালিবিদ্বেষের খবর আসায় রাজ্য জুড়ে যে অস্থিরতার রেশ চলছিল, তা ভোটের আগে পর্যন্ত সতেজ ছিল। শুধু তাই নয়, তা নিয়ে বেলডাঙার প্রতিবাদী আন্দোলনের মতো অপ্রত্যাশিত অস্থির অরাজকতা ঘটে যায়। অবাঙালি রাজ্যগুলিতে যেভাবে বাংলা বললে বাংলাদেশি সন্দেহে অত্যাচার করা থেকে হত্যার আতঙ্ক ছাড়িয়েছে, তাতে বাঙালির অস্মিতাই রাজনৈতিক ফায়দা তোলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। তার জের ঘটনাক্রমে আরও গতি লাভ করে। বিশেষ করে রাজ্যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR নিয়ে আতঙ্কিত পরিবেশের মধ্যেই ভোটের আয়োজন চলায় বাঙালিবিদ্বেষের ছায়ায় বাঙালির অস্মিতা জেগে ওঠা স্বাভাবিকতা লাভ করে। অন্যদিকে ইতিপূর্বে যখন মাতৃভাষা থেকে তার প্রাণের গান নিয়ে বাঙালির অস্তিত্ব সংকটে প্রতিবাদী কণ্ঠে নতুন করে অস্মিতাবোধ জাগিয়ে তোলার সচেতন প্রয়াস চলেছিল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরানো জরুরি মনে হয়েছিল। সেখানে বাঙালির অস্মিতাবোধের জাগরণ আজকের থেকে অনেক বেশি সরব ছিল,ছিল জেগে ওঠার, জাগিয়ে তোলার হরেক আয়োজন । তাতে এখনকার মতো রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে ভোটের রাজনীতি ছিল না, তার প্রাণের টান ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এজন্য ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনই বাঙালির কাছে স্বদেশি আন্দোলন হয়ে উঠেছিল, বাংলাভাগের মধ্যেই গড়ে তুলেছিল বাঙালির জাতির সাংস্কৃতিক ঐক্য, জেগে উঠেছিল আত্মানুসন্ধানের সন্ধিক্ষণ। আসলে মানুষের জীবনে কখনও এমন একটা বিশেষ মুহূর্ত আসে যখন একদিকে অস্তিত্বের তীব্র সংকট দেখা দেয়, অন্যদিকে জীবনের আবশ্যিক পালাবদলের নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। যখন সেটা ব্যক্তি থেকে সমষ্টি তথা সমাজ-গোষ্ঠী-জাতির জীবনে উপস্থিত হয়, তখন সেই সময়টি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে পরিণত হয়। ১৯০৫ সাল সেই অর্থে বাঙালিজীবনের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। সেই সময়ে বাংলার আপামর বাঙালির নিজেদের অস্তিত্বের মূল্যায়ন করার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। তাই ১৯০৫ সাল শুধুমাত্র বঙ্গবিভাগবিরোধী আন্দোলনের জন্যেই স্মরণীয় নয়, এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বাঙালি জীবনের আত্মানুসন্ধান। আজ তার সেই বাতাবরণ নেই। শুধু মাত্র রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে কাজে লাগিয়ে বাঙালি বিদ্বেষের বিরোধিতা করে বাঙালি অস্মিতা জাগিয়ে তোলা আর সম্ভবপরও নয়।

ভারতের বড়লাট (১৮৯৯-১৯০৫) লর্ড কার্জন প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই হোক আর রাজনৈতিক অভিসন্ধির জন্যই হোক, কিংবা উভয় কারণেই হোক ১৯০৩ সালে বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতো স্বরাষ্ট্রসচিব এইচ্ এইচ্ রিজলে বঙ্গবিভাগের ঘোষণা করেন এবং এটি ১৯০৩-এর ৩ ডিসেম্বর কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। ১৯০৪-এর ফেব্রুয়ারিতে কার্জন পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়ে বঙ্গবিভাগের সপক্ষে বেশ কয়েকটি সভায় বক্তব্য রাখেন। এরপর তিনি বেশ কিছুদিন ইংল্যান্ডে কাটিয়ে ফিরে এসে ১৯০৫ এর ২ ফেব্রুয়ারি ভারত সচিবকে বঙ্গবিভাগ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রস্তাব পাঠান। ভারত সচিবের সম্মতিক্রমে (১ জুন) ১৯ জুলাই ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবিভাজন ঘোষণা করে এবং ১৬ অক্টোবর তা কার্যকর হয়। বঙ্গের পূর্বাংশ থেকে বিভাজিত অংশ তথা ১৫টি জেলা আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। নতুন নাম হয় ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’। আর নতুন প্রদেশটির বঙ্গীয় প্রাণকেন্দ্র হয় ঢাকা। আসাম ছাড়া প্রদেশটির মধ্যে ছিল পার্বত্য ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী বিভাগ ও মালদা। আয়তন দাঁড়াল ১০৬,৫৮০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ (১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান, ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু)। অবিভাজ্য বঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত হয় সম্বলপুর-সহ উড়িয়া অঞ্চল। ফলে আয়তন হল ১৪০, ৫৮০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা দাঁড়াল ৫ কোটি ৪০ লক্ষ (৪ কোটি ২ লক্ষ হিন্দু ও ৯০ লক্ষ মুসুলমান)। কলকাতাই রাজধানী রইল।

১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলন চললেও ১৯০৫-এর জুন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে আপামর বাঙালি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে নিমজ্জিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে হাজার তিনেক সভা সমাবেশের কথা জানা যায়। কিন্তু তখনও বাঙালির স্বপ্ন ভেঙে যায়নি। ১৯০৫ এর ৭ জুলাই জানা যায় স্বরাষ্ট্রসচিব বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা করেছেন। পুরো পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হয় ২০ জুলাই। এরপরেই বাঙালির আশার বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ায় আন্দোলনের চেহারা পাল্টে যায়। অবশেষে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ আন্দোলনের মুখে পড়ে ব্রিটিশ সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর পঞ্চম জর্জ বঙ্গবিভাগ রোধের কথা ঘোষণা করেন। বিভাজিত বঙ্গ আবার সংযুক্ত হল ঠিকই কিন্তু বাঙালিসত্তার বিভেদ-রেখা অমলিন হয়েই রইল। শুধু তাই নয়, বালোর প্রাণকেন্দ্র কলকাতার রাজধানীর আভিজাত্য চলে যাওয়ায় বাঙালির শক্তি অনেকটা কমে যায়। ভোটের ফলাফলেই তা প্রতীয়মান। সেক্ষেত্রে বিজেপিবিরোধী হাওয়ায় বাঙালি অস্মিতা জাগিয়ে তোলা যে বিধানসভার ভোটের রণকৌশল ছিল, ভোটের পরে তার অনস্তিত্বেই তা প্রকট হয়ে উঠেছে। অথচ বাঙালির ইতিহাসেই তার অস্মিতা জাগরণের পরিচয় বর্তমান।

বাঙালি অস্মিতার ইতিহাসে কতগুলি বিষয় স্মরণ করা প্রয়োজন। প্রথম কথা, ১৯০৫-এর আগে ১৮৭৪ সালেও বঙ্গবিভাগ হয়েছিল। অবশ্য ১৮৭৪-এর বঙ্গবিভাগকে বঙ্গবিচ্ছেদ বলাই শ্রেয়। বঙ্গের উত্তর সীমান্তের তিনটি অঞ্চল কাছাড়, গোয়ালপাড়া ও শ্রীহট্ট আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন কিন্তু বঙ্গ জুড়ে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ হয়নি। আজও আসামের ঐ তিনটি অঞ্চলের বাঙালিরা অবহেলিত। যদি ধরে নেওয়া হয় ১৮৭৪-এর বঙ্গবিচ্ছেদ নিতান্তই প্রশাসনিক কারণে করা হয়েছিল এবং ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগে ব্রিটিশ প্রশাসনের রাজনৈতিক অভিসন্ধি চরিতার্থ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহলেও কিন্তু একটা বিষয়ের মীমাংসা করা যায় না। তা'হল বাঙালির ঐক্য তথা বাঙালির অস্মিতা। সেদিন তিনটি জেলা বিচ্ছেদে যে বাঙালি সমাজের কোনওরকম উচ্চবাচ্য ছিল না, সেই বাঙালিসমাজের মধ্যেই স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনবিঘা অঞ্চল নিয়ে দড়ি টানাটানি খেলা শুরু হয়েছিল। ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস, ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগের ফলে যে তীব্র ঐক্য দেখা দিয়েছিল, ১৯৪৭-এ তা বিচ্ছেদে পরিণত হয়। আবার ১৯৭১-এ বাঙালিসত্তা জেগে উঠল, তৈরি হল স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে। কেন বারবার বাঙালিসত্তার মধ্যে দোলাচল মনোবৃত্তি কাজ করেছিল, কেন এখনও বিচ্ছিন্ন বাঙালি সমাজের মধ্যে অসার, আবেগসর্বস্ব, প্রেমহীন ও সন্দেহবাতিক ঐক্যভাবনা কাজ করে, কীসের জন্যই বা ‘আমরা বাঙালি’ বলতে পিছুটান অনুভব করি, এসব প্রশ্ন অনেকসময় মাথা চাড়া দেয়। এই দেওয়াটাও স্বাভাবিক, ইতিহাস তাই বলে। ব্রিটিশাধীন এবং ব্রিটিশমুক্ত বাঙালি ঐক্যের পটপরিবর্তন বাঙালিসত্তার মধ্যে সংগুপ্ত ছিল। কার্জনের বঙ্গবিভাগ থেকে সেই সত্তা প্রকট হয়ে ওঠে।

বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সহজেই যুক্ত হয়েছিল। অবশ্য বঙ্গের এই প্রাদেশিক আন্দোলনটিকে কংগ্রেস অধিবেশনে জাতীয় কর্মসূচি হিসাবে গৃহীত হয়নি। কিন্তু বঙ্গীয় নেতৃত্ব প্রাদেশিক আন্দোলনকে জাতীয় স্তরে সামিল করায় তৎপর হয়েছিলেন। এই তৎপরতার একটি মস্তবড় হাতিয়ার ছিল, ‘স্বদেশী আন্দোলন’।

কিন্তু নামে ‘স্বদেশী’ হলেও মূল লক্ষ্য ছিল স্ব-দেশ তথা অখণ্ড প্রদেশ। সেজন্য একালের একজন ঐতিহাসিকের (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, এ যুগের বাঙালি’, দেশ ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৯) মনে হয়েছে, ‘বুদ্ধির পথে বাঙালি মনের একার্ধ ভারতীয় জাতীয়তার বৃহত্তর ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হলেও অপরাধের হৃদয়ের আকর্ষণ ছিল বঙ্গমাতার প্রতিমার প্রতি। অর্থাৎ যুক্তি-তর্কের মণ্ডপে ভারতীয়ত্বের প্রতি একটা প্রণাম ঠুকে, গর্ভগৃহে ঢুকে বঙ্গমাতার প্রতিমাকেই হৃদয় সমর্পণ করতে উৎসুক ছিল।’ কিন্তু বঙ্গবিভাগবিরোধী আন্দোলনের প্রক্রিয়াগত কৃত্রিমতা থাকলেও প্রতিবাদের ভাষা অকৃত্রিম ছিল। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ‘এবারে কিন্তু দুর্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই---প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিরাও একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা সোজা কথা কহিয়াছেন।’ (‘বঙ্গবিভাগ’,১৩১১) এই সোজা কথা বলার বিষয়টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ‘অপূর্বত্ব’ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি অভিনবও বটে। কারণ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’র ভাষায় ‘সেকালের নেতারা ভাজিতেন ঝিঙ্গা, আর বলিতেন পটোল। যখন Self-Government সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, তখন তাহার পিছনে Colonial কথাটা জুড়িয়া দিয়া শ্যাম ও কুল দুই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাতে আইনও বাঁচিত, হাততালিও পড়িত।’ রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনে বাঙালির ছলাকলাহীন বাগভঙ্গির কারণ হিসাবে বাঙালিদের মধ্যে অবিশ্বাস করার অক্ষমতায় ইংরেজদের প্রতি গভীর আস্থা জ্ঞাপনের ফলে হিতে বিপরীত হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু কার্জনের বঙ্গবিভাগে অনেক বাঙালির আশাভঙ্গ হলেও অনেকের আশা জেগে উঠেছিল। সেজন্য প্রতিবাদমুখর বাঙালির মুখোশ খুলে কথা বলার মূল কারণ কিন্তু বাঙালিসত্তাকে বিপন্ন করে তোলায় নয়, বরং বলা ভালো বাঙালিসত্তাকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার মধ্যেই রয়েছে। এতদিন বাঙালিসমাজে বিভেদের যে সুপ্ত প্রাচীর তৈরি হচ্ছিল, বঙ্গবিভাগে তা জেগে উঠল। ইংরেজ শাসকদেরও বিষয়টি অজানা ছিল না। লর্ড কার্জন নিজেও পূর্ববঙ্গে গিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষয়টিকে তুলে ধরেছিলেন। শুধু তাই নয়, অন্ত্যজ হিন্দুদের বিশেষ করে নমঃশূদ্রদের মধ্যে বঙ্গবিভাগ সমর্থন পেয়েছিল। আসলে কার্জনের বঙ্গবিভাগের পরাভব শক্তি বাঙালিসত্তাকে ভাঙতে পারেনি, বরং জুড়তে সাহায্য করেছিল। বাঙালিসত্তায় যে ফাঁকগুলি সুপ্ত ছিল, সেগুলি লুপ্ত করার জন্যই আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেই আত্মসমীক্ষার কাজে কার্জনের বঙ্গবিভাগ সিদ্ধান্ত বিশেষ সহায়তা করেছিল।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাঙালিসত্তাকে নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তিনি একাধিক প্রবন্ধে বাঙালি জাতির ঐতিহ্য তুলে ধরার প্রয়াসী হয়েছিলেন। বাঙালির নিজস্ব কোনো ইতিহাস না থাকায় তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন (‘বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’) ‘বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।’ বিদ্যাসাগর মহাশয় ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ (১৮৪৮) লিখেছেন। কিন্তু তাও অনুবাদ এবং অসম্পূর্ণ। জানা যায়, তিনি বাঙালির পুরো ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন। অবশ্য রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৯০ পৃষ্ঠার ছোটদের জন্য লেখা ‘প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস’ (১৮৭৪) লিখে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুটা আশা পুরণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা, আর্য, অনার্য হিন্দু, আর্যানার্য হিন্দু ও মুসলমান। শেষোক্ত শ্রেণি তথা মুসলমানকে নিয়েই বিতর্কের শেষ নেই। বাংলার মুসলমানেরা আগে বাঙালি না আগে মুসলমান এ প্রশ্ন আজও তোলা হয়। তা নিয়েই বাঙালির রাজনীতি এখনও উত্তপ্ত ও মুখর। বিষয়টি এতটাই স্পর্শকাতর যে তাঁদেরও অনেক সময় অস্বস্তিতে পড়তে হয়। বাংলার মুসলমানেরা বাঙালির অন্যান্য সম্প্রদায়ের মূল স্রোতে মিশতে পারেনি। বাঙালি হিন্দুদের লেখনীতে মুসলিম সম্প্রদায় অনেকটাই অবহেলিত। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির ঐতিহ্যসূত্রে যাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সকলেই বাঙালি হিন্দু কিন্তু বাঙালির অস্তিত্ব শুধুমাত্র অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল না, কার্জনের বঙ্গবিভাগ তা প্রমাণ করে দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন, বাঙালির বাহুবল নেই। তিনি বাহুবল বলতে উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়ের একত্রিত শক্তিকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক গতির বলে এই চারটি শক্তি বাঙালি চরিত্রে সমবেত হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেননি। কার্জনের বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্তে বাঙালির বাহুবল প্রদর্শনের সময় এসেছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার মূল কারণই হচ্ছে বাঙালির ঐক্যসত্তার গোড়ায় গলদ। বাঙালি সমাজে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-সংকটের পরাভব শক্তির প্রভাব সেদিন শুধু নয়, আজও সহজ লভ্য। এখনও উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ একে অপরের উপর আস্থা রাখতে পারে না। তবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যচেতনার বিকাশ ঘটেছে। সেজন্যেই কার্জনকে স্মরণ করতে হয়। নীরদচন্দ্র চৌধুরী ‘আত্মঘাতী বাঙালী’ (১৯৮৮)-তে জানিয়েছেন বাঙালি জাতির দুইবার নবজন্ম হয়েছিল। একবার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে চৈতন্যদেবের জন্য, অন্যবার ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুটি নবজন্মের আলো থেকে মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। যাইহোক, বইটিতে নীরদচন্দ্র জোর দিয়ে বলেছেন, ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন মেনে নেওয়ার মাধ্যমে বাঙালি আত্মঘাতী হয়েছে। কিন্তু বাঙালি কবে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে সে সম্পর্কে তিনি তেমন কিছু বলেননি। অবশ্য বইটির ভূমিকায় তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেছেন, ‘পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালীর স্থান থাকিবে সেই লুপ্ত জীবনের উৎকর্ষের জন্যেই।’ অথচ তাঁর আলোচিত লুপ্ত জীবনেও মুসলিম সম্প্রদায়ের বাঙালিত্ব অনুপস্থিত।

মধুসূদন হানিফকে, দীনবন্ধু তোরাফকে দেখিয়েছেন; বঙ্কিমচন্দ্র পরাণ মণ্ডল, রামা কৈবর্তের পাশাপাশি হসিম শেখের কথা বলেছেন। কিন্তু হানিফ, তোরাফ, পরাণ মণ্ডল, রামা কৈবর্ত, হসিম শেখরা আনুগত্য প্রদর্শনভিন্ন উচ্চবর্ণের স্নেহস্পর্শ পায়নি। নিম্নবিত্তজীবী অন্ত্যজ হিন্দু মুসুলমানেরা সামাজিক মর্যাদায় আজীবন ব্রাত্যই ছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলে তাঁদের উন্নতি হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই জানিয়েছেন (’ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা’), ‘ইংরেজ শাসনে ব্রাহ্মাণ, ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণির অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।’ কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে নিম্নবিত্তজীবী একটু উন্নত হলেও তাদের সামাজিক জীবনের বিশেষ কোনও হেরফের হয়নি, বরং আরও বেশি চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ বাঙালিসমাজের দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি ১৯০৪-এর ২২ জুলাই ‘স্বদেশী সমাজ’ ভাষণে গ্রামকে দেশের প্রাণশক্তি বলে অভিহিত করে গ্রামের সংঘশক্তি জাগানোর কথা বলেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে। কিন্তু ‘সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু।’ ফলে ভাষণের শেষে প্রকারান্তরে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্যকে মেনে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বাঙালিসমাজে ঐক্য-সংকট দূর করার জন্য ‘রাখীবন্ধন উৎসব’ করেছিলেন। কিন্তু তিনি শেষরক্ষা করতে পারেননি। এমনকি ‘রাখীবন্ধন উৎসব’ হিন্দুদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আসলে বাঙালিসমাজে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অন্ত্যজ হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়কে বঙ্গকে মা ভাবার অবকাশই দেয়নি। ফলে বিপদে ভাই সম্বোধনে প্রাণে টান না লাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা এসবের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন তাঁদের সংখ্যা বেশি নয়। বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনে বাঙালিসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই হয় নেতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল, নয়তো নীরবতা পালন করেছিল। আন্দোলনকারীদের মধ্যেও বিষয়টি গোপন ছিল না। কিন্তু তারা বাঙালিসত্তায় ফাঁক পূরণের সময় ও পথ কোনওটাই খুঁজে পায়নি। ফলে বিপথে চালিত হয়ে যখন স্বদেশিরা বিদেশি কায়দায় অনিচ্ছুকদের বাগে আনার চেষ্টা করল, তখনই ঘটল বিপত্তি। এজন্য ১৯০৫ সালে নভেম্বর মাসে একমাত্র বরিশালেই ৬০ টি ঘটনায় স্বদেশি আন্দোলনকারীদের দ্বারা মুসলিম নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে।

বাঙালিসত্তায় বিচ্ছিন্নতাবোধ সুস্পষ্ট হতে বেশি সময় লাগেনি। ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর অর্থাৎ যেদিন সরকারিভাবে বঙ্গবিভাগ কার্যকর হল, সেদিনই ‘মহমেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন’ গঠিত হয়। আবার ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘অল ইন্ডিয়া মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স’-এর অব্যবহিত পরেই (৩০ ডিসেম্বর) ‘অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে স্বদেশি আন্দোলনকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ১৯০৬ সালে ঢাকায় ‘মহামেডান ভিজিলেন্স অ্যাসোসিয়েশন’ গঠিত হয়। ১৯০৭ সালের মার্চে মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর ও কুমিল্লা শহরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধেছিল। বছর কয়েক পরেই ১৯১০ সালে এলাহাবাদে ‘হিন্দু মহাসভা’র গঠনের তৎপরতা চলে। তার সঙ্গে যে ‘মুসলিম লীগ’-এর সম্পর্ক বিদ্যমান, তা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলন শেষের দিকে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। এর জন্য ইংরেজ শাসকের দমনমূলক নীতিই দায়ী নয়, অন্য একাধিক কারণও ছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল বাঙালিসত্তায় বিচ্ছিন্নতাবোধ। এই বোধও কার্জনের বঙ্গবিভাগে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সমাজের ব্যাধিটি ধরতে পেরেছিলেন। সেজন্য তিনি ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ (১৩১৪)-এ বলেছেন ‘হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনোমতেই নিষ্কৃতি নাই।’ অনেকভাবেই এই পাপ স্থালনের চেষ্টা করা হয়েছিল, তাতে কোনো ফল হয়নি। অশোক, শিবাজী ও রানা প্রতাপের পাশে সিরাজদৌল্লা, মীরকাশিমকে তুলে ধরেও কোনও লাভ হয়নি। ‘বন্দে মাতরম’-এর পাশাপাশি বরিশালে ‘আল্লা হো আকবর’, ‘পরিষঙ্গে ভ্রাতরম্’ (ভাইকে আলিঙ্গন করি), মৈমনসিংহের মুক্তগাছায় ‘আল্লাহ আল্লাহ’ ধ্বনি দিয়েও ঐকতান সৃষ্টি করা যায়নি।

‘বঙ্গ’, ‘বাংলা’, ‘পূর্ব পাকিস্থান’, ‘জয় বাংলা’, ‘পূর্ব বাংলা’, ‘বাংলাদেশ’ প্রভৃতি বাঙালির সাকিন ঠিকানার মধ্যে ঐতিহ্যবাহী বাঙালিসত্তার আদ্যন্ত পরিচয় পেতে হলে বঙ্গবিভাগের ঐতিহাসিক সমকালকে স্মরণ করতেই হবে। বাঙালিজাতির আত্মিক পরিচয়ের ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগের মত আত্মঘাতী আঘাতের প্রয়োজন ছিল। ইংরেজ শাসকেরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করতে গিয়ে পরোক্ষে বাঙালির বিশেষ উপকারই করেছিল। সেইজন্য বিদেশি শাসকেরা দেশীয় জাতির বিভেদরেখাকে লক্ষণরেখায় সীমায়িত করে বাঙালির অস্তিত্বকে নাড়া দিয়েছিল। ফলে বঙ্গবিভাগের চেতনা দ্বিধাবিভক্ত বাঙালিকে ইতিহাসবোধ জাগ্রত করতে যেমন সহায়তা করেছে, তেমনই ইতিহাস গড়তেও সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ‘উনিশ শ’ পাঁচ (১৩৫৬)-তে যথার্থই বলেছেন, ‘আমাদের জাতির, আমাদের সভ্যতার, আমাদের সাহিত্য ও সমাজের প্রাণকেন্দ্র উনিশ শ’ পাঁচের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে।’ সেজন্য ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টিতে যা ছিল বঙ্গবিভাগ মাত্র, বাঙালির হৃদয়ে তাই বঙ্গভঙ্গে পরিণত হয়েছিল। ফলে কার্জনের বঙ্গবিভাগ বাঙালির আত্মখণ্ডনের সামিল মনে হলেও তা ছিল আত্মাবিষ্কারের পরম আঘাত বিশেষ। সেই আঘাতের ক্ষরণেই আজকের রাজ্য সঙ্গীত ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’র জন্ম হয়েছিল । সেক্ষেত্রে একালের মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিভাজনকে অস্বীকার করে রাজনীতিসর্বস্ব বাঙালি অস্মিতার কৃত্রিম আড়ম্বরের আলো লোকদেখানো পথেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে, জাতীয় চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি করে না। সেই স্বদেশি আন্দোলনের গানে ঠোঁট মেলানো যায়, বাঙালির অস্মিতার চেতনা জেগে ওঠে না। এজন্য এ বারের ভোটে বাঙালির অস্মিতা প্রত্যাশা জাগালেও স্বপ্ন দেখায়নি। কেননা স্বপ্ন দেখার জন্য বিশ্বাস জরুরি। আর সেই বিশ্বাস জন্মায় বাস্তবের ভিতে। সেখানে কৃত্রিম উপায়ে ও কৌশলী আয়োজনে তা যে সম্ভব নয়, ঘটনাপরম্পরায় তার সত্য উদ্ঘাটনেও তা প্রতীয়মান। ফলে বাঙালিবিদ্বেষের আবহ ছড়িয়ে দিয়ে যে বাঙালি অস্মিতা জাগিয়ে তোলা যায় না, ছাব্বিশের বিধানসভার নির্বাচনেই তা প্রমাণিত। অন্যদিকে বাঙালিবিদ্বেষের ঘটনার মধ্যেও যে রটনা ছিল, তাও আজ দিনের আলোর মতোই স্বচ্ছ ও সত্য। সেক্ষেত্রে ছাব্বিশের বিধানসভার ভোট শেষ, বাঙালিবিদ্বেষও হাওয়া, বাঙালির অস্মিতাও উধাও।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

সফটওয়্যার, কম্পিউটার সায়েন্স পড়া ছাড়ুন, দেশের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টার পরামর্শে যুবসমাজে শোরগোল

দেশের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরনের পরামর্শে শোরগোল পড়ে গিয়েছে দেশজুড়ে। ভালো চাকরির স্বপ্ন নিয়ে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে পা রাখার আগে পড়ুয়াদের জন্য তাঁর পরামর্শ, অনেক হয়েছে, এবার সফটওয়্যার ও কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনার কথা ভুলে যান। ভুলে যান এমবিএ-র কথাও। গোটা বিশ্ব খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আর এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে চাকরির উপর। সফটওয়্যার, কম্পিউটার সায়েন্স আর এমবিএ-এর মতো ডিগ্রিকে সবসময়েই ভাল কেরিয়ার বলে মনে করা হয়। কিন্তু এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই অনেক প্রচলিত কাজ কুক্ষিগত করছে। এই অবস্থায় চাকরির ধরন বদলাচ্ছে। নতুন ধরনের দক্ষতার চাহিদাও বাড়ছে। নাগেশ্বরন বলছেন, তরুণদের ভবিষ্যতের চাহিদা বুঝে চেরাচরিত ডিগ্রিগুলি থেকে নজর সরিয়ে নিজেদের স্কিল নতুন ক্ষেত্র অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। তাঁর ব্যাখ্যা, এআই-এর জেরে আগামীদিনে শুধু ডিগ্রি অর্জন করলেই চলবে না। তরুণদেরকে ব্যবহারিক দক্ষতা, যোগাযোগের ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা আর মানবিক বোঝাপড়ার মতো গুণের উপরও কাজ করতে হবে। গ্লোবালাইজেশনের সময়ে সফটওয়্যার আর এমবিএ ডিগ্রি ভারতের অনেক উপকারে এসেছিল, কিন্তু এখন সময় বদলে গিয়েছে। ক্রমবর্ধমান এআই-এর প্রভাবের মধ্যে, তারাই বেশি সুযোগ পাবে, যাদের কাছে এমন দক্ষতা থাকবে, যেগুলো মেশিন সহজে নকল করতে পারবে না। তাই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিতে ট্রেড স্কিলস আর সফট স্কিলস শেখা আজকের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয়তা হয়ে উঠতে চলেছে বলেই পরামর্শ দিয়েছেন নাগেশ্বরণ। অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে মানবিক অনুভূতি আর ব্যক্তিগত যোগাযোগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বয়স্কদের দেখাশোনা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কাউন্সেলিং, হাসপাতালগুলোতে রোগীদের সহায়ক পরিষেবা, খেলার শিক্ষা, রান্নার শিল্প আর অন্য পরিষেবা ক্ষেত্র এইরকম উদাহরণ। যেখানে মানুষের দরকার পড়বেই। এআই যদিও অনেক টেকনিক্যাল কাজ সহজ করে দেবে, কিন্তু এই পেশাগুলোতে মানবিক স্পর্শের জায়গা নেওয়া তার পক্ষে সহজ হবে না।

শব্দছক ১৯২

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. অপর ২. উপঢৌকন ৪. ক্ষমা ৬. শীতের গলাবন্ধ ৮. শিখ-গুরু ১০. নলী ১১. পাষাণ ১২. মালদার নামী আম ১৪. প্রবাল ১৬. প্রতিপালন ১৭. কৃষ্ণবরণ তিল ১৯. ধাতুর ওপর কলাই করা ২০. পথের বাদশা ২১. মাতঙ্গ

ওপর-নিচ: ১. আত্মমর্যাদাবোধ ২. চাকর ৩. শ্রীকৃষ্ণ ৪. পুষ্পমালিকা ৫. নিশানা ৭. প্রগতিপত্র ৯. নৃপতি ১০. সাধারণ জনতার চলা পথ ১৫. যা প্রজ্জ্বলিত হলে ব্যবসায় লাটে ওঠে ১৬. পক্ক ১৭. সালোয়ার-এর দ্বিতীয় অংশ ১৮. লবণস্বাদযুক্ত

সমাধান ১৯১ — পাশাপাশি: ১. অতীত ৩. মিনতি ৫. বইঠা ৬. রবি ৮. সরলা ১০. ইরা ১২. হামসফর ১৪. বাকবিতন্ডা ১৬. ভামা ১৭. সরব ১৯. নব ২১. কাকলি ২২. কসাই ২৩. তার্পিন

ওপর-নিচ: ১. অলস ২. তবলা ৩. মিঠাইমন্ডা ৪. তির ৭. বিহার ৯. রজক ১১. রাস ১২. হাতসাফাই ১৩. ফকির ১৪. বাদল ১৫. ঠিকা ১৭. সলিতা ১৮. বসন ২০. বক

আজকের দিন

- **১৮৫৮** — ঝাঁসির এই বীর রানি ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।
- **১৯৪৬** — রাম মনোহর লোহিয়ার নেতৃত্বে পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিবাদে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়েছিল।
- **১৯৭৮** — চীন ও পাকিস্তানকে সংযোগকারী বিশ্বের সর্বোচ্চ সড়কটির উদ্বোধন হয়।

জন্মদিন

- **১৮৬১** *বিশিষ্ট লেখক দেবকীনন্দন ক্ষত্রীর জন্মদিন।*
- **১৮৭৫** *বিশিষ্ট চিত্রাঙ্কন শিল্পী সুনয়নী দেবীর জন্মদিন।*
- **১৯৫০** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শ্রীকান্তকুমার জেনার জন্মদিন।*

সুনয়নী দেবী

কোট-আনকোট

দিদির সঙ্গে আমার পুরনো সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক অটুট থাকবে। সবাই বলেন, দিদি মানেই তৃণমূল। আমায় মানুষ ভোট দিয়েছেন কাজ করার জন্য। কাজ করার জন্য কেন্দ্রের সমর্থন দরকার।

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্রোহী সাংসদ, তৃণমূল কংগ্রেস

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই nicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অভিষেকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে তৃণমূল-ত্যাগ খড়্গপুরের প্রদীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: অভিষেক ব্যানার্জিকে কাঠগোড়ায় তুলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের ভূয়সী প্রশংসা করে তৃণমূল ছাড়লেন খড়্গপুরের কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন বিধায়ক প্রদীপ সরকার। সাংবাদিকদের তিনি জানান, রাজ্যের মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যে ভালো কাজ হচ্ছে। খড়্গপুর শহরেরও বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ করছেন দিলীপ ঘোষ।

প্রদীপ সরকার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর একটা কথা আমার খুব ভালো লেগেছে সেটা হল, শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন ভোটের সময় আমরা পরস্পর লড়াই করব, কিন্তু তারপর সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উন্নয়ন করব। এই সরকার ভালো কাজ করছে, উন্নয়নের স্বার্থে তাদের পাশে থাকা আমাদের কর্তব্য। সেজন্য আমি আজ তৃণমূলের সমস্ত পদ থেকে পদত্যাগ করলাম। তবে হ্যাঁ এক্ষুনি কাউন্সিলর পদ থেকে সরে যাচ্ছি না। কারণ, এখন জনকল্যাণ শিবির চলছে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের বিভিন্ন রকম শংসাপত্র প্রয়োজন হচ্ছে। তাই আর কিছুদিন পরে কাউন্সিলর পদ থেকেও পদত্যাগ করব। আমার সিদ্ধান্ত আমি দলকে জানিয়ে দিয়েছি।'

সাংবাদিকদের টেনে বলেন, 'তৃণমূলে থেকে মানুষের উন্নয়ন করা আর সম্ভব নয়। মানুষ তৃণমূলকে ত্যাগ করেছে। তাই তৃণমূলে থেকে মানুষের জন্য আর কাজ করা সম্ভব হবে না। যে কাজটা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে হচ্ছে তাতে তৃণমূলে থেকে সেই উন্নয়নের পাশে দাঁড়ানো কখনওই সম্ভব নয়। তাই দলের কাছে আমি অব্যাহতি চেয়েছি। এতদিন তৃণমূল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আর না। খড়্গপুরের বাসিন্দা হিসেবে এই শহরকে আমরা ভালোবাসি। শুভেন্দু অধিকারী দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে খড়্গপুরের যে উন্নয়নের কাজ হচ্ছে তাতে সামিল হওয়া তা সমর্থন করা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।'

অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, '২০২২ সালে আমাকে হঠাৎ খড়্গপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে আমাকে অপমান করার পিছনে অভিষেক ব্যানার্জি সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের সময়ও সাংসদ জুন মালিয়া এবং আমাকে একাধিকবার অপমান করা হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়ে অভিষেক ব্যানার্জিকে জানানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি কোনও রকম কর্ণপাত করেননি। তাছাড়া এবারের বিধানসভা নির্বাচনে খড়্গপুর কেন্দ্রে আমি প্রার্থী ছিলাম, আমার প্রতি দলের একটি অংশ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অভিষেক ব্যানার্জিকে সেই সমস্ত বিষয় জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। যে দলে বিচার পাওয়া যায় না সেই দল আমি করব কেন? সেই দলে থেকে নিজেকে আর অপমানিত করতে চাই না। চেয়ারম্যান ও বিধায়ক থাকাকালীন খড়্গপুর শহরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। তারপরেও চেয়ারম্যানের পদ থেকে আমাকে সরানো হয়েছে। কিন্তু কেন সরানো হয়েছে তার কারণ আমি জানতে পারিনি। এবার সুজয় হাজরাকে খড়্গপুরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উনি খড়্গপুর শহরের কী বোঝেন জানি না। এভাবেই আমাকে বারবার অপমান করা হয়েছে। এছাড়াও, মেদিনীপুর-খড়্গপুর উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে আমাকে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার বসার কোনও চেয়ার নেই, কোনও কাগজপত্রে এখনও পর্যন্ত সই করতে পারিনি। এরকম নানা ভাবে ২০২১ সাল থেকে আমাকে অপমান করা হয়েছে।'

তা হলে কি আপনি বিজেপিতে যেতে চান? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি রাজনীতি ছাড়ছি না। মানুষের কাজ করতে চাই। আগামী দিনে কোনও দল যদি মনে করে আমাকে দিয়ে কাজ করাবে তা হলে আমি সেই দলে অবশ্যই নিজেকে সামিল করব।'

কাটমানির অভিযোগ সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি প্রকল্পে পাকা ঘর পাইয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে হাজার হাজার টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে। অবশেষে কাটমানি দিয়েও পাকা ঘরের সুবিধা না-মেলায় বুধবার সকাল থেকেই ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের দৌলতপুর এলাকার বাড়ি ঘেরাও করে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখালেন অসংখ্য উপভোক্তারা। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন মহিলা। বুধবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াই ইংরেজবাজার ব্লকের কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের দৌলতপুর এলাকায়। যদি এদিন কাজলদিঘি ও দৌলতপুর গ্রামের শতাধিক উপভোক্তা কাটমানি ফেরতের দাবিতে ওই সুপারভাইজারের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কাটমানি না-দিলে তাদের পরের কিস্তির টাকা আর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে না বলে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয় বলে অভিযোগ।

উল্লেখ্য, দৌলতপুর এবং কাজলদিঘি গ্রামের অন্তত সাড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ পরিবারের বসবাস। এই গ্রামের অধিকাংশ পরিবার পেশায় দিনমজুর এবং মৎস্যজীবী। এইসব গ্রামের প্রকৃত উপভোক্তারা বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে ২০২২ সালে আবেদন করেছিলেন। এরপর যথারীতি বাড়ি করার ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির টাকা পান শতাধিক উপভোক্তারা। কিন্তু এরপর দ্রুত দ্বিতীয় কিস্তি টাকার অ্যাকাউন্টে ঢোকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অসংখ্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠে কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই সুপারভাইজার প্রদীপ হালদারের বিরুদ্ধে। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেল সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রকৃত উপভোক্তারা এই প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাননি বলে দাবি করেন। রাজ্যে সরকার ক্ষমতার পালাবদল হতেই অবশেষে এদিন অসংখ্য মহিলারা ওই সুপারভাইজারের বাড়ির সামনে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান এবং অবস্থান শুরু করে দেন। উত্তেজনা বাড়তে দেখেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। যদিও পরে পুলিশি

হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিন বিক্ষোভকারী মামনি পাল, রহিমা খাতুন, সেলিম শেখদের অভিযোগ, 'কাটমানি না-দিলে পাকা বাড়ি প্রকল্পের টাকা মিলবে না এমনটাই আমাদের মতো অসংখ্য উপভোক্তাদের জানিয়েছিল সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই সুপারভাইজার। কেউ ১০ হাজার, কেউ ১৫ হাজার, আবার কেউ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত কাটমানি দিয়েছিলেন। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা আর মেলেনি। যেহেতু এতদিন ক্ষমতায় তৃণমূল ছিল এবং কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতটি তৃণমূলের দখলে, যার ফলে ভয়ে গ্রামের উপভোক্তারা মুখ খোলার সাহস পাচ্ছিল না। রাজ্যে সরকারের পালাবদল হতেই বিভিন্ন জায়গায় যেমন আন্দোলন শুরু হয়েছে।'

এদিকেই এই ঘটনাকে ঘিরে কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় এলাকার বিজেপি দলের নির্বাচিত সদস্য অসীম বারুই বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইসব সরকারি কাজের জন্য তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ নিজেদের পছন্দের সুপারভাইজার তৈরি করে এইভাবে কাটমানি তোলার কাজ এতদিন চালিয়ে এসেছে। প্রকৃত উপভোক্তারা সরকারি টাকা পায়নি। তৃণমূল পরিচালিত কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সন্দীপ ঘোষ জানিয়েছেন, সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেই সম্পর্কে কিছু জানা নেই।

যদিও ঘটনার পর থেকে মোবাইলের সুইচ অফ করে গা ঢাকা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারভাইজার প্রদীপ হালদার। যদিও এই ঘটনার পর ওই সুপারভাইজারের বাবা আদিত্য হালদার পালটা দাবি করে বলেছেন, তঁর ছেলে নির্দোষ। তাঁকে ষড়যন্ত্র করেই ফাঁসানো হচ্ছে। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ ধৃত, লাড্ডু বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ শাহানুর মণ্ডল গ্রেপ্তার হতেই লাড্ডু বিলি শুরু হল বসিরহাটে। এদিন শাহানুর মণ্ডলকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শাহানুর মণ্ডলকে বুধবার সকালে সাকচুড়া বাজার এলাকা থেকে রাজ্য পুলিশের বিশেষ টিম তাকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে টাকিতে বেআইনি ভাবে জোরপূর্বক জমি দখল করা। ভয় দেখানো-সহ একাধিক অভিযোগ করা হয়েছিল। টাকির জমিদার বাড়িগুলোর পক্ষ থেকে একাধিক অভিযোগ তার বিরুদ্ধে রয়েছে।

অন্যদিকে ২০২১ সালে বিধানসভা ভোট ২০২২ সালে পুরসভা পরবর্তী হিংসা ভয় আতঙ্ক পরিবেশ তৈরি করা নিয়ে বেশ কয়েকটা লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন সকালবেলা তাকে বাড়ি থেকে একশো মিটার দূরে টাকি রোডের ধারে সাকসূড়া বাজার এলাকার থেকে গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিশের বিশেষ টিম। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে বসিরহাট দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী শৌর্য ব্যানার্জি অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিনের ত্রাস এই শাহানুর, অবৈধ চোরাচালানকারী, পাচার, তোলাবাজ, মাফিয়া ও গুন্ডামির অভিযোগ আছে। তার গ্রেপ্তার হওয়াতে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই বলে দাবি বিজেপি প্রার্থীর।

জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যের অন্যান্যদের মতো এবার জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা চাইলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। ইমেলের মাধ্যমে পদত্যাগপত্র পাঠান তিনি।

রাজ্যের মন্ত্রী ও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে ইমেল মারফত পদত্যাগপত্র পাঠান রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। ২০২১ সালের ৯ অগস্ট থেকে টানা দু'বার পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। সম্প্রতি তৃতীয়বারের জন্যও জেলা সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেও, শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন তিনি। এই বিষয়ে দলের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাইয়া যায়নি। বর্ধমান জেলা তৃণমূলের নতুন সভাপতি কে হবেন সেটাও এখনও ঘোষণা হয়নি। মে মাসের ৪ তারিখে ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর তৃণমূলের হারের পর থেকেই একের পর এক দলীয় কর্মী দল ছেড়ে গিয়েছেন। এবার শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে বর্ধমান জেলার জেলা সভাপতিও পদ ছাড়লেন। স্বাভাবিক ভাবেই দলের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে এখন জোর জল্পনা, জেলার সভাপতিকে হবে তা নিয়ে। তবে আগামী জেলা সভাপতি কাকে ঘোষণা করা হয় এখন নেতৃত্বের দিকেই সকলে তাকিয়ে বসে।

খবর ও বিধায়কের হস্তক্ষেপে মুক্ত বৈধ বালির ট্রাক্টর, তোলাবাজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বেআইনি ভাবে পাচার করা হচ্ছে বালি, এই অভিযোগ তুলে কাঁকসার শোকনা গ্রামে প্রায় ৩০টিরও বেশি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটকে রাখে গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা অভিযোগ তোলে সমস্ত ট্রাক্টরের বোঝাই করা বালি অবৈধ। এরপরই ট্রাক্টরের মালিক ও চালকদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। বৈধ চালান থাকলেও দিতে হবে টাকা এমনই দাবি করে গ্রামের বেশ কিছু মদ্যপ যুবক। টাকা না-দেওয়ায় বেশ কয়েকজনকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার এই ঘটনার বিষয়ে কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ জানায় ট্রাক্টরের মালিকরা।

অন্যদিকে মঙ্গলবার সকাল থেকেই শোকনা গ্রামে ট্রাক্টর আটকে রেখে গ্রামের মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ ও কাঁকসার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের একাধিকারীকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর ৩০টিরও বেশি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও কেন টাকা দিতে হবে সেই দাবি নিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে কাঁকসার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় ট্রাক্টরের মালিকরা। ট্রাক্টরের মালিকরা জানান, ট্রাক্টর ছাড়ার বিষয়ে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে নানান অজুহাত দেখাতে থাকে। সেই খবর সম্প্রচার হতেই ঘটনার বিষয়ে জেনে সমস্যা মেটাতে হস্তক্ষেপ করেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণ ঘরুই। তার নির্দেশে এক প্রতিনিধি প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে সঠিক নিয়ম ও কাগজ খতিয়ে দেখে ট্রাক্টরগুলি ছাড়ার ব্যবস্থা করেন।

বুধবার কাঁকসা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে ট্রাক্টরের মালিকদের ডেকে প্রায় ২৬টি ট্রাক্টর ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি ট্রাক্টরগুলির কাগজ খতিয়ে দেখে সেগুলিও ছাড়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় দুর্গাপুর পশ্চিম বিধাসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লক্ষণ ঘরুইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাক্টরের মালিকরা। তারা জানিয়েছেন, তাদের বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও তাদের চোর অপবাদ দেওয়া হচ্ছিল। তার থেকে যেমন মুক্তি পাওয়া গিয়েছে।

অন্যদিকে আগামী দিনে তাদের ওপর হামলা হলে প্রশাসন বিষয়টি দেখবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, এলাকায় রাজু আঁকুরে নামের এক রাজনৈতিক নেতা রয়েছে সে গ্রামের কিছু মানুষকে নেশা করিয়ে তাদের গাড়িগুলি আটকে রাখে। এমনকি তাদের ওপর কোনও বড় নেতার হাত রয়েছে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়। তবে তারা কোন দলের সেটা স্পষ্ট করে কেউ কিছু জানায়নি। যার কারণে ট্রাক্টরের মালিকদের চোর অপবাদ দেওয়া হচ্ছিল। বিধায়ক ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ তারা মুক্ত হল।

তবে ট্রাক্টরের মালিকদের অভিযোগ, বালিঘাট থেকে বৈধ ভাবে বালি কিনলেও তাদের কাছে সরকারের বেঁধে দেওয়া বালির দামের থেকেও বেশি দামে বালি কিনতে হচ্ছে। প্রশাসন সেটা আগে ভালো করে দেখুক।

ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে তৃণমূল ব্লক সভাপতির ভাই ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বারাবনি বিধানসভার তৃণমূল ব্লক সভাপতি তথা বারাবনির পঞ্চায়েত সভাপতি অসিত সিংয়ের ভাই ইন্দ্রজিৎ সিং ওরফে পিন্টুকে গ্রেপ্তার করল বারাবনি থানার পুলিশ।

২০২১-এ ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস-সহ একাধিক অভিযোগ হয় বারাবনি থানায়। বুধবার বাড়াবনি থানার পুলিশ পিন্টু সিংকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেপাজত চেয়ে আসানসোল আদালতে পেশ করে। বারাবনির বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায় বলেন, শুধু ভোট পরবর্তী হিংসা নয়। কারণে অকারণে এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি, বিগত একাধিক ভোটে বুথ লুঠ, বিজেপি প্রার্থীকে হুমকি, ভয় দেখিয়ে প্রার্থী পথ প্রত্যাহার করানো ছাড়াও গোটা বারাবনি এলাকা জুড়ে সিন্ডিকেট রাজ সৃষ্টি করেছিল ইন্দ্রজিৎ।

'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মহাপ্রশিক্ষণ অভিযান' বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দলীয় ভাবধারা, নীতি ও সাংগঠনিক কাঠামোকে তৃণমূলস্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে বিজেপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান'। মঙ্গলবার দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে চার জেলার প্রায় ৩২০ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ তা, বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র-সহ চার জেলার একাধিক নেতা ও পদাধিকারী।

মোদীর সামনে যোগায় অংশগ্রহণ বিষ্ণুপুরের মেয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: প্রথম বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ ৪ জুন থেকে ৮ জুন পর্যন্ত ভারতের আমেদাবাদ 'একা এরিনা'তে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ৭০টিরও বেশি দেশের প্রায় ৫২২ জন অ্যাথলেট অংশগ্রহণ করেন। যোগাসন ভারত', 'ওয়ার্ল্ড যোগাসন' এবং ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন যৌথ ভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ট্র্যাডিশনাল যোগাসন, আর্টিস্টিক সিঙ্গেল, আর্টিস্টিক পেয়ার, আর্টিস্টিক গ্রুপ এবং রিদমিক পেয়ারের মতো ভিন্ন ভিন্ন ডিসিপ্লিনে অ্যাথলেটরা নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

আর্টিস্টিক সিঙ্গেলে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মড়ার সম্মিলনী উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সম্পূর্ণা শীল ৭৭ টি দেশকে হারিয়ে গোল্ড মেডেল যেতে এবং আর্টিস্টিক গ্রুপে সিলভার মেডেল যেতে সম্পূর্ণা শীল। তারই সাফল্যে গর্বিত তার গ্রাম মড়ার এক নম্বর ক্যাম্প-সহ মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুর এবং সমগ্র লালমাটির জেলা বাঁকুড়া।

জানা যায় সম্পূর্ণা শীল ছোট থেকেই যোগ ব্যায়াম করতে পারদর্শী। তারএই প্রতিভা নজরে আছেন তার বাবা-মায়ের। তার বাবা-মা তাকে উৎসাহিত করে এবং বিভিন্ন কোচিংয়ে ভর্তি করে। সম্প্রতি সময়ে জেলাভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতায় পার্টিসিপেট করে সম্পূর্ণা শীল। সেখানে প্রথম স্থান অধিকার করে। এরপর রাজ্য স্তরে যোগ ব্যায়ামের পার্টিসিপেট করে সেখানেও সাফল্যতা অর্জন করে এবং প্রথম স্থান অর্জন

করে। এরপরে দিল্লিতে তাকে ডাকা হয় প্রথম বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে সিলেকশনের জন্য। সেখানে জাজেদের সিলেকশন তালিকা জায়গা করে নেয় সম্পূর্ণা। অল বেঙ্গল যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এই দলের হয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সম্পূর্ণা। সেখানেই তার একের পর এক সাফল্য। আর্টিস্টিক সিঙ্গেলে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পায় সম্পূর্ণা এবং আর্টিস্টিক গ্রুপে পাঁচজন অ্যাথলেট মিলে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে রুপোর পদক জিতে নেয়।

এই জয় লাভের পর মঙ্গলবার বিকেলে বাবা-মায়ের সঙ্গে বিষ্ণুপুর স্টেশনে নামে সম্পূর্ণা। সেখানেই তার জন্য বাদ্যযন্ত্র এবং ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করছিল সম্পূর্ণার গ্রামের মানুষ-সহ এলাকার হাজার হাজার মানুষ। তাকে বরণ করে নিয়ে বাদ্যযন্ত্র সহকারে বিষ্ণুপুর স্টেশন থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার পর মিছিল করে তার গ্রামে পৌঁছয়। সেখানে তাকে নিয়ে গোটা গ্রাম পরিক্রমা করে গ্রামবাসীরা। রীতিমতো উৎসবের চেহারা তার গ্রাম জুড়ে। সম্পূর্ণার এই ঐতিহাসিক জয় খুশি তার গ্রামবাসীরা।

সম্পূর্ণার বাবা পেশায় গাড়ি চালক মা গৃহবধূ অভাবের সংসার কোনও মতে অর্থ উপার্জন করে মেয়ের এই স্বপ্ন পূরণ করে চলেছে তারা। তার এই সাফল্যের পরেই ডাক পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সামনে যোগ প্রদর্শনী করা। আগামী একুশে জুন বিশ্ব যোগা দিবসে কলকাতায় থাকছে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেই যোগ দিবস পালন করা হবে এখানেই সম্পূর্ণাকে ডাকা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সামনে যোগ প্রদর্শনী করার জন্য। সোনা এবং রুপোর পদক জেতার পরে প্রধানমন্ত্রীর সামনে তার এই প্রতিভা দেখাতে পারবে এই ভেবেই খুশি সম্পূর্ণা এবং তার পরিবারের লোকজন।

SBI | স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
আরএএসএমইসিসিসি-কাম এসএআরসি (১০২৬৪) ৪র্থ তল
মিউনিসিপ্যাল হকার্স মার্কেট, বর্ধমান (৭১৩১০১)

RASMECCC/2026 27/224 তারিখ : ০৪.০৬.২০২৬

বিক্রয় নোটিশ

(পুনঃপ্রক্রিয়াকৃত ভেহিকেল এর বিক্রয় কার্যকর করার পূর্বে ঋণগ্রহীতার প্রতি পত্র)

শ্রীমতি শেফালি ব্যানার্জি
স্বামী সীতারাম ব্যানার্জি, ভবানী ঠাকুর লেন, বি সি রোড, উত্তর ফটক (ওয়ার্ড নং ২৯) পো : রাজবাটী, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১০৪
শ্রীমতি শেফালি ব্যানার্জি
(স্বামী সীতারাম ব্যানার্জি) প্রযত্নে রবীন পাল, ঘোড়দুরচটি, গোপালনগর, পো - শ্রীপল্লি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ -৭১৩১০৩
প্রিয় মহাশয়,

বিষয় : বিক্রয় নোটিশ -লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪৩৫৫০১৪২৮৩৫

আপনার ক্যাপিটেশন লোন অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত আমাদের পূর্বের নোটিশগুলি সম্পর্কিত।
আপনার সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন নং **ডব্লুবি ৪২ বিজে ৮৫৮৬** লোন পরিমাণ অধীনে ক্রয়করা- এর পুনর্দখল নিয়েছে।
২. একাধিক সময়ে বারবার তাগাদা/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও আপনি বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাঙ্ক ভেহিকেল পুনরায় দখল নিয়েছে, লোন অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী বকেয়া উশুলের জন্য ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ভেহিকেল বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট নোটিশের ৭ দিন অতিক্রান্তে অব্যবহিতভাবে ব্যাঙ্ক সাধারণ নিলাম বা ব্যক্তিগত চুক্তি বা অন্যকোনওভাবে ব্যাঙ্কের নিকট গ্রহণযোগ্য মতে মূল্যের বিনিময়ে ভেহিকেল বিক্রি করা হবে। আপনাকে শেষবারের মতো বকেয়া এবং সুদ এবং অন্যান্য শুল্ক সহ পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ব্যর্থ হলে লোন অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া উশুলের জন্য ভেহিকেল বিক্রি করবে। কোনও কারণে ভেহিকেল বিক্রির দ্বারা ব্যাঙ্কের বকেয়া সমুদয় পরিমাণ উশুল না হয় তবে অবশিষ্ট পরিমাণ আদায়ের জন্য ব্যাঙ্ক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সংশ্লিষ্ট লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এবং আপনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণ আদায় দেওয়ার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ।
আপনার বিশ্বস্ত
স্বা/
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI | এসবিআই এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ৩য় তল, কামালগাছি মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা - ৭০০১০৩,
ইমেল : sbi 64202@sbi co in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২) নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **১৩.০৩.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী মৃন্ময় ঢোল পিতা উত্তম ঢোল** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩০,৯২,১৫৯ টাকা (তিরিশ লাখ বিরানব্বই হাজার একশ উনষাট টাকা) এবং ০৮.০৩.২০২৬ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার/প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৭ জুন ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বারুইপুর** (৬৪২০২) নিকট বকেয়া **৩০,৯২,১৫৯ টাকা (তিরিশ লাখ বিরানব্বই হাজার একশ উনষাট টাকা) এবং ০৮.০৩.২০২৬ থেকে** পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : মৃন্ময় ঢোল।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ **৪.৭৮ শতক** কমবেশি তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : মাদুরদহ, জেএল নং ৩৩, তৌজি নং ৩৯৫, পরগনা-আজিমাবাদ, আরএস খতিয়ান নং ১৯৫, এলআর খতিয়ান নং ১২৯৬, হাল এলআর খতিয়ান নং ২৪৬২, আরএস দাগ নং ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, এলআর দাগ নং ১৯৭, ১৯৮ এবং ১৯৯, থানা : বিষ্ণুপুর, মৌখালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
চৌহদ্দি : উত্তরে : অবশিষ্ট জমি শ্রী অসিত কুমার জাসুর। **দক্ষিণে :** ২ ফুট সাধারণ নিকাশি পরে আরএস দাগ নং ১৮৬। **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া কাঁচা সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** পঞ্চানন্দ শী।

তারিখ : ১৭.০৬.২০২৬ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বারুইপুর | স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Kothari Group

গিল্যান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস- সি-৪, গিল্যান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194 **ওয়েবসাইট**- www.gillandersarbuthnot.com
টেলিফোন- ০৩৩-২২৩০-২৩৩১ **ফ্যাক্স**- ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫
ই-মেইল- secretarial@gillandersarbuthnot.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি প্রথম অবহিতকরণ

ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশন জন্য বিশেষ ব্যবস্থার নোটিশ

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে ক্রয় বা বিক্রি করা ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ এর স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিলাইজেশন জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ এর মেয়াদে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট হস্তান্তর অনুরোধ সম্পাদনের জন্য বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে যেগুলি পূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিন্তু নথি/প্রক্রিয়া/বা অন্যভাবে ক্রটির কারণে বাতিল/ফেরত/ব্যবস্থিত হয়নি ।
যে সকল শেয়ারহোল্ডাগণ সংশ্লিষ্ট সুবিধা পেতে আগ্রহী তাদের আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, **contact@mdplcorporate.com**, যোগাযোগ নং ০৩৩ ২২৪৮২২৪৮, ইউনিট : জিলান্দারস ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১ বা কোম্পানি **secretarial@gillandersarbuthnot.com** এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
যে সকল শেয়ার স্থানান্তর করা হবে সেগুলি অধিগ্রহণকারীর নামে আবশ্যিকভাবে ডিমাট মোডে জমা করা হবে এবং স্থানান্তর নথিভুক্তির তারিখ থেকে তা এক বছরের মেয়াদে লক-ইন অধীন থাকবে। সংশ্লিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিজিটগুলি হস্তান্তর/লিয়েন মার্কড/প্লেজ করা যাবে না।
কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersarbuthnot.com**, সংশ্লিষ্ট বিশেষ ব্যবস্থার জন্য হালনাগাদ করা হয়েছে এবং পরবর্তী হালনাগাদ যদি কিছু থাকে, তা হালনাগাদ করা হবে।

গিল্যান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
নেহা সিং
স্থান : কলকাতা | **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ অধিকারিক**
তারিখ : ১৭ জুন ২০২৬ | **(এফসিএস ১০৫৯৬)**

IndusInd Bank | রিজিওনাল অফিস : ৩এ, আপার উড স্ট্রিট শাখা, ২য় তল সাবিত্রী টাওয়ার, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-IV A [রুল ৮ (৬) এর সংস্থান দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ (৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার স্বত্ব দখল ইন্ডাসইন্দ ব্যাংক লিমিটেডের (সুরক্ষিত পাওনাদার) অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, ২৮.০৭.২০২৬ তারিখে ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেমন অবস্থায় আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যার জন্য টাকা আদায় করা হবে ৩১-০৫-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১,৫৮,৮০,৭৫২.৮২ টাকা (এক কোটি আটান্ন লাখ আশি হাজার সাতশ বাহান্ন টাকা এবং বিরাশি পয়সা) এবং অনুমোদন পত্র অনুসারে প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ ০১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতা - **মেসার্স সানদীপ উদ্যোগ অ্যান্ড এজেন্সিস (ঋণগ্রহীতা), শ্রীমতী জ্ঞানী দেবী মিত্তাল (স্বত্বাধিকারী/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) শ্রী সুনীল কুমার মিত্তাল (জামিনদাতা) এবং শ্রী দীপক কুমার মিত্তাল (জামিনদাতা)** এর কাছ থেকে ইন্ডাসইন্দ ব্যাংক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর কাছ থেকে আদায় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্পত্তির পরিদর্শন নীচে উল্লিখিত বিবরণ অনুসারে ০৮.০৭.২০২৬ তারিখে পাওয়া যাবে।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এফ এবং এইচ পরিমাপ আনুমানিক ১৪০০ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া) ৩য়তলে, ভবনের নির্মিত প্লট জমির পরিমাপ আনুমানিক ১৩ কাঠা অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮৯, সালকিয়া স্কুল রোড (দলিল অনুযায়ী) থানা : গোলাবাড়ি, জেলা : হাওড়া, হাওড়া পৌর নিগম এর অধীন। *** সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ নির্দিষ্টভাবে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৩৪৯২/ তারিখ ২১.১১.১৯৮৮ অবস্থিত সম্পত্তি শ্রীমতি জ্ঞানী দেবী মিত্তাল এর নামে।	নেই/ ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়	৭৭,০০,০০০ টাকা (সাতাত্তর লাখ টাকা)	৭,৭০,০০০ টাকা (সাত লাখ সত্তর হাজার টাকা)

নিলামের তারিখ এবং সময়	২৮.০৭.২০২৬ (সকাল ১১.৩০ থেকে দুপুর ১২.৩০ পর্যন্ত)
অনলাইন নিলাম ওয়েবসাইট	https://www.bankeauctions.com
অনলাইনে টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ	২৭.০৭.২০২৬ (বিকেল ৫ টা পর্যন্ত)
ন্যূনতম ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	৫০,০০০ টাকা।
আগ্রহী ক্রেতাগণ সম্পত্তির পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	০৮.০৭.২০২৬ (সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত)
অনুমোদিত অফিসারের যোগাযোগ বিস্তারিত	মোবাইল নং : ৯৮৭৪৪৩৮৭৮৫ ইমেল : rohit.swaroop@indusind.com

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.indusind.com অথবা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট https://www.bankeauctions.com-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

সারফেইসি আইনের বিধান/নিয়মের অধীনে বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতারা এটিকে ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাদের এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত দায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং সুরক্ষিত সম্পদের উপর বন্ধক পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা শেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদ উপরে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুসারে বিক্রি করা হবে।

তারিখ : ১৮-০৬-২০২৬ | **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : হাওড়া | **ইন্ডাসইন্দ ব্যাংক লি.**

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস : ৩এ, আপার উড স্ট্রিট শাখা, ২য় তল
সাবিত্রী টাওয়ার, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-IV A [রুল ৮ (৬) এর সংস্থান দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ (৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার স্বত্ব দখল ইন্ডাসইন্দ ব্যাংক লিমিটেডের (সুরক্ষিত পাওনাদার) অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, ২৮.০৭.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যার জন্য টাকা আদায় করা হবে ৩১-০৫-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৮১,১৪,৩৫০.০০ টাকা (একাশি লাখ চোদ্দ হাজার তিনশ পঞ্চাশ টাকা) এবং অনুমোদন পত্র অনুসারে প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ ০১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতা - **মেসার্স শাউ ট্রেডিং (ঋণগ্রহীতা), শ্রী নীরজ শাউ (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) শ্রী সুদর্শন শাউ (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী মঞ্জু দেবী (শ্রীমতী মঞ্জু দেবী শাউ নামেও পরিচিত)** এর কাছ থেকে ইন্ডাসইন্দ ব্যাংক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার) আদায় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্পত্তির পরিদর্শন নীচে উল্লিখিত বিবরণ অনুসারে ১০.০৭.২০২৬ তারিখে পাওয়া যাবে।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২এ, পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ১১৭০ বর্গফুট ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ৩য়তলে, ভবনের, ৩ বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস, দুই বাথ রুম, এক কিচেন, এক ব্যালকনি, ফিক্সচার এবং সমুদয় ফিটিংস সহ অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং স্বার্থ ভবনের সকল সুবিধা, অধিকার, স্বত্ব, পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার, হাওড়া পৌর নিগমের হোল্ডিং নং ৩৪-৩৫-৩৬, কলুপাড়া লেন, সালকিয়া, থানা : মালিপাঁচঘড়া, জেলা : হাওড়া,পিন কোড নং : ৭১১১০৬ , আরএস দাগ নং ৬৯৭ এবং ৬৯৮, খতিয়ান নং ৪১৬, জেএল নং ১, মৌজা : মালিপাঁচঘড়া, ওয়ার্ড নং ৪ হাওড়া পৌর নিগম এর অধীন। *** সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ নির্দিষ্টভাবে রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ০০১১০/২০১১ সালের তারিখ ০৬.০১.২০১১ অবস্থিত সম্পত্তি শ্রী মহেন্দ্র শাউ, এর নামে, প্রয়াত হন ১৬.১২.২০১৬ তারিখে, শ্রীমতি মঞ্জু দেবী (শ্রীমতি মঞ্জু দেবী শাউ নামে), শ্রী নীরজ শাউ, শ্রী সুদর্শন শাউ আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে যান,সকলেই আইনি উত্তরাধিকারী আইনে উক্ত সম্পত্তির যৌথ মালিক হিসেবে গণ্য।	নেই/ ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়	৪৬,৮০,০০০ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ আশি হাজার টাকা)	৪,৬৮,০০০ টাকা (চার লাখ আটষট্টি হাজার টাকা)

নিলামের তারিখ এবং সময়	২৮.০৭.২০২৬ (দুপুর ৩.৩০টা থেকে বিকেল ৪.৩০টা পর্যন্ত)
অনলাইন নিলাম ওয়েবসাইট	https://www.bankeauctions.com
অনলাইনে টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ	২৭.০৭.২০২৬ (বিকেল ৫ টা পর্যন্ত)
ন্যূনতম ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	৫০,০০০ টাকা।
আগ্রহী ক্রেতাগণ সম্পত্তির পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	১০.০৭.২০২৬ (সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত)
অনুমোদিত অফিসারের যোগাযোগ বিস্তারিত	মোবাইল নং : ৯৮৭৪৪৩৮৭৮৫ ইমেল : rohit.swaroop@indusind.com

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.indusind.com অথবা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট https://www.bankeauctions.com-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

সারফেইসি আইনের বিধান/নিয়মের অধীনে বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতারা এটিকে ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাদের এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত দায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং সুরক্ষিত সম্পদের উপর বন্ধক পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা শেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদ উপরে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুসারে বিক্রি করা হবে।

তারিখ : ১৮-০৬-২০২৬
স্থান : হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্দ ব্যাংক লি.

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস : ৩এ, আপার উড স্ট্রিট শাখা, ২য় তল
সাবিত্রী টাওয়ার, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-IV A [রুল ৮ (৬) এর সংস্থান দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ (৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার স্বত্ব দখল ইন্ডাসইন্দ ব্যাংক লিমিটেডের (সুরক্ষিত পাওনাদার) অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, ২৮.০৭.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যার জন্য টাকা আদায় করা হবে ৩১-০৫-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২,৮৫,৭৮,৫৬২.৯৫ টাকা (দুই কোটি পঁচাশি লাখ আটাত্তর হাজার পাঁচশ বাষট্টি টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা) এবং অনুমোদন পত্র অনুসারে প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ ০১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতা - **মেসার্স শিবা সঞ্চার (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা), শ্রী মণীশ ধানুকা (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী উমা ধানুকা (ডিরেক্টর/জামিনদাতা)** এর কাছ থেকে ইন্ডাসইন্দ ব্যাংক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার) আদায় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্পত্তির পরিদর্শন নীচে উল্লিখিত বিবরণ অনুসারে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখে পাওয়া যাবে।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১/৩ পরিমাপ আনুমানিক ৭০২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ২য়তলে, চার তলা ভবনের নির্মিত প্লট জমির পরিমাপ আনুমানিক ০৪ কাঠা ০৮ ছটাক ৫৪ বর্গফুট অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ১১এ, বন বিহারী বোস রোড, থানা : হাওড়া , জেলা : হাওড়া, হাওড়া পৌর নিগম এর ওয়ার্ড নং ৩১ অধীন, পিন - ৭১১১০১। *** সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ নির্দিষ্টভাবে রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল তারিখ ২৭.০৯.২০১৪, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর হাওড়া, দলিল নং ০২৪২৯-২০১৫ সালের অবস্থিত সম্পত্তি মনীশ ধানুকা এবং মদনলাল ধানুকা এর নামে। পরবর্তীতে মনীশ ধানুকা উক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হন রেজিস্টার্ড দান দলিল তারিখ ১৮.০৯.২০১৯ রেজিস্ট্রিকৃতঅফিস এডিএসআর হাওড়া, দলিল নং ০৫০২০৭৫৯৬-২০১৯ সালের।	নেই/ ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়	২৮,৭৮,০০০ টাকা (আঠাশ লাখ আটাত্তর হাজার টাকা)	২,৮৭,৮০০ টাকা (দুই লাখ সাতাশি হাজার আটশ টাকা)

নিলামের তারিখ এবং সময়	২৮.০৭.২০২৬ (দুপুর ১.৩০টা থেকে দুপুর ২.৩০টা পর্যন্ত)
অনলাইন নিলাম ওয়েবসাইট	https://www.bankeauctions.com
অনলাইনে টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ	২৭.০৭.২০২৬ (বিকেল ৫ টা পর্যন্ত)
ন্যূনতম ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	৫০,০০০ টাকা।
আগ্রহী ক্রেতাগণ সম্পত্তির পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	০৯.০৭.২০২৬ (সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত)
অনুমোদিত অফিসারের যোগাযোগ বিস্তারিত	মোবাইল নং : ৯৮৭৪৪৩৮৭৮৫ ইমেল : rohit.swaroop@indusind.com

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.indusind.com অথবা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট https://www.bankeauctions.com-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

সারফেইসি আইনের বিধান/নিয়মের অধীনে বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতারা এটিকে ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাদের এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত দায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং সুরক্ষিত সম্পদের উপর বন্ধক পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা শেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদ উপরে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুসারে বিক্রি করা হবে।

তারিখ : ১৮-০৬-২০২৬
স্থান : হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্দ ব্যাংক লি.

কেনরা বৈঁক Canara Bank

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ই-মেইল: cb2364@canarabank.com

ই-নিলাম তারিখ ০৪.০৭.২০২৬

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধানের অধীনে দখল নেওয়া নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:

নিম্নোক্ত নিয়ম ও শর্তাবলীতে উল্লিখিত সিকিওরড অ্যাসেট বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (বকেয়া সুদ সহ) খ) ১৩(২) ধারায় ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) ১৩(৪) ধারায় দখল নোটিশের তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, শাখা এবং রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর,, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬ **খ) মেসার্স আলি এন্টারপ্রাইজ** গ্রাম-সীকরা, পোঃ-হিসাবি, থানা-আমডাঙা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ২২১। **সেখ জিন্নাত আলি (মেসার্স আলি এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী)** পিতা- মোঃ আমজেদ আলি গ্রাম-সীকরা, পোঃ-হিসাবি, থানা-আমডাঙা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩২২১ **শ্রীমতী মঞ্জুরা বিবি (মেসার্স আলি এন্টারপ্রাইজের গ্যারান্টার)** গ্রাম-সীকরা, পোঃ-হিসাবি, থানা-আমডাঙা জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ২২১	**ক) ১,০৩,৫০,৩১২.৫০ টাকা** (এক কোটি তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিনশো বারো টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৫.১১.২০১৯** **গ) ২৮.০৯.২০২০**	হোল্ডিং নং ১২২১, মৌজা-সীকিরা, জে.এল. নং ২৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১২১১/১, ১৩২৫/১, হাল এল.আর. খতিয়ান নং ১৪৬৪, ১৪৮৬, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১২৯৪, পোঃ-হিসাবি, থানা-আমডাঙা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩ ২২১-এ অবস্থিত ২৮.৩০ ডেসিমেল পরিমাণ জমি ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে- জরিনা বিবির সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে- নৈহাটি-হাবরা রোড দ্বারা, পূর্বে- আইনুল হাজরার সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে- খাল দ্বারা। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)**	**ক) ২৯,০০,০০০.০০ টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ২,৯০,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ২,৯০,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
২.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর,, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) মেসার্স রাধারানী ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান)** গ্রাম ও পোঃ-ডুলিয়া, থানা-সাঁকরাইল, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১ ৩০২ **শ্রী বাপ্পাদিত্য আইচ (স্বত্বাধিকারী/প্রয়াত মনসা রাম আইচের আইনগত উত্তরাধিকারী),** পিতা- প্রয়াত মনসা রাম আইচ **শ্রীমতী রাধা রানী আইচ (গ্যারান্টার/প্রয়াত মনসা রাম আইচের আইনগত উত্তরাধিকারী),** স্বামী- প্রয়াত মনসা রাম আইচ **শ্রী বিক্রমাদিত্য আইচ (গ্যারান্টার/প্রয়াত মনসা রাম আইচের আইনগত উত্তরাধিকারী),** পিতা- প্রয়াত মনসা রাম আইচ **শ্রীমতী করুণাময়ী আইচ (ধারা) (প্রয়াত মনসা রাম আইচের আইনগত উত্তরাধিকারী),** কন্যা- প্রয়াত মনসা রাম আইচ **সকলের ঠিকানা-** গ্রাম ও পোঃ-ডুলিয়া, থানা-সাঁকরাইল, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১ ৩০২	**ক) ৩৭,৩১,১৪৭.১০ টাকা** (সাঁইত্রিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার একশো সাতচল্লিশ টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৮.০৮.২০২৫** **গ) ২৭.১১.২০২৫**	ডুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গ্রাম ও মৌজা-ডুলিয়া, জে.এল. নং ৩৫, খতিয়ান নং ১৪২৫, দাগ নং ১০১৫, পোঃ-ডুলিয়া, থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া, পিন ৭১১৩০২ -এ অবস্থিত **মনসা রাম আইচের মালিকানাধীন** জমি ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **চৌহদ্দি:-** উত্তরে-কাঁচা ড্রেন, দক্ষিণে- ৪ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা, পূর্বে- কানাই মল্লিকের বাড়ি, পশ্চিমে- গোপাল দত্তের জমি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)**	**ক) ২৫,৯০,০০০.০০ টাকা** (পঁচিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৫৯,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ উনষাট হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ২,৫৯,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
৩.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) জনাব হাসমত আলি সেখ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা- শ্রী হোসেইন সেখ গ্রাম-দুলালপুর হামিরপুর, পাত্রসায়র, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২ ২০৬। **জনাব সেখ সিরাজুল (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা),** পিতা- শ্রী হোসেইন সেখ গ্রাম-দুলালপুর হামিরপুর, পাত্রসায়র, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২ ২০৬।	**ক) ৩৭,৪৫,৭৮৪.৯১ টাকা** (সাঁইত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশো চুরাশি টাকা এবং একানব্বই পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৩.০৪.২০২৫** **গ) ২৮.০৭.২০২৫**	হামিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এ.ডি.এস.আর.ও. সোনামুখী, মৌজা-দুলালপুর, জে.এল. নং ১২, আর.এস. খতিয়ান নং ২৬৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৬৯ ও ৬৭১, প্লট নং ৪৯৩, পোঃ-হামিরপুর, থানা-পাত্রসায়র, জেলা-বর্ধমান, পিন-৭২২ ২০৬ -এ **হাসমত আলি সেখ (ওরফে আজিজুল সেখ) এবং সেখ সিরাজুল (ওরফে সিরাজুল সেখ) -এর নামে অবস্থিত** ০.৫০ একর এলাকা বিশিষ্ট একতলা বাণিজ্যিক ভবন সহ জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **চৌহদ্দি:-** উত্তরে-আব্দুল হাকিম মিদ্যার প্লট যা বর্তমানে কেবলু মিদ্যার প্লট নং ৫৪২, দক্ষিণে-বাঁকুড়া থেকে বর্ধমানগামী পাকা রাস্তা, পূর্বে-মিহিলাল মিদ্যার জমির বাকি অংশ যা বর্তমানে সাবেদ মিদ্যার প্লট নং ৪৯৩, পশ্চিমে-রেজাক সেখ-এর জমির বাকি অংশ যা প্লট নং ৪৯৩। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)**	**ক) ২৯,৫০,০০০.০০ টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৯৫,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ২,৯৫,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
৪.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর,, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) মেসার্স কিরণ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- শ্রী কাজরুল হাসান,** পতা- শ্রী আজকারুল হক খাসপাড়া, মৌজা-নলহাটি, কলেজ মোড়, জেলা-বীরভূম। **শ্রীমতী মাহিলা খাতুন (বন্ধকদাতা/গ্যারান্টার)** স্বামী-জনাব আজকারুল হক খাসপাড়া, মৌজা-নলহাটি, কলেজ মোড়, জেলা-বীরভূম।	**ক) ৬২,০০,৬১৩.৭৬ টাকা** (বাষট্টি লক্ষ ছয়শো তেরো টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৫.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১১.০২.২০২০** **গ) ২১.০৯.২০২০**	মৌজা-কানপুর, জে.এল. নং ৫২, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৩৬৮, এল.আর. প্লট নং ৬২২, জমির পরিমাণ-০.০৬ একর, প্রকৃতি-বাস্তু, থানা-নলহাটি, জেলা-বীরভূম-এ অবস্থিত জমি ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **চৌহদ্দি:-** উত্তরে- বাড়ি, দক্ষিণে- রাস্তা, পূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে- বাড়ি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)**	**ক) ৪৪,৭০,০০০.০০ টাকা** (চুয়াল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৪,৪৭,০০০.০০ টাকা** (চার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ৪,৪৭,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
৫.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) জনাব জাহাঙ্গীর আলি খান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শ্রী ফান্টু আলি খান সি-১৬, মানিকপুর সপুইপাড়া, পোঃ-ইটালগাছা, থানা-দমদম, কলকাতা-৭০০ ০৭৯। **এছাড়া-** ৩৭, সপুইপাড়া লেন, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ০৭৯।	**ক) ৩১,৫৯,৫৬৫.৬৪ টাকা** (একত্রিশ লক্ষ উনষাট হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ২৩.০৭.২০২৪** **গ) ১৯.১০.২০২৪**	উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বিতীয় ফ্লোরে ৩৮ নম্বর একটি ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১০১ বর্গফুট কম বা বেশি, যার মধ্যে তিনটি শোবার ঘর, একটি ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি রয়েছে, যা "অর্চনা অ্যাপার্টমেন্ট" নামে পরিচিত, টাইলস ফ্লোরিং এবং লিফট সুবিধা সহ, একত্রে ৩ কাঠা ৩৭ বর্গফুট কম বা বেশি অবিভক্ত আনুপাতিক অবিচ্ছেদ্য জমির অংশ সহ, যা প্লট নং ৩, মৌজা-সুলতানপুর, জে.এল. নং ১০, আর.এস. নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭৩, সি.এস./আর.এস. দাগ নং ৫৯০, সংশোধিত খতিয়ান নং ১৪৮১, সি.এস. খতিয়ান নং ৮৪৭, আর.এস. খতিয়ান নং ১৯৯৩ এর অন্তর্ভুক্ত, হোল্ডিং নং ৭১, ঠাকুর পাড়া রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭৯, দমদম মিউনিসিপ্যালিটির ২ নম্বর ওয়ার্ড, থানা-দমদমের এক্তিয়ারভুক্ত, এ.ডি.এস.আর.-কাশীপুর দমদমের অধীনে, বর্তমানে জেলা-উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে-১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে-সি.এস. দাগ নং ৫০০ দ্বারা, পূর্বে-প্লট নং ৪ দ্বারা, পশ্চিমে-প্লট নং ২ দ্বারা। **(সম্পত্তিটি গঠনমূলক দখল অধীন)**	**ক) ২০,৬০,০০০.০০ টাকা** (কুড়ি লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,০৬,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ ছয় হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ২,০৬,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
৬.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬ **খ) শ্রী স্বপন কুমার মাইতি (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শ্রী দুর্গা প্রসাদ মাইতি গ্রাম/পোঃ-লক্ষ্যা, থানা-মহিষাদল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৬২৮ **শ্রীমতী বেলা মাইতি (গ্যারান্টার)** স্বামী- শ্রী স্বপন কুমার মাইতি গ্রাম/পোঃ-লক্ষ্যা, থানা-মহিষাদল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৬২৮	**ক) ১,০৬,৩৬,৪৬৩.১৩ টাকা** (এক কোটি ছয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার চারশো তেষট্টি টাকা এবং তেরো পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৪.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৪.১২.২০১৯** **গ) ০৯.০৯.২০২০**	মৌজা-লক্ষ্যা, তৌজি নং ১৬৫০, থানা নং ১৬১, সার্ভে নং ১৪৬৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩৪৩, দাগ নং ৬২৯, থানা- মহিষাদল -এ অবস্থিত একতলা আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবন সহ ১৩.২৫ ডেসিমেল পরিমাণ জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, **স্বপন কুমার মাইতির নামে।** মৌজা-লক্ষ্যা, তৌজি নং ১৮৫০, থানা-১৬১, সার্ভে নং ১৪৬৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৬৫/১, দাগ নং ৩৬৭৬, থানা-মহিষাদল-এ অবস্থিত টালি শেড আবাসিক ভবন সহ ১৫ ডেসিমেল পরিমাণ বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, **স্বপন কুমার মাইতি এবং বেলা মাইতির নামে।** মৌজা-লক্ষ্যা, তৌজি নং ১৮৫০, থানা নং ১৬১, সার্ভে নং ১৪৬৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৬৫/১, দাগ নং ৩৬৭২, থানা-মহিষাদল-এ অবস্থিত একতলা আবাসিক ভবন সহ ৩ ডেসিমেল পরিমাণ বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, স্বপন কুমার মাইতির নামে। লক্ষ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে মৌজা-লক্ষ্যা, তৌজি নং ১৮৫০, থানা নং ১৫২, আর.এস. নং ১৪৬৫, এল.এ. খতিয়ান নং ২৯৫৫, ২৯৪, দাগ নং ৩৬৭৭, ২৫৯, থানা-মহিষাদল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর-এ অবস্থিত ১৪ ডেসিমেল পরিমাণ জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, **স্বপন কুমার মাইতির নামে।** তৌজি নং ১৮৫০, মৌজা-লক্ষ্যা, জে.এল. নং ১৬১, আর.এস. নং ১৪০, খতিয়ান নং ৮২/১/২, ৮২/১/৭৮, ৮২/১/১৫, ৮২/১/১৫, ৮২/১/৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৪, দাগ নং ৩৬৬৪, ৩৬৬৫/৫০৭২, থানা-মহিষাদল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর-এ অবস্থিত ১৩ ডেসিমেল পরিমাণ পুকুর জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, **স্বপন কুমার মাইতির নামে।** **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)**	**ক) ৩২,১০,০০০.০০ টাকা** (বত্রিশ লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,২১,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ একুশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ৩,২১,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
৭.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬ **খ) শ্রী রবি কুমার তাঁতি** ৫/১ বিএল নং ০৩, কাচারি রোড, ভাটপাড়া (মিউ), জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ০২৭। **এছাড়া-** ফ্ল্যাট নং ১/১ই, ১ম ফ্লোর, মাউন্ট হিল এসেন্স, রাজারহাট বিষ্ণুপুর, কালাবেড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ১৩৫	**ক) ৫৪,১০,২৭৩.০২ টাকা** (চুয়ান্ন লক্ষ দশ হাজার দুইশো চুয়াত্তর টাকা এবং দুই পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৩.০৯.২০২২** **গ) ২০.০২.২০২৩**	ব্লক ১-এর প্রথম ফ্লোরে ১/১ই নম্বরের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৯৬ বর্গফুট কম বা বেশি, সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে খোলা জায়গায় একটি মাঝারি সাইজের গাড়ি পার্কিং, এবং 'মাউন্টহিল এসেন্স" নামক বহুতল ভবনের আনুপাতিক অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা প্রায় ২৫৯ ডেসিমেল বা ১৫৬ কাঠা ১১ ছটাক ৫ বর্গফুট (কম বা বেশি) জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর উপর অবস্থিত, মৌজা-কালাবেড়িয়া, জে.এল. নং ৩০, তৌজি নং ১০, আর.এস./এল.আর. দাগ নং ৩১৭, ৩৮৬ থেকে ৩৯১ এর অন্তর্ভুক্ত এবং বিভিন্ন আর.এস. খতিয়ান নং ৫৭৭, ৫৭৮, ১০৩৪, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা-রাজারহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:-** উত্তরে-দাগ নং ৩৯১ ও ৩১৫ দ্বারা; দক্ষিণে-আর.এস. দাগ নং ৩১৬ ও ৩১৮ দ্বারা; পূর্বে-আর.এস. দাগ নং ৩৮৯, ৩২৮ ও ৩৭৯ দ্বারা; পশ্চিমে-পঞ্চায়েত রাস্তা (১৬ ফুট) দ্বারা। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)**	**ক) ২৬,৬০,০০০.০০ টাকা** (ছাবিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৬৬,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ২,৬৬,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
৮.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬ **খ) দীনেশ প্রসাদ (লালন প্রসাদের আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা- হরিনারায়ণ প্রসাদ ৭২/১ এএআই পিপি স্টাফ কোয়ার্টার, মানিকফ্লোর রোড, ২১, নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ১৩৫। **এছাড়া-** কোয়ার্টার নং ৩৩৮, নৈহাটি জুট মিল, কোয়ার্টার পাক্কা লাইন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ১৩৫	**ক) ৬২,৬৭,৭৪৭.৫৮ টাকা** (বাষট্টি লক্ষ সাতষট্টি হাজার সাতশো সাতচল্লিশ টাকা এবং আটান্ন পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ২৯.০৪.২০২২** **গ) ১২.১২.২০২৪**	ব্লক ১-এর তৃতীয় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ১/৩ডি-এর একটি নতুন এবং রেডি-বিল্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৯৯৬ বর্গফুট, সাথে 'মাউন্টহিল এসেন্স' নামক কমপ্লেক্সে গ্রাউন্ড ফ্লোরে খোলা জায়গায় একটি মাঝারি সাইজের কার পার্কিং স্পেস এবং ভবনের নিচে ২৫৯ ডেসিমেল বা ১৫৬ কাঠা ১১ ছটাক এবং ৫ বর্গফুট জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, যা এল.আর./আর.এস. দাগ নং ৩১৭, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০ এবং ৩৯১ এর অন্তর্ভুক্ত, বিভিন্ন আর.এস. খতিয়ান নং ৫৭৭, ৫৭৮, ১০৩৪-এ রেকর্ডকৃত, মৌজা-কালাবেড়িয়া, জে.এল. নং ৩০, তৌজি নং ১০, থানা-রাজারহাট, এ.ডি.এস.আর.-বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি)-এর এক্তিয়ারভুক্ত, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:-** উত্তরে-দাগ নং ৩৯১ ও ৩১৫ দ্বারা; পূর্বে-আর.এস. দাগ নং ৩১৬ ও ৩১৮ দ্বারা; দক্ষিণে-আর.এস. দাগ নং ৩৮৯, ৩২৮ ও ৩৭৯ দ্বারা; পশ্চিমে-পঞ্চায়েত রাস্তা (২০ ফুট) দ্বারা। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)**	**ক) ২৬,৬০,০০০.০০ টাকা** (ছাবিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৬৬,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ২,৬৬,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
৯.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) শ্রী প্রসেনজিৎ সিদ্ধান্ত ওরফে প্রসেনজিৎ উমাপদ সিদ্ধান্ত (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রয়াত উমাপদ সিদ্ধান্ত ১২২ নম্বর প্রেমিসেসের ৩য় ফ্লোর, ওয়ার্ড নং ১১০, পোঃ-গড়িয়া, থানা-যাদবপুর, কলকাতা-৭০০ ০৮৪। **গ্যারান্টার- ১. শ্রী শ্যাম সুন্দর সিং** পিতা- প্রয়াত যদু নন্দন সিং ১৭৩, সাউথ এন্ড গার্ডেন, গড়িয়া, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ০৮৪। **২. শ্রীমতী অনিতা মুখার্জি,** প্রযত্নে- শ্রী বিষ্ণু মুখার্জি ফ্ল্যাট নং এফ৩, ১ম ফ্লোর, স্পন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, উত্তর ফুলবাগান, বাঘাযতীন, কলকাতা-৭০০ ০৮৬	**ক) ১,০১,৭৬,৫৮৭.৯৮ টাকা** (এক কোটি এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো সাতাশি টাকা এবং আটানব্বই পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ২৫.০৭.২০২২** **গ) ১৯.১১.২০২২**	কেএমসি -এর ১১০ নম্বর ওয়ার্ড, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০ ০৮৪, প্রাঙ্গণ নং ১৭৬ কানুনগো পার্ক, পোঃ-গড়িয়া, থানা-পাটুলি-তে অবস্থিত ৩য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৩এ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ১৫৮৪ বর্গফুট, ৩টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং কাম কিচেন, ২টি বাথ ও প্রিভি, ৩টি ব্যালকনি সহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, একত্রে ২ কাঠা ১৬ ছটাক ৩৮ বর্গফুট পরিমাপের অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য জমির অংশ সহ, মৌজা-বৈষ্ণবঘাটা, জে.এল. নং ২৮, আর.এস. নং ৩৮, তৌজি নং ৫৬, দাগ নং ৫৭৭, খতিয়ান নং ৭৪ এর অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **এলাকার চৌহদ্দি:-** উত্তরে- কানুনগো পার্ক রোড, দক্ষিণে- ডি. এন. বিশ্বাস-এর বাড়ি, পূর্বে- এ. এন. গাঙ্গুলি-এর বাড়ি, পশ্চিমে-খালি জমি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)**	**ক) ৫৪,৪০,০০০.০০ টাকা** (চুয়ান্ন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৫,৪৪,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ৫,৪৪,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
১০.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬ **খ) শ্রী সাগর বণিক (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শ্রী বীরেন বণিক নাউগাছি নেতাজী পল্লী, শ্যামনগর, কাউগাছি, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ১২৭	**ক) ৪৫,৩৬,৯৬৫.৭৬ টাকা** (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার নয়শো পঁয়ষট্টি টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৫.০৮.২০২৪** **গ) ০২.০৮.২০২৫**	রিভার কুইন নামক জি ৫ বহুতল ভবন/প্রকল্পের ৩য় ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব মুখী মার্বেল মেঝের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩এ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৯১০ বর্গফুট, যার মধ্যে দুটি বেডরুম, দুটি টয়লেট, একটি কিচেন, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রয়েছে, একত্রে ৭ কাঠা ১৫ ছটাক ১০ বর্গফুট (কম বা বেশি) অবিভক্ত, অচিহ্নিত জমির অংশ সহ, মৌজা-গড় শ্যামনগর জে.এল. নং ১৯, তৌজি নং ৩৯, সি.এস. ও আর.এস. খতিয়ান নং ৮০, এল.আর. দাগ নং ১২৪১৩ এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭৭২ এর সাথে সম্পর্কিত, থানা-জগদ্দলের অধীনে, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার-নৈহাটির এক্তিয়ারভুক্ত, গারুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৭৩ নিমতলা ঘাট রোড, ওয়ার্ড নং ১৮ (পুরানো), ০৪ (নতুন), জেলা-উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:-** উত্তরে- নিমতলা ঘাট রোড, দক্ষিণে- রেলওয়ে জমি, পূর্বে- সাধারণ জমি, পশ্চিমে- হুগলি নদী। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)**	**ক) ২৪,৫০,০০০.০০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৪৫,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ২,৪৫,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
১১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) মেসার্স রিলায়েবল অজিত পলি ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড** কাজীপাড়া মেন রোড বনমালিপুর (পূর্ব), পোঃ ও থানা-বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১২৪ **অমিত কুমার মিত্র** পিতা- শ্রী স্বপন মিত্র গ্রাম-বনমালিপুর (পূর্ব), পোঃ ও থানা-বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১২৪ **শ্রীমতী ডালিয়া মিত্র** স্বামী- অমিত কুমার মিত্র গ্রাম-বনমালিপুর (পূর্ব), পোঃ ও থানা-বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১২৪	**ক) ১,১৯,৪০,৭৭৭.২৭ টাকা** (এক কোটি উনিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশো সাতাত্তর টাকা এবং সাতাশ পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৬.২০২৬ থেকে আরও সুদ। **খ) ১৪.১১.২০১৭** **গ) ২১.০৮.২০১৮**	**সম্পত্তি - ১:** নন্দগড় শপিং অ্যান্ড হাউজিং কমপ্লেক্সের ১ম ফ্লোরে দোকান ঘর নং এস-১৯ (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৭৬.৪ বর্গফুট), ১এ, কাজীপাড়া মেন রোড, পোঃ/থানা-বারাসাত, কলকাতা - ৭০০ ১২৪, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। মৌজা-উত্তরহাট, জে.এল. নং ৭৮, সি.এস. দাগ নং ৩, আর.এস. দাগ নং ৩ ও ৩/৯১৪, এল.আর. দাগ নং ৮ যা সি.এস. ও আর.এস. খতিয়ান নং ৫১০ এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর. দাগ নং ২২৮৭/১। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:-** উত্তরে- দোকান ঘর নং এস-৯ ও ভেন্ট, দক্ষিণে- মার্কেট রোড, পূর্বে- দোকান ঘর নং এস-১৮, পশ্চিমে- দোকান ঘর নং এস-২০। **সম্পত্তি - ২:** নন্দগড় শপিং অ্যান্ড হাউজিং কমপ্লেক্সের ১ম ফ্লোরে অফিস রুম নং ২ (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩৩৫ বর্গফুট), ১/এ, কাজীপাড়া মেন রোড, পোঃ/থানা-বারাসাত, কলকাতা - ৭০০ ১২৪, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-উত্তরহাট, জে.এল. নং ৭৮, সি.এস. দাগ নং ৩, আর.এস. দাগ নং ৩ ও ৩/৯১৪, এল.আর. দাগ নং ৮ যা সি.এস. ও আর.এস. খতিয়ান নং ৫১০ এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর. দাগ নং ২২৮৭/১। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:-** উত্তরে- অন্যের অফিস ও খোলা আকাশ, দক্ষিণে- প্যাসেজ, পূর্বে- অন্যের অফিস, পশ্চিমে-লিফট ও সিঁড়ি। **(সম্পত্তিগুলি বাস্তবিক দখল অধীন)**	**ক) (I) ৬,২৫,০০০.০০ টাকা** (ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **(II) ১৪,২০,০০০.০০ টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **খ) (I) ৬২,৫০০.০০ টাকা** (বাষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) **(II) ১,৪২,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর সম্পত্তি I. ৬২,৫০০.০০ টাকা সম্পত্তি II. ১,৪২,০০০.০০ টাকা** BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ০৪.০৭.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১.৩০ টা পর্যন্ত, ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ০৩.০৭.২০২৬ বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

১. সম্পত্তিগুলি "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**যাই থাক না কেন**" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পত্তিটি রিজার্ভ প্রাইসের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক দরদাতার ক্ষেত্রে, দরদাতা/ক্রেতাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি সহ বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে "**অনলাইন ইলেকট্রনিক মোডে**" হবে।
৫. রিজার্ভ প্রাইসের ১০ ইএমডি পরিমাণ **M/s PSB Alliance Private Limited [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)]** এর ই-ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। চালান তৈরি করে **০৩.০৭.২০২৬ বিকেল ৫.০০ টার আগে** RTGS/NEFT এর মাধ্যমে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডারের যোগাযোগের বিবরণ: **M/s. PSB Alliance Pvt Ltd [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)], ফোন নং ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪০ ১০১৭২ / ৮২৯১২ ২০২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮ / ৮১৬০২ ০৫০৫১, ইমেইল: support.BAANKNET@psballiance.com**
৭. ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সাথে পরামর্শের পর **১৫.০৬.২০২৬ থেকে ২৫.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে** সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল সর্বোচ্চ দরদাতাকে সফল ঘোষণার পরপরই (ইতিমধ্যেই দেওয়া ইএমডি সহ) বিক্রয় মূল্যের ২৫ জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বাকি ৭৫ জমা দিতে হবে। যদি সফল দরদাতা/ক্রেতা উল্লিখিত বিক্রয় মূল্য প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তবে তার জমা দেওয়া ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জের সমস্ত খরচ, কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া/ট্যাক্স/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ সরকারি বকেয়া ইত্যাদি সফল দরদাতা/ক্রেতা বহন করবেন।
১০. এটি ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের প্রতি একটি সাধারণ নোটিশ যে, তাদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা হলে উপরিউক্ত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে।
১১. ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ই-নিলামের তারিখের আগে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরিউক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় সম্পত্তি নিলাম করা হবে এবং সুদ ও খরচ সহ বকেয়া পুনরুদ্ধার করা হবে।
১২. ব্যাঙ্ক কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত কোনও বা সমস্ত অফার বা বিড গ্রহণ/বাতিল বা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com** দেখুন।

তারিখ: ১৮.০৬.২০২৬, স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার, কানাড়া ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

‘মোদীর ভারতে হামলা হলে আমেরিকা পাশে’

প্যারিস, ১৭ জুন: নরেন্দ্র মোদীর ভারতে যদি হামলা হয়। তাহলে নয়াদিল্লির পাশে দাঁড়াবে আমেরিকা। জি৭ পার্শ্ববৈঠকে ‘বন্ধু’কে বড় প্রতিশ্রুতি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এই মন্তব্যের মাধ্যমে ঘুরিয়ে চিনকে বার্তা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। অন্যদিকে, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মোদীও ওমান প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন বলে সূত্রের খবর। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তিনি জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী এবং সংলগ্ন অঞ্চলে যাতে অবাধে জাহাজ চলাচল করতে পারে এবং সেখানে যাতে নাবিকরা নিরাপদে থাকেন, তা নিশ্চিত করতে হবে।

ভারত জি৭-এর স্থায়ী সদস্য না হলেও, বিশেষ আমন্ত্রিত দেশ হিসাবে নিয়মিতভাবে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এই বছর ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ জি৭ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই সম্মলনেই মোদী-ট্রাম্পের আলাদা করে বৈঠক করার কথা ছিল। ভারতীয় সময় বুধবার সন্ধ্যায় বহু প্রতীক্ষিত সেই বৈঠক হয়। সেখানেই প্রধানমন্ত্রীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন ট্রাম্প। একইসঙ্গে দেন একরাশ আশ্বাস। বলেন, ‘ভারত- আমেরিকার সম্পর্ক চমৎকার। আর ঘনিষ্ঠ হওয়ার কোনও জায়গা নেই।’ এরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘ভারতের নেতা যদি মোদী হন, আর তাঁর নেতৃত্বে যদি সে দেশে হামলা হয়, তাহলে আমেরিকা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। দুই দেশের মধ্যে কোনও পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকা সাহায্য করতে পিছপা হবে না। তবে মোদী ছাড়া অন্য কেউ যদি নেতৃত্বে থাকেন, তাহলে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না।’ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠকটিকে তিনি ‘সদর্থক’ বলেও আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাম্প্রতিক অগ্রগতি নিয়ে ট্রাম্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন মোদি। এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। একইসঙ্গে বৈশ্বিক অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে হরমুজের গুরুত্ব উত্থাপন করেছেন মোদী।

ভূমি দপ্তরের আধিকারিকের ১০০ কোটির সম্পত্তির হদিসের মামলা

হায়দরাবাদ, ১৭ জুন: ভূমি দপ্তরের এক আধিকারিকের ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তির হদিস পেল দুর্নীতিদমন শাখা (এসিবি)। ইতিমধ্যেই ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে আয়বহির্ভূত সম্পত্তির মামলায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তাঁকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এসিবি। তেলঙ্গানার হায়দরাবাদের বাসিন্দা ওই আধিকারিকের নাম সুঙ্কারি নরহরি রাও। তিনি ভূমি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা। এসিবি সূত্রে খবর, রঙ্গারেড্ডি জেলায় পাঁচটি জমি রয়েছে রাওয়ের। মহেশ্বরমে ১.২৪ একর কৃষিজমির হদিস মিলেছে। পুপ্পালাগুড়ায় ২৫০০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট, নরসিংহীতে ১৮৬০ বর্গফুটের দু’টি ফ্ল্যাট এবং রাজেন্দ্রনগরে আরও একটি ফ্ল্যাট রয়েছে রাওয়ের। গাছিবোওলিতে চার তলা বিলাসবহুল একটি বাড়ি রয়েছে। এ ছাড়াও ছত্রীনাকায় আরও একটি তিন তলা বাড়ির হদিস মিলেছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, দেড় কোটি টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে। ব্যাঙ্কের লকারে পাওয়া গিয়েছে আড়াই কোটি টাকা। স্থায়ী আমানত রয়েছে ৫ কোটি টাকার। এ ছাড়াও সোনার গয়না রয়েছে প্রায় দেড় কেজি। রুপোর গয়না রয়েছে ৮ কেজি। রাওয়ের স্ত্রীর নামে ব্যাঙ্কে দু’টি লকার রয়েছে। সেই লকার এখনও খোলা হয়নি বলে সূত্রের খবর। এসিবি জানিয়েছে, কয়েক কোটি টাকার একটি গাড়িও উদ্ধার হয়েছে। অভিযুক্ত আধিকারিককে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে এসিবি। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ওই আধিকারিকের বেশ কয়েকটি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযানে যায় এসিবি। তদন্তকারীদের সন্দেহ, ১০০ কোটি নয়, তারও বেশি সম্পত্তি রয়েছে রাওয়ের। সেই সম্পত্তির খোঁজ চালানো হচ্ছে বলে এসিবি সূত্রে খবর। রাওয়ের ন’টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযানে যায় এসিবি। এ ছাড়াও তাঁর কয়েক জন আত্মীয়দের বাড়িতেও তল্লাশি অভিযান চলে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ভূমি দপ্তরের ওই আধিকারিকের নামে এবং বেনামে বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাট, কয়েক একর জমি, বাংলো, বিলাসবহুল বাংলোর হদিস মিলেছে। এখনও পর্যন্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি মিলিয়ে ১০০ কোটির খোঁজ মিলেছে।

ম্যাক্রোঁ-মেলোনিদের সামনে নিজেকে ‘বস’ ঘোষণা ট্রাম্পের

প্যারিস, ১৭ জুন: ফ্রান্সে জি৭ শীর্ষবৈঠকে বসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করলেন, তিনিই ‘বস্’। জি৭-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রধানেরা সকলেই সেখানে ছিলেন। বিশ্ব অর্থনীতির নিরাপত্তা বিষয়ক একটি অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল অভ্যাঁ-লে-ব্যাঁ শহরে। তাতে যোগ দিতে এসে সাংবাদিক এবং রাষ্ট্রনেতাদের সামনে ট্রাম্প নিজেকে ‘বস্’ বলেছেন। তবে কিসের প্রেক্ষিতে তাঁর এই মন্তব্য, খোলসা করেননি। উপস্থিত রাষ্ট্রনেতারাও কেউ তার কোনও প্রতিবাদ করেননি। বরং, ইরানের সঙ্গে আমেরিকার সংঘাত এবং পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে এত দিন যে ইউরোপের নেতারা ট্রাম্পের সমালোচনা করছিলেন, তাঁরাও এ বার সুর নরম করেছেন। জি৭ বৈঠকে যোগ দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। এ ছাড়া, ট্রাম্পের ঘোষণার সময় অধিবেশন কক্ষে ছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিরা। সোমবার, ১৫ জুন থেকে ফ্রান্সে জি৭ সম্মেলন শুরু হয়েছে। তা চলে ১৭ জুন, বুধবার পর্যন্ত। ইতিমধ্যে ট্রাম্পের সঙ্গে রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠক হয়েছে। জি৭ সদস্যরাষ্ট্রগুলি একটি যৌথ বিবৃতিও দিয়েছে। বুধবারের অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল দুষ্প্রাপ্য খনিজ এবং অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা। রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের বিষয়েও জি৭ বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তার পরেই নিজেকে ‘বস্’ বলে ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ময়দান

বেঙ্গল টি২০ লিগের সেমিফাইনালে পুরুলিয়া, মালদহকে হারিয়ে বড় বার্তা নোভাস রয়্যালসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল টি২০ লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দুর্দান্ত লড়াই উপহার দিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করল নোভাস রয়্যালস পুরুলিয়া। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা সোবিসকো স্ম্যাশার্স মালদহকে ৮ রানে হারিয়ে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিল পুরুলিয়া। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ম্যাচে ছিল টানটান উত্তেজনা, আর সেই লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল পুরুলিয়ার ক্রিকেটাররা। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মালদহ। শুরুতে তাদের বোলাররা নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে পুরুলিয়ার ব্যাটারদের চাপে রাখার চেষ্টা করেন। তবে দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন যুবরাজ দীপক কেসোয়ানি। তিনি ৪০ রানের মূল্যবান ইনিংস খেলে দলের ভিত গড়ে দেন। অন্যদিকে অধিনায়ক সুদীপ কুমার ঘরামি ২৩ রান করে মাঝের ওভারে দলের স্কোর এগিয়ে নিয়ে যান। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়লেও ছোট ছোট গুরুত্বপূর্ণ জুটির ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৯ রান তোলে পুরুলিয়া।

মালদহের হয়ে বল হাতে উজ্জ্বল ছিলেন সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, রমেশ প্রসাদ এবং প্রয়াস রায় বর্মণ। তিনজনই দুটি করে উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষকে বড় স্কোর করতে দেননি। বিশেষ করে ডেথ ওভারে তাদের বোলিং পুরুলিয়াকে আরও বেশি রান সংগ্রহ থেকে আটকে দেয়। ১৪০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মালদহের শুরুটা আশানুরূপ হয়নি। পুরুলিয়ার বোলাররা প্রথম থেকেই নিয়ন্ত্রিত লাইন ও লেংথে বল করে রান তোলার গতি কমিয়ে দেন। মাঝের ওভারে প্রয়াস রায় বর্মণ কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি ৩২ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেও অন্য প্রান্ত থেকে পর্যাপ্ত সমর্থন পাননি। ফলে প্রয়োজনীয় রানরেট ক্রমশ বেড়ে যায়। মালদহের ব্যাটিং লাইনআপকে চাপে ফেলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেন মিথিলেশ দাস ও প্রদীপ্ত প্রামাণিক। দু’জনেই তিনটি করে উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট নিয়ে তারা মালদহকে বড় জুটি গড়ার সুযোগ দেননি। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩১ রানেই থেমে যায় মালদহের ইনিংস। এই জয়ের ফলে পুরুলিয়া শুধু সেমিফাইনালে ওঠাই নিশ্চিত করল না, একই সঙ্গে টুর্নামেন্টের বাকি দলগুলোর কাছেও শক্ত বার্তা পাঠিয়ে দিল। ব্যাটিং ও বোলিং;দুই বিভাগেই ভারসাম্যপূর্ণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে তারা প্রমাণ করেছে যে শিরোপার দৌড়ে তারাও অন্যতম দাবিদার। অন্যদিকে হারলেও মালদহকে দ্রুত ভুল শুধরে নকআউট পর্বের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ মিথিলেশ দাস ম্যাচের পর বললেন তএই পুরস্কারটা অবশ্যই ভালো লাগার, কিন্তু আমি মনে করি এটা পুরো দলের সাফল্য। আমরা জানতাম মালদহ খুবই শক্তিশালী দল এবং তাদের ব্যাটিং লাইনআপও যথেষ্ট গভীর। তাই পরিকল্পনা ছিল শুরু থেকেই চাপ তৈরি করা। আমি শুধু অধিনায়কের পরিকল্পনা অনুযায়ী বল করার চেষ্টা করেছি। উইকেট কিছুটা সাহায্য করছিল, তাই অফস্টাম্পের বাইরে নিয়ন্ত্রিত লাইন ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। যে তিনটি উইকেট পেয়েছি, তার কৃতিত্ব ফিল্ডারদেরও দিতে হবে। ওরা দারুণ সমর্থন করেছে। বিশেষ করে মাঝের ওভারে আমরা যেভাবে রান আটকে রাখতে পেরেছি, সেটাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। ১৩৯ খুব বড় স্কোর ছিল না, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতাম এই রান ডিফেন্ড করা সম্ভব। সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দ অবশ্যই রয়েছে, তবে আমাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি। এখন লক্ষ্য একটাই;পরের ম্যাচেও একই আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নেমে দলকে ফাইনালে তোলা।

বেঙ্গল টি২০ লিগের ফাইনালে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানাতে ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।বৈঠকে রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়েও বেশ কিছুক্ষন আলোচনা হয়।

মোহনবাগানে মিগুয়েল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দলবদলের বাজারে বড় চমক। এবারের আইএসএলের গোল্ডেনবল জয়ী তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে দলে নিতে চলেছে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট। দলবদলের বাজারে জোর টক্কর চলছে ইস্টবেঙ্গল -মোহনবাগানের। সূত্রের খবর, ইস্টবেঙ্গলের ঘর ভেঙে ব্রাজিলিয়ান তারকা মিগুয়েল* যোগ দিতে চলেছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানে। আইএসএলের ডার্বিতে মিগুয়েলের ফাইনাল পাস থেকেই গোল করেছিলেন এডমুন্ড। আপাতত সেই দৃশ্য অতীত, সম্ভবত সবুজ-মেরুন জার্সিতে আগামী মরশুমের আইএসএলে খেলতে দেখা যাবে মিগুয়েলকে। দুই বছরের জন্য মোটা অঙ্কের চুক্তিও সম্পন্ন হওয়ার পথেন জানা গিয়েছে, ইস্টবেঙ্গলের কাছে মিগুয়েল যে পরিমাণ অর্থ চেয়েছিলেন, তা লাল-হলুদ দিতে পারবে না। বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামিরও থাকার সম্ভাবনা নেই। মোহনবাগান সেখানে লোভনীয় প্রস্তাব পেয়ে লুফে নিয়েছেন মিগুয়েল। ইস্টবেঙ্গলকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করা গোল্ডেন বল জয়ী মিগুয়েল সেই পুরস্কার রেখে গিয়েছে লাল-হলুদ তাঁবুতে। এবার গঙ্গাপাড়ের ক্লাবের হয়ে ট্রফি জিততে চাইবেন তিনি। এছাড়া গোল্ডেন বলের পর গোল্ডেন বুট জয়ীকেও হয়তো হাতছাড়া করতে পারে ইস্টবেঙ্গল। সূত্রের খবর, ইউসেফ এজ্জেজারির কাছে ভারত ও ভারতের বাইরে একাধিক ক্লাবের বড় অফার রয়েছে, যা ইস্টবেঙ্গলের থেকে ভালো।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Kolkata South Sub Divi II, Housing Directorate, is Notice Inviting T for 02 (two) no.works on and behalf of G of West Bengal, Ref: e-NIT-02 of 2026-20 A.E./KSSD-II.Bid Submission Start Date 17.05.2026,after 4:00 pm.&Tender I 2026_HSD_ 1028364_ 1_2 for Details ple contact to the Office of the A.E/KSSD-II, 21, Baburam Ghosh Road, Kolkata 70004 any working day. Sd/-Asst.Engr.,K.S.S.D-II,H.
ICA- T10396(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE,TESD, PWDte, invites e-tender for the work of “ Renovation of EI work of NDPS Court at Tamluk District Court, Purba Medinipur .” [e-NIT No. WBPWD/ AE/ TESD/e-NIT-01 of 2026-27] Tender ID: 2026_WBPWD_5015549_1. Bid Submission start date (Online): 17/06/2026, 5 p.m Bid Submission closing date (Online): 30/06/2026,1.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- T Samanta. Assistant Engineer, PWDte Tamluk Electrical Sub Division.
ICA- T10431(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Sealed tender is here by invited from the Assistant Engineer, PWD, Alipurduar Electrical Sub-Division, Alipurduar, 736121 for the Work having notice inviting Item rate e-TENDER No.- WBPWD/AE/AESD/eNIT-08/2026-27. Tender ID:- 2026_WBPWD_5015597_1. Bid submission start date(online): 19.06.2026 from 11:30 A.M. Bid submission closing date(online): 27.06.2026 upto 11:30 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD,PWD
ICA- T10433(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, B.M.C. Electrical Sub-Division, P.W.Dte. invites online e-Tender for the work of “Electrical Installation Work for SITC of 01(One) No. 20 Passengers fully automatic bed cum Passenger Lift at ER building at Burdwan MCH, Purba Bardhaman.” eNIQ/eNIT No.: WBPWD/AE/BMCESD/NIeT-13/25-26 (2nd Call), Tender ID: 2026_WBPWD_5015627_1. Bid submission start date (online): 16.06.2026 from 05:00 P.M. onwards. Bid submission closing date (online): 30.06.2026 up to 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeQ/NIeT and Tender documents may be downloaded from: http://wbpwd.gov.in and Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., B.M.C. Electrical Sub- Division
ICA- T10422(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/HOUSING/EE/DIV-VI/Circle II (KIT)/NIT-02/2026-2027
e-Tender is invited by the Executive Engineer, DIV-VI, Circle II (KIT), Housing Sector, (Erstwhile KIT), 1st floor, Block-A, Unna Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolk 700091, from reliable, resourceful, bonaf and experienced firms / companies / indiv / partnership firm contractors, for the wor **Name of Work, Estimated Amount, Earn Money, Time of Completion:** Urgent repairing work of O.H. water reservoir and re of concrete path way at the back side 4a at Housing Scheme No. 114A, La dens, KMC Ward No.-93., Rs.4,80,349/- cluding GST), Rs.9,610/-, 03 months. **Last date & time of Online Bid submis 29.06.2026,** Time: 12.00 hrs., for details tact the above office or visit both we **(KMDA-131)** www.kmda.wb.gov.in www.wbtenders.gov.in
ICA- T10353(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No : 04/KMDA/SD/EE (Plng Divi of 2026-27
Online e-tenders in two part system are by the Executive Engineer (Civil), Pla Division, SD Sector, KMDA, Block-B, 1st Unnayan Bhavan, Salt Lake, Kolkata-7000 from bonafide, reliable, experienced & sourceful firms / individuals contractors, fo work, **Name of work, Estimated Value of work, Earnest Money deposit, Time of pletion,** De-Siltation of Khal from Surya Na Culvert Road side Drain to Pinjrapole under Bally Municipal area., Rs.4,55,26 Rs.9,105/-, 15 Days. **Last date & time of line Tender Submission: 27.06.2026 u 14.00 hrs.** for details contact the above o or visit both websites. **(KMDA-133),** www.kmda.wb.gov.in www.wbtenders.gov.in
ICA- T10355(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
ABRIDGED 2nd CORRIGENDUM (Date Corrigendum) To e-N.I.T
No.- WBIW/SE/CE(N)/NIT-01(e)/ 2026-27, Sl. No. 01
e-Tender ID :- 2026_IWD_1024882_1
In respect of above mentioned 01 (One) no. work, 2nd Corrigendum (Date Corrigendum) done due to no. of online bid received is less than minimum. IN PLACE OF :- 1) Bid Submission End Date on 15.06.2026 at 11:00 Hrs. 2) Date of opening Technical Bid on 16.06.2026 at 11:00 Hrs. TO BE READ AS:- 1) Bid Submission End Date on 23.06.2026 at 11:00 Hrs. 2) Date of opening Technical Bid on 23.06.2026 at 15:00 Hrs. Details of the corrigendum can be obtained from the website www.iwd.wb.gov.in & URL https://wbtenders.gov.in Sd/- Superintending Engineer, Attached to Chief Engineer (North), I & W. Dte. Green Park, Malda.
ICA- T10386(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tenders are invited by the Executive Engineer, South 24-Pgs. W/S Division-I, P.H.E. Dte. vide Ref. No. 02/2026-2027/EE/SWD-I/WBPHED and ID : 2026_PHED_1028162_1 to 2. for Arrangement of temporary drinking water through Departmental/hired vehicles to combat drought like situation at Joynagar-I & Mograhat-II and adjoining Blocks under SWD-I, P.H.E. Dte. Details will be available in the website http://wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is 06/07/2026 upto 15:00 P.M. Sd/- For Executive Engineer, South 24-Pgs. W/S Division-I, P.H.E. Dte.
ICA- T10392(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Bishnupur Division, PWD invites online Quotation for the work of –1. Refilling, Testing and Necessary Repairing of Existing Fire Extinguishers including supply and fixing wall mounted brackets within the Bishnupur Subsidiary Correctional Home during the year 2026-27 under Bishnupur Division, P.W.D in the district of Bankura. Tender ID: 2026_WBPWD_5015614_1 . e-NIQ No: 01 of 2026-2027 of EE/BD/PWD; Bid submission closing date 29.06.2026 up to 12.00 pm corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/ Executive Engineer, Bishnupur Division, P.W.Dte.
ICA- T10416(1)/2026

CORRIGENDUM-I FOR EXTENSION OF TIME OF NIeT No. WBPWD/PC/SSE/NIeT-01/2026-2027
Name of work:- Providing facility management staff to enhance room service work in Bangla Bhawan at 2, Pt. Uma Shankar Dikshit Marg, Chanakyapuri, New Delhi.
Tender ID :- 2026_WBPWD_ 5014284_1
Last date of Bid submission (online):- 27.06.2026 at 2.00 PM
All other terms and conditions will remain unchanged.
Sd/-
Sr. Superintending Engineer
Presidency Circle, PWD
Govt. of West Bengal

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়ার ডিইএন/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ [**সিনিয়ার ডিইএন/২/হাওড়া**]। **ই-টেন্ডার নং ঃ ১২৫_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৫.০৬.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়ার ডিইএন/২/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং পোর্সন সরবরাহ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,০২,৯৪,২৭০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,০৫,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-161/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Ranaghat Electrical Sub Division invites online tender for the work “Supply & Fixing of Copper Pipe for 14 nos AC machine at Matrisadan & DRS (Sadar Campus) building, Krishnagar, Nadia (Job No. NED/KNG/DW/03/01 of 26-27)”. Estimated Amount : Item Rate Tender e-NIT No. WBPWD/AE/e-NIT/04/RH/26-27. Tender ID-2026_WBPWD_5015599_1. Bid Submission Start Date (online) 18.06.2026 at 12:00AM Bid Submission Closing Date (online)23.06.2026 to 02:00PM. Sd/- R. A. Paul. Assistant Engineer, PWD Ranaghat Electrical Sub Division.
ICA- T10439(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD CORRIGENDUM NOTICE
Read the Name of work:- SITC of Air-conditioning System including their necessary electrical works for Ejlas and Chamber in all Courts of Zilla Adalat Bhawan, North 24 Parganas, Barasat - Internal Electrical Installation Work. Instated of Published previously on dated: 05/06/2026. NIT No: WBPWD/SESEC/eNIT-12(2nd)/25-26, Tender Id: 2026_WBPWD_5014907_1. Bid Submission Closing date (Online): 30.06.2026. Instated of Bid Submission Closing date (Online): 23/06/2026. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Senior Superintending Engineer, P.W.D., Southern Electrical Circle.
ICA- T10442(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING QUOTATION
Urgent basis repairing and replacement work of different light fittings, fans, geyser and AC at Different 5 nos Purbachal Minister Quarter at Salt Lake, Kolkata. Tender No: WBPWD/AE/BESD-I/e-NIQ-07/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5015612_1 Document Download Closing Date- 23.06.2026 up to 12.00 pm. Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Sub-Division-I.
ICA- T10452(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
TENDER ID-2026_WBPWD_5015512_1 to 13
Sealed Bids are invited against eNIT No: 02 of 2026-27 of AE/PWD/SNPHSD for different works as mentioned in NIT. Bid Submission will be start on 17.06.2026 from 11.00 AM and Closing date will be 09.07.2026 upto 11.00 AM. Details are available in wbtenders.gov.in & www.pwdwb.gov.in as well as at the office of the Assistant Engineer, Sambhunath Pandit Hospital Sub-Division, P.W.D., 2, Beninandan Street, Kolkata-700025. Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., S.N.P.H Sub-Division.
ICA- T10420(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Executive Engineer-I
Damodar Canal Division, Court Compound, Purba Bardhaman, Pin- 713101
e-TENDER NOTICE
No-WBIW/EE-I/DCD/e-NIT-04/2026-27
e-Tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible contractors for 04 (Four) nos. work under SDS/NP. Last date & time of Bid submission is 25.06.2026. Details of Tender Notice may be seen at https://wbtenders.gov.in or https://wbiwd.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, Damodar Canal Division.
ICA- T10385(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D, Barasat Electrical Sub-Division invite online e-Tender for the work of :- “Urgent Electrical Installation works including necessary wirings for the power connection of the VRF AC machines for Ejlases of the Fast Track Court - 1, Fast Track Court - 2 and Civil Judge Senior Division 1st Court of the 3rd (Third) floor of District Judge's Court, North 24 Parganas, Barasat.” NIT No: 17/T of 26-27 of AE/BESD Tender id: 2026_WBPWD_5015613_1. Bid Submission Start date (Online): 17.06.2026. Bid Submission Closing date (Online): 29.06.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- P Nandi. ASSISTANT ENGINEER, P.W.D BARASAT ELECTRICAL SUB-DIVISION.
ICA- T10455(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIQ No: KMDA/E-M/EE/MD-I/ NIQ No.-06 of 2026-27
Online Quotation is invited by the E tive Engineer, Mechanical Division-I, Sector, KMDA, 59, Nazrul Park. Ash Nagar. Kolkata-700159, from the elig Agencies, for the work, **Name of Works Estimated Value of work, Earn Money Deposit, Time of Completi** Lifting, repairing & reinstallation of one KW (Q: 2700 m³/Hr, H-12 Mtr, M WQ24MN28, Sl No.: BBM-10002, Ma WPIL) Submersible pump motor-set, rewinding of the motor, replacemen spares-parts as required and allied w like repairing of 5 ton EOT crane minor fabrication work above the sc chamber, at Dum Dum Park Drai Pumping Station under South Dum Municipal Area. Rate to be quo Rs.18,000/-, 21 Days. **Last date & time online Quotation submission 27.06.2026 upto 12.00 hrs.** for details contact the above office or visit both sites. **(KMDA-135)** www.kmda.wb.gov.in, www.wbtenders.gov.in
ICA- T10356(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer PWD Diamond Harbour Divn. WBPWDEEDHDe_NIT_02_2026_27 of 1st CORRIGENDUM for the works:- 1. Emergent Repair of Fatepur-Falta roads from Ch.10.00 Kmp to 13.00 Kmp in stretches, under Diamond Harbour Sub-Division, P.W.D., in the District of South 24 Parganas during the year 2026-2027. Estimated Amount:- Rs. 9,70,790.00 Tender Id:- 2026_WBPWD_5014896_1. Bid submission Starting date :- 16.06.2026 & Bid Submission closing date 25.06.2026 at 01.00 P.M. may be seen & downloaded from the official website of P.W.D http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer PWD Diamond Harbour Divn
ICA- T10437(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Purulia Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte. Invites online e-tender for the work of : - Supply and Installation of Seven (7) Nos 12 Volt , 200 AH battery at Purulia Electrical Division , PWD , Purulia in the District of Purulia. e-NIQ No. WBPWD/ AE/ PESD-I/ eNIQ-10/ 2026-27. Tender Id:- 2026_WBPWD_5015606_1. Bid submission start date [online]:- 19/06/2026, 10.00AM. Bid submission closing date [online]:- 25/06/2026 at 10.00 AM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- http://wbtenders.gov.in Sd/- S.K.Dey. Assistant Engineer, PWDte. Purulia Electrical Sub-Division -I, P.W.Dte.
ICA- T10426(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
EE/BSHD/P.W.(Roads) Dte invites online e-Quotation for the work of :- “Hiring of Inspection Vehicle, (Preferably) (Luxury Taxi / Luxury Car), Motor Cab / Maxi Cab (Diesel/ CNG) for office use, in the Office of the Executive Engineer, Burdwan South Highway Division, P.W (Roads) Directorate, Aftab Club Compound, Purba Bardhaman on daily basis.” e-NIQ No 04 of 2026-27. Tr. ID. 2026_WBPWD_5015588_1, Bid submission Start Date (online): 19.06.2026 at 2.00 PM. Bid submission closing Date (online):03.07.2026 at 2.00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ and Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE/BSHD/P.W.(Roads)Dte,.
ICA- T10435(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Bankura Division, P.W. Directorate Invites online e-tender from the Resourceful and Bonafide contractor having credential as per G.O No. 04-A/PW/0/10C-02/14, dated-18.03.2015. Tender ref. No. WBPWD/EE/BANKURA DIVISION/eNIT-04/2026-2027 & Tender ID: [2026_WBPWD_5015603] for 04 (Four) nos. of works under Bankura Division, P.W.D. circulated vide this office memo no. 587/EE/BNK/PWD dated, 16.06.2026. Bid submission start date (online): 22.06.2026 at 12.00 Hrs. IST. Bid submission closing date (online): 06.07.2026 at 12.00 Hrs. IST. Corrigendum if any will be published in website only. The details of NIT & Tender document may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in/nicgep/app Sd/- Executive Engineer, Bankura Division, P.W. Directorate, Govt. of West Bengal.
ICA- T10441(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, Bidhannagar East Sub-Division-I, PWDte., invites tender bearing NIeT No.-03/AE/BNESD-I/PWDte of 2026-2027, Tender ID 2026_WBPWD_5015548_1 for percentage rate basis for the work of Urgent Refurbishment and minor repair work of the office chambers and Ante chambers of the Hon’ble Minister-in-Charge (MIC) and Minister of State (MOS) along with the rooms of their respective PSs at 4th floor of Benfish Tower, under the Dept. of Food Processing Industries & Horticulture, Salt Lake, Kolkata-700091, under Bidhannagar East Division (a) The tender documents download start date (online): 18/06/2026 from 11.00 A.M. (b) Bid proposal submission start date (online): 18/06/2026 from 11.00 A.M. (c) Technical & Financial Bid proposal Submission end date (online): 24/06/2026 up to 01.00 P.M. (d) All documents can be seen/obtained from the https://tenders.wb.gov.in Sd/- AE/BNESD-I/PWDte.
ICA- T10424(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
1) Assistant Engineer, Kalyani Highway Sub-Division, P.W.(Roads)Dte. Kalyani, Nadia, invites Tender for “Collection of Required Parametric Data and Preparation of Pavement Strengthening Design for Chakdaha–Nimtala Road from 0.00 Km to 9.00 Km and from 17.600 Km to 18.710 Km under Kalyani Highway Sub-Division of Nadia Highway Division No. II in the District of Nadia during the year 2026–27. eNIQ No :- 01 OF 2026 - 27 of The Assistant Engineer, Kalyani Highway Sub-Division, P.W.(Roads)Dte. Tender Id :- 2026_WBPWD_5014500_1. Bid Submission Start date & Time (Online) :- 26.05.2026 from 5.00 pm. Bid Submission end date & Time (Online) :- 22.06.2026 from 12.00 pm. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender Documents may be downloaded https://tenders.wb.gov.in Sd/-S.Saha. Tender Inviting Authority Assistant Engineer, Kalyani Highway Sub-Division. P.W.(Roads) Directorate.
ICA- T10428(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W. Directorate, Burdwan East Sub Division invites online e-tender for the work of WBPWD/AE/BESD/NIeT-03/2026-27. **1)** “Repairing of damaged Jhapantala Bridge with Gunitingconc surface, Sand Blasting and painting etc. on 8.925 KM of Golapmoni Road under Burdwan Division, PWD for the year 2026-27.” Estimated Amount : Rs. 413505.33, Tender ID : 2026_PWD_5015589_1. **2)** “Repairing of damaged Kadamtala Bridge with Gunitingconc surface and painting on M.M. Road at 2 ndk.m. under Burdwan Division, PWD.” Estimated Amount : Rs. 484359.16, Tender ID : 2026_PWD_5015589_2. **3)** “Rehabilitation & Renovation of Bridges at Ch. 1.10 km on Uchalan- Eklakshi Road under Burdwan East Sub-Division ,P.W.D. under Burdwan Division (P.W.D.).” Estimated Amount : Rs. 490952.64, Tender ID : 2026_PWD_5015589_3. **4)** “Repair & Maintenance of Road flank on Durgadas Road from Ch. 4.00 Kmp to Ch. 8.00 Kmp under Burdwan East Sub Division (P.W.D.) under Burdwan Division.” Estimated Amount : Rs. 497953.10, Tender ID : 2026_PWD_5015589_4. **5)** “Change of Occupation at Bicharak Neer, 2nd floor R/S quarter for use of Learned District Judge at Sadhanpur, under Burdwan East Sub-Division.” Estimated Amount : Rs. 246255.36, Tender ID : 2026_PWD_5015589_5. **6)** “Repair of Boundary Wall & outside of Office building at Memari Stack Yard cum P.W.D. Section Office with painting under Burdwan Division, PWD in the district of Purba Bardhaman.” Estimated Amount : Rs. 485090.74, Tender ID : 2026_PWD_5015589_6. **7)** “Repair & Replacement of damaged roof shed & other allied works inside Seharabazar Section Office, under Burdwan East Sub Division (PWD) under Burdwan Division (PWD).” Estimated Amount : Rs. 372160.40, Tender ID : 2026_PWD_5015589_7. Bid Submission Start Date (Online) : 16.06.2026 from 6.30 P.M. Bid Submission Closing Date (Online) : 24.06.2026 upto 2:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender Documents may be downloaded from : https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Burdwan East Sub-Division, P.W.Dte.
ICA- T10418(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

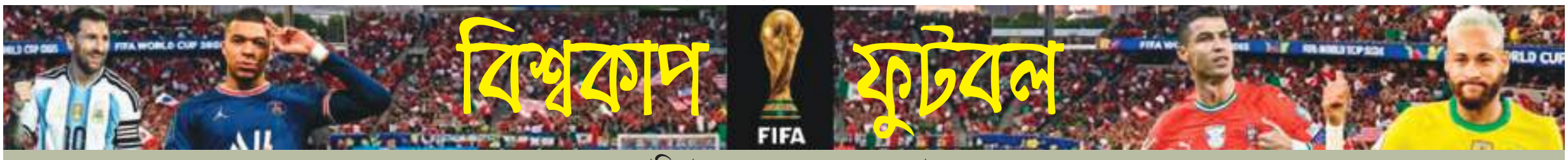

চোখে জল, পায়ে জাদু, শেষ যাত্রার শুরুতেই ইতিহাসকে ছুঁলেন মেসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সব কিংবদন্তির জীবনেই এমন কিছু মুহূর্ত থাকে, যেগুলো পরিসংখ্যানের গণ্ডি পেরিয়ে গল্প হয়ে যায়। কানসাস সিটির রাতটি লিওনেল মেসির জন্য তেমনই এক গল্প। সেখানে ছিল গোল, ছিল রেকর্ড, ছিল হ্যাটট্রিক। কিন্তু সবকিছুর ওপরে ছিল এক জোড়া ভেজা চোখ। এমন এক মানুষের চোখ, যিনি ফুটবলের প্রায় সবকিছু জিতে ফেলেছেন, অথচ স্বপ্ন দেখা এখনও বন্ধ করেননি।

আলজেরিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনা জিতেছে ৩-০ গোলে। স্কোরলাইন বলবে এটি ছিল একতরফা জয়। ইতিহাস বলবে, এটি ছিল মেসির রাত।

বিশ্বকাপের মঞ্চে ষষ্ঠবারের মতো পা রাখার মুহূর্তেই তিনি ইতিহাসের অংশ হয়ে যান। ছেলেদের বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছয়টি আসরে খেলার রেকর্ড গড়েন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। অথচ ম্যাচ শুরুর আগে আলোচনা ছিল অন্য জায়গায়। ৩৮ বছর বয়সি মেসি কতটা ফিট? সাম্প্রতিক চোটের প্রভাব কি রয়ে গেছে? চার বছর আগের সেই ক্ষুধা কি এখনো আছে?

নব্বই মিনিট শেষ হওয়ার আগেই সব প্রশ্ন হারিয়ে যায়।

ম্যাচের শুরু থেকেই দেখা যায় চেনা মেসির সঙ্গে অচেনা এক তাড়না। নিজের অর্ধে নেমে বল কাড়ছেন, প্রতিপক্ষকে চাপ দিচ্ছেন, মাঝমাঠে ছুটছেন। বয়স যেন কোথাও গিয়ে ভুলে বসেছে তাঁকে।

পঞ্চম মিনিটেই প্রথমবার বল জালে পাঠিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অফসাইডের কারণে গোল বাতিল হয়। আলজেরিয়ার ফরোয়ার্ড ফারেস চাইবির গোলও একই ভাগ্য বরণ করে। যেন ম্যাচ অপেক্ষা করছিল আরও বড় কোনও দৃশ্যের জন্য।

সেই দৃশ্য আসে ১৭ মিনিটে।

রদ্রিগো দি পলের পাস থেকে বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের শট নেন মেসি। আলজেরিয়ার গোলরক্ষক লুকা জিদান হাত ছোঁয়ালেও বল থামাতে পারেননি। জালে বল জড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে স্টেডিয়ামজুড়ে শুরু হয় উৎসব। বিশ্বকাপে নিজের ১৪তম গোল করেন মেসি, আর এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা।

কিন্তু গোলের পর যা দেখা গেল, সেটাই হয়তো রাতের সবচেয়ে মানবিক দৃশ্য। উদযাপনের সময় ক্যামেরায় ধরা পড়ে তাঁর চোখের জল। সেই জল ছিল আনন্দের, স্বস্তির, হয়তো আরও একবার বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজের ছাপ রেখে যাওয়ার তৃপ্তির।

এই ম্যাচটি ছিল জাতীয় দলের হয়ে তাঁর ২০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ইতিহাসের তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে এই মাইলফলকে পৌঁছান তিনি। এর আগে এই কীর্তি গড়েছিলেন শুধু ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও কুয়েতের বাদের আল-মুতওয়া।

দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেন্টিনা আরও ছন্দ খুঁজে পায়। ৬০ মিনিটে আলেক্সিস ম্যাক আলিস্টারের শট লুকা জিদান ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ফিরতি বলে গোল করেন মেসি। আর ৭৬ মিনিটে আসে সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্ত। বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে পূর্ণ করেন বিশ্বকাপ কেরিয়ারের প্রথম হ্যাটট্রিক।

এই তিন গোল শুধু ম্যাচ জেতায়নি। বিশ্বকাপে তাঁর মোট গোলসংখ্যা পৌঁছে দিয়েছে ১৬-তে। পেছনে ফেলেছেন কিলিয়ান এমবাপে, গার্ড মুলার ও রোনাল্ডো নাজারিওকে। ছুঁয়ে ফেলেছেন মিরোস্লাভ ক্লোসার রেকর্ড। একই সঙ্গে ৩৮ বছর ৩৫৭ দিন বয়সে বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করা সবচেয়ে বেশি বয়সি ফুটবলারও এখন তিনি। ভেঙেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর রেকর্ড।

ম্যাচের ৮০ মিনিটে যখন কোচ লিওনেল স্কালোনি তাঁকে তুলে নিলেন, তখন পুরো স্টেডিয়াম দাঁড়িয়ে। করতালিতে ভরে গেছে চারদিক। সেটি ছিল শুধু একজন ফুটবলারের জন্য সম্মান নয়, ছিল একটি যুগকে সম্মান জানানোর মুহূর্ত। আলজেরিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছে চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। কিন্তু ফলাফলের চেয়েও বড় খবর হলো, মেসির ক্ষুধা এখনো শেষ হয়নি। বয়সের ক্যালেন্ডার ৩৮ ছুঁয়েছে, কিন্তু স্বপ্নের ক্যালেন্ডারে তিনি এখনও সেই আগের মানুষ।

আর তাই প্রশ্নটা এখন আর মেসি কত রেকর্ড ভাঙবেন, সেটি নয়। প্রশ্ন হলো, ইতিহাসের পাতায় তিনি আর কত অমর রাত যোগ করবেন।

প্রতিশোধের আগুন, রেকর্ড আর এমবাপের জাদুতে সেনেগালকে হারিয়ে ফরাসিদের উল্লাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০০২ সালে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে সেনেগালের কাছে ১-০ গোলে হেরে বড় ধাক্কা খেয়েছিল ফ্রান্স। দুই যুগ পর আবার বিশ্বকাপের মঞ্চে মুখোমুখি দুই দল। এবার প্রতিশোধের রাত, আর সেই প্রতিশোধের নায়ক কিলিয়ান এমবাপে। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে শুরুটা অবশ্য মোটেও স্বস্তিদায়ক ছিল না ফরাসিদের জন্য। তারকাখচিত দল হয়েও প্রথমার্ধে ছন্দ খুঁজে পায়নি তারা। বরং নিকোলাস জ্যাকসনের দারুণ এক প্রচেষ্টা পোস্টে লেগে ফিরে আসে। পরে ইসমাইলা সারের সহজ সুযোগ নষ্টে বেঁচে যায় ফ্রান্স। প্রথম ৪৫ মিনিটে লক্ষ্যে কোনও শটই নিতে পারেনি তারা।

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামে এক অন্য ফ্রান্স। আর সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন এমবাপে। ৫৯ মিনিটে সাদিও মানের চ্যালেঞ্জে বক্সে পড়ে গেলেও পেনাল্টি পাননি তিনি। তবু থামেননি। ৬৬ মিনিটে মাইকেল ওলিসের পাস থেকে ডেডলক ভাঙেন এমবাপে। সেই গোলে এগিয়ে যায় ফ্রান্স।

এরপর কোচ দিদিয়ের দেশমের চালও কাজে দেয়। উসমান দেম্বেলের জায়গায় নামা ব্র্যাডলি বারকোলা ৮২ মিনিটে আদ্রিয়েঁ রাবিওর থ্রু পাস ধরে মেন্ডির মাথার ওপর দিয়ে বল জালে পাঠিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।

ইনজুরি সময়ে ইব্রাহিমা এমবায়ে এক গোল শোধ দিলে ম্যাচে নাটকীয়তা ফেরে। কিন্তু শেষ হাসি হাসেন এমবাপে। যোগ করা সময়ে বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক শটে জাল কাঁপিয়ে নিজের জোড়া গোল পূর্ণ করেন তিনি। সেই গোলেই নিশ্চিত হয় ফ্রান্সের ৩-১ গোলের জয়।

এই ম্যাচ শুধু তিন পয়েন্টের নয়, রেকর্ডেরও। ৫৮ গোল নিয়ে অলিভিয়ের জিরুকে পেছনে ফেলে ফ্রান্সের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন এমবাপে। বিশ্বকাপে তাঁর গোলসংখ্যা ১৪, যা এসেছে মাত্র ১৫ ম্যাচে। মিরোস্লাভ ক্লোসের ১৬ গোলের রেকর্ড এখন হাতছানি দিচ্ছে তাঁকে।

ম্যাচে ৫৪ শতাংশ বল দখলে রাখা ফ্রান্স গোলের জন্য ৮টি শট নেয়। সেনেগাল লক্ষ্যে রাখতে পারে মাত্র ২টি।

তবে পরিসংখ্যানের বাইরেও এই রাতের একটি নাম থাকবে; কিলিয়ান এমবাপেপ্পে। কারণ যখন ফ্রান্সকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, তখন তিনিই সামনে এসে পথ দেখিয়েছেন।

হ্যাটট্রিক না হলেও বিশ্বকাপের আলো কেড়ে নিলেন হালান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ম্যাচ শেষে হয়তো আর্লিং হালান্ডের মনে একটু আক্ষেপ ছিল। ৮৩ মিনিটে পাওয়া সুযোগটা যদি কাজে লাগাতে পারতেন, তাহলে বিশ্বকাপ অভিষেকেই হ্যাটট্রিক হয়ে যেত। কিন্তু জালাল হাসানের পায়ে লেগে বল বাইরে চলে যায়। তবু আক্ষেপের চেয়ে আনন্দই বেশি থাকার কথা। কারণ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই জোড়া গোলে নরওয়েকে এনে দিয়েছেন দারুণ এক জয়।

বোস্টনে ইরাককে ৪-১ গোলে হারিয়েছে নরওয়ে। আর শুরু থেকেই ম্যাচে ছাপ রেখে গিয়েছেন হলান্ড। ২৯ মিনিটে প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। কিন্তু ইরাকও দ্রুত জবাব দেয়। ৩৯ মিনিটে আইমেন হুসেইনের হেডে সমতায় ফেরে তারা। সেই গোলটি ছিল ইরাকের বিশ্বকাপ ইতিহাসের দ্বিতীয় গোল, আর প্রথম ও দ্বিতীয় গোলের মাঝে ব্যবধান ৪০ বছর ৯ দিন। তবে সমতা বেশিক্ষণ টেকেনি। ৪৩ মিনিটে আবারও আঘাত হানেন হলান্ড। তাঁর দ্বিতীয় গোলেই বিরতিতে এগিয়ে যায় নরওয়ে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে স্কিরি অস্টিগার্ড ৭৬ মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান। শেষ নাটকটা ঘটে যোগ করা সময়ে। ইরাকের গোলদাতা আইমেন হুসেইন দুর্ভাগ্যজনকভাবে আত্মঘাতী গোল করে বসেন। ফলে এক ম্যাচে গোল ও আত্মঘাতী গোল করা বিশ্বকাপ ইতিহাসের তৃতীয় ফুটবলার হয়ে যান তিনি।

১৯৩৮ সালের পর ৫৬ বছর ২৮ দিনের অপেক্ষা শেষে ১৯৯৪ বিশ্বকাপে দ্বিতীয় গোল পেয়েছিল নরওয়ে। সেই নরওয়ে এবার ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে প্রথম ম্যাচেই চার গোল করল। এটিই বিশ্বকাপে তাদের সবচেয়ে বড় জয়।

জয়ের মঞ্চে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম অবশ্যই আর্লিং হলান্ড। হ্যাটট্রিক না পেলেও বিশ্বকাপকে তিনি জানিয়ে দিলেন, নরওয়ের স্বপ্নের কেন্দ্রে তিনিই আছেন। আর তাঁর পায়ের গোলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বকাপের আকাশেও।

মাঠে ফুটবল, আকাশে জেট! বিশ্বকাপে নতুন বিতর্কের কেন্দ্র এখন ইনফান্তিনো

নিজস্ব প্রতিবেদন: একই দিনে দু'টি ম্যাচ, একের পর এক শহর, আর প্রতিটি ভেন্যুতে উপস্থিত থাকার চাপ; বিশ্বকাপের এই বিশাল আয়োজন সামলাতে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বেছে নিয়েছেন দ্রুততম পথ, আকাশপথের ব্যক্তিগত জেট। কিন্তু তাঁর এই অবিরাম যাত্রাই এখন বিশ্বকাপের বাইরের সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বকাপের ১৬টি ভেন্যু জুড়ে প্রায় ২ হাজার ৮০০ মাইল পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে তাঁকে। উদ্বোধনী দিনে মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়ামে ম্যাচ দেখার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি উড়ে যান গুয়াদালহারায়। মাত্র ২৮৫ মাইল দূরত্ব পাড়ি দিতে সময় লাগে এক ঘণ্টার কিছু বেশি। এরপর একে একে লস অ্যাঞ্জেলেস, সানফ্রান্সিসকো, ভ্যাঙ্কুভার এবং মায়ামির ফিফা সামিট; সবখানেই তাঁর উপস্থিতি দেখা গেছে একই দ্রুততায়। কাতার এয়ারওয়েজের সঙ্গে ফিফার স্পনসরশিপ চুক্তির অংশ হিসেবে পাওয়া প্রাইভেট জেট ব্যবহার করছেন ইনফান্তিনো। ফিফার দাবি, সভাপতি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব হলো টুর্নামেন্টের প্রতিটি অংশে উপস্থিত থাকা এবং সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বজায় রাখা। তাই কখনো বাণিজ্যিক বিমান, আবার কখনো চার্টার জেট ব্যবহার করা হচ্ছে সময় ও কার্যকারিতার দিক থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধান হিসেবে।তবে এই ব্যাখ্যা ঘিরে বিতর্ক থামছে না। পরিবেশবাদীদের অভিযোগ, বিশ্বকাপের মতো বড় আয়োজন এমনিতেই বিপুল পরিমাণ কার্বন নিঃসরণের কারণ। তার ওপর শীর্ষ কর্মকর্তার ব্যক্তিগত জেটে নিয়মিত ভ্রমণ জলবায়ু সংকট মোকাবিলার বার্তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। 'নিউ ওয়েদার ইনস্টিটিউট'-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, এবারের বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি দূষণ সৃষ্টিকারী ক্রীড়া আয়োজন হতে পারে। তাদের অনুমান অনুযায়ী প্রায় ৯ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হবে এই টুর্নামেন্টে। এর মধ্যে আকাশপথে ভ্রমণ থেকেই আসতে পারে প্রায় ৭ দশমিক ৭ মিলিয়ন টন কার্বন, যা ২০১০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপগুলোর গড় নিঃসরণের চার গুণেরও বেশি। এই পরিসংখ্যানের পর সমালোচনার তীব্রতা আরও বেড়েছে। গ্রিনপিস ইউএসএ-এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জন হোসেভার প্রশ্ন তুলেছেন, এমন সময়ে যখন খেলোয়াড় ও দর্শকেরা প্রচণ্ড তাপমাত্রার মধ্যে ম্যাচ দেখছেন, তখন শীর্ষ কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত জেটে অবিরাম যাতায়াত কতটা যৌক্তিক? তাঁর মতে, এটি জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্ব ফুটবলের অবস্থানকে দুর্বল করে দিচ্ছে। কেবল ইনফান্তিনোই নন, এবারের বিশ্বকাপের ভৌগোলিক বিস্তারও বাড়িয়েছে ভ্রমণের চাপ। চারটি সময় অঞ্চল এবং তিনটি দেশের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা এই টুর্নামেন্টে দলগুলোকে পাড়ি দিতে হচ্ছে দীর্ঘ দূরত্ব। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার উদাহরণই যথেষ্ট। গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচ খেলতে তাদের প্রায় ৩ হাজার ১৪৪ মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে;টরন্টো থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস, তারপর সিয়াটল, এরপর সল্টলেক সিটির ট্রেনিং ক্যাম্পে ফিরে আসা। এই বিশাল যাত্রাপথ শুধু ক্লান্তিকরই নয়, কৌশলগত চাপও তৈরি করছে দলগুলোর ওপর। এক ভেন্যু থেকে আরেক ভেন্যুতে যেতে গিয়ে কমে যাচ্ছে বিশ্রামের সময়, বাড়ছে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি। কোচদের জন্য এটি হয়ে উঠছে এক নতুন চ্যালেঞ্জ;কেবল প্রতিপক্ষ নয়, লড়তে হচ্ছে ভ্রমণের ধকলের সঙ্গেও। এর তুলনায় ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন বাস্তবতা। সেখানে স্টেডিয়ামগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ দূরত্ব ছিল মাত্র ৪৬ মাইল। ফলে দর্শক, দল এবং কর্মকর্তাদের জন্য ভ্রমণ ছিল অনেক সহজ ও সীমিত। কিন্তু এবারের বিশ্বকাপে দৃশ্যপট পুরোপুরি ভিন্ন। চারটি সময় অঞ্চল, তিনটি দেশ, আর হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব;সব মিলিয়ে এটি হয়ে উঠেছে এক 'দূরত্বের বিশ্বকাপ'। এই বাস্তবতার মাঝেই ইনফান্তিনোর যাতায়াত এখন প্রতীকী বিতর্কের কেন্দ্র। একদিকে প্রশাসনিক দায়িত্ব ও উপস্থিতির চাপ, অন্যদিকে পরিবেশগত দায়বদ্ধতার প্রশ্ন; দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি এখন বিশ্বকাপের সবচেয়ে আলোচিত চরিত্রগুলোর একজন। আর তাই মাঠে যেখানে চলছে ফুটবলের লড়াই, আকাশে তখন চলছে আরেক ধরনের লড়াই;সময়, দূরত্ব আর দায়িত্বের ভারে তৈরি হওয়া এক নীরব বিতর্ক।

ঘাসের ভেতরে লুকানো আতঙ্ক, সাপের ভয়ে অস্বস্তিতে জার্মানি শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের মতো মহারণে যেখানে প্রতিটি দল কৌশল, ফিটনেস আর প্রতিপক্ষ বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত, সেখানে জার্মান ফুটবল দলের প্রস্তুতি শিবিরে নতুন এক অস্বস্তি যোগ হয়েছে; ঘাসের ভেতরে লুকিয়ে থাকা বিষধর সাপ।

উত্তর ক্যারোলিনার উইনস্টন-সালেমে থাকা জার্মান দলের বেস ক্যাম্পে হঠাৎই একটি কপারহেড সাপ দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে পরিচিত এই বিষধর সাপের উপস্থিতি মুহূর্তেই পুরো ক্যাম্পে সতর্কতার পরিবেশ তৈরি করে দেয়। খেলোয়াড়দের স্বাভাবিক অনুশীলনের ছন্দে নেমে আসে অস্বস্তির ছায়া। জার্মান অধিনায়ক জশুয়া কিমিচ এই ঘটনার পর নিজের উদ্বেগ গোপন করেননি। তাঁর ভাষায়, জার্মানিতে খেলোয়াড়দের চিন্তা থাকে কেবল কৌশল, ইনজুরি আর পরবর্তী প্রতিপক্ষ নিয়ে। কিন্তু এখানে এসে তাদের ভাবতে হচ্ছে প্রতিটি পদক্ষেপের আগে ঘাসের ভেতরে কী লুকিয়ে থাকতে পারে। কিমিচ জানান, যখন তাঁরা জানতে পারেন সাপটি বিষধর, তখন পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। তাঁর মতে, এমন সাপের কামড় খুবই বিপজ্জনক হতে পারে এবং দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। তাই এখন তাঁরা অনেক বেশি সতর্ক হয়ে চলাফেরা করছেন এবং প্রকৃতির কাছাকাছি এলাকা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন। তিনি আরও বলেন, জার্মানির তুলনায় এখানে এমন বিপজ্জনক প্রাণী বেশি থাকার অনুভূতি হচ্ছে, যা মানসিকভাবে খেলোয়াড়দের ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করছে। বিশ্বকাপের মতো বড় আসরে যেখানে মনোযোগ পুরোপুরি খেলায় থাকা উচিত, সেখানে এই ধরনের উদ্বেগ অনাকাঙ্ক্ষিত। এই সমস্যা শুধু জার্মানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সুইৎজারল্যান্ড এবং নরওয়ের দলও একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছে। সুইস দল তাদের সান দিয়েগো ক্যাম্পের একটি অংশকে আগেভাগেই 'সাপ এলাকা' হিসেবে

চিহ্নিত করে সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। নরওয়ের অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ান থরস্টভেড্ট বিষয়টি নিয়ে আরও স্পষ্টভাবে নিজের অস্বস্তি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, কপারহেড সাপ সম্পর্কে জানার পর থেকে খেলোয়াড়রা এখন প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলার আগে নিচের দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর মতে, এমন পরিবেশে মানসিকভাবে সম্পূর্ণভাবে ফুটবলে মনোযোগ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। থরস্টভেড্ট আরও জানান, বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতার আগে এমন তথ্য জানা সত্যিই হতাশাজনক। কারণ খেলোয়াড়রা এখানে এসেছে নিজেদের সেরা প্রস্তুতি নিয়ে, কিন্তু এখন তাদের মনোযোগ বারবার বিভ্রান্ত হচ্ছে। তবে মাঠের পারফরম্যান্সে দারুণ শুরু করেছে জার্মানি। কুরাসাওয়ের বিপক্ষে তারা ৭-১ ব্যবধানে বড় জয় তুলে নিয়ে টুর্নামেন্টে শক্ত বার্তা দিয়েছে। আক্রমণভাগের ধার, মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ আর গোলের খিদে; সব মিলিয়ে তারা এখনো অন্যতম ফেবারিট হিসেবেই এগোচ্ছে। এখন তাদের সামনে আইভরি কোস্টের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। কিন্তু সেই ম্যাচের আগে কোচিং স্টাফ থেকে শুরু করে খেলোয়াড়রা জানেন, কেবল প্রতিপক্ষ নয়, এই অদৃশ্য ভয়ও মাথায় রেখে মাঠে নামতে হবে।